গবেষণার শিরোনাম
বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
400855
400855

খালেদা আখতার
লোক প্রশাসন বিভাগ
রেজিঃ নং - ১৪৮/১৯৯৭-৯৮
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তারিখ ঃ মার্চ ১০, ২০০৩

গবেষণার শিরোনাম
বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব

অধ্যাপক

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়

400855

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

খালেদা আখতার

লোক প্রশাসন বিভাগ

রেজিঃ নং - ১৪৮/১৯৯৭-৯৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

খালেদা আখতার, রেজিঃ নং ১৪৮, শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৭-৯৮, এম.ফিল. লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য "বেইজিং নারী সম্মেলনোত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা" অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে প্রত্যায়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে।

আমার তত্ত্বাবধানে সে সততা ও নিষ্ঠার সাথে গবেষণা কর্মের বিভিন্ন কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করেছে। শুরুতেই সে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে। পরবর্তীতে খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী আমার যথাযথ নির্দেশনায় সম্পাদন করেছে। গবেষণা কমিটির সীমাবদ্ধতা থাকলেও খালেদা আখতার তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অনুসন্ধিৎসা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গবেষনা কর্মটি সমাপ্ত করেছে যা প্রশংসনীয়।

এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর যে কোন অংশ কোন ডিগ্রী অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

400855

N. Mahtab 9/3/03

(ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সবিনয়ে জানাচ্ছি

আমি ঘোষণা করছি যে, "বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমি এম. ফিল. ডিগ্রীর দ্বিতীয় বর্ষের অর্ন্তভুক্ত বিষয় হিসেবে সম্পাদন করেছি। এর আগে কোথাও এই বিষয়ে কাজ করিনি কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী অর্জনে এই গবেষণা কর্মটি ব্যবহার করিনি। ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব, অধ্যপক এর তত্ত্বাবধানে লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই -এ অভিসন্দর্ভটি আমি প্রথম জমা করছি।

১০ই মার্চ, ২০০৩

Khaleda
১০.০৩.০৩

(খালেদা আখতার)

রেজিঃ নং - ১৪৮

শিক্ষাবর্ষ - ১৯৯৭-৯৮

এম. ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বিশ্বজুড়ে নারী উন্নয়ন, অগ্রগতি ও আন্দোলনের ইতিহাসে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ শতকের এই সম্মেলন নারী সমাজকে পৌঁছে দিয়েছে একুশ শতকের সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে। সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ বিনা আপত্তিতে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করে এবং নিজ নিজ দেশে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে। বাংলাদেশও এই কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ, অন্যান্য মহিলা সংগঠন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং সক্রিয় মহিলা কর্মীবাহিনী সরকারের পাশাপাশি এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ব্যাপক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, নারী উন্নয়ন পরিষদ গঠন এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা পিএফএ বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি এই অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত বেইজিং নারী সম্মেলন' ৯৫ এবং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে গৃহীত সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে নারীর অবস্থা সম্পর্কিত বিশ্লেষনমূলক আলোচনা অধিকতর ধারনযোগ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্থাপনে কাজ করবে। সর্বোপরি বাংলাদেশের নারীর অবস্থা উন্নয়নে সমালোচামূলক আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা যাবে। ফলে, বাংলাদেশের নারী ও মেয়ে শিশুরা পুরুষ ও ছেলে শিশুদের সাথে সমান নাগরিক ও মানবিক অধিকার ভোগ করতে পারবে।

(খালেদা আখতার)
রেজিঃ নং - ১৪৮
শিক্ষাবর্ষ - ১৯৯৭-৯৮
এম. ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে গবেষনা কার্যে আমাকে সার্বিক তত্ত্বাবধান প্রদান করেছেন ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব, অধ্যাপক লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমেই আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁর তত্ত্বাবধানে আমাকে গবেষণা পরিচালনায় অনুমতি প্রদানের জন্য এবং গবেষণার প্রতিটি স্তরে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা পেয়েছি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন) একাডেমীর ৪৫ মত আইন ও প্রশাসন কোর্সের -৫০ জন প্রশিক্ষনার্থী কর্মকর্তার নিকট হতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মাঠ প্রশাসনে কর্মরত এসকল কর্মকর্তাগন সরকারী কমিশনার হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য প্রদান করে আমাকে সহযোগীতা করায় তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া যাবতীয় মাধ্যমিক তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমি প্রকল্প পরিচালক, প্লাজ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্তণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্যাদি প্রদান করে আমাকে সহায়তা করেছেন, গ্রন্থগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গ্রন্থগারিক, জেলা প্রশাসকের কার্যলয় লাইব্রেরী, পাবনা এবং গ্রন্থগরিক, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা। তথ্য প্রদানে সহায়তার জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুতকালে কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রনে আমাকে সহায়তা করেছেন, মোঃ মিজানুর রহমান, প্রপাইটার, স্কাইভিউ, নীলক্ষেত, ঢাকা। তার সহযোগীতার জন্য তার নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।
এছাড়াও আমি গবেষনা কর্মটি সম্পাদনকালে আমার বন্ধু রিয়াসাত আল ওয়াসিফের নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পেয়েছি। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে আমাকে যারা সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে তাদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(খালেদা আখতার)
রেজি নং - ১৪৮
শিক্ষাবর্ষ - ১৯৯৭-৯৮
এম. ফিল. দ্বিতীয় বর্ষ
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
প্রত্যায়ন পত্র		I
সবিনয়ে জানাচ্ছি		II
মুখবন্ধ		III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		IV
সূচীপত্র		V
প্রথম অংশঃ ভূমিকা		
অধ্যায়	**বিষয়**	
প্রথম	**১.১ প্রারম্ভভাষ্য**	১
	১.২ গবেষণার উৎস	১
	১.৩ গবেষণার গুরু	২
	১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	২
	১.৫ গবেষণার পরিধি	২
	১.৬ গবেষণার কর্মপ্রবাহের সময়কাল	৩
	১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৩
	১.৮ গবেষণার উপস্থাপন পরিকল্পনা	৩
দ্বিতীয়	**প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা**	৪
	২.১ ভূমিকা	৪
	২.২ প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা	৪
তৃতীয়	**গবেষণা পদ্ধতি**	৯
	৩.১ ভূমিকা	৯
	৩.২ গবেষণা মৌলিক পদ্ধতি	৯
	৩.৩ গবেষণা নমুনা নির্বাচন	১০
	৩.৪ প্রশ্নমালা তৈরি	১০
	৩.৫ তথ্যের উৎস সমূহ	১০
	৩.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	১০
	৩.৭ তথ্য বিশ্লেষণ	১১
	৩.৮ সামগ্রকের বৈশিষ্ট্য	১১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অংশ ঃ বেইজিং নারী সম্মেলন

চতুর্থ	**বেইজিং নারী সম্মেলনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট**	১৩
	৪.১ ভূমিকা	১৩
	৪.২ জাতিসংঘের বিভিন্ন নারী বিষয়ক উদ্যোগ	১৩
	৪.৩ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন	১৩
	৪.৪ জাতিসংঘের অন্যান্য সম্মেলন ও সনদ	২১
পঞ্চম	**বেইজিং নারী সম্মেলনঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট**	২৪
	৫.১ ভূমিকা	২৪
	৫.২ জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম	২৪
	৫.৩ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতিবেদন	২৮
	৫.৪ বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫ প্রতিবেদন	৩৮
ষষ্ঠ	**বেইজিং নারী সম্মেলন**	৪৬
	৬.১ ভূমিকা	৪৬
	৬.২ সম্মেলনের প্রেক্ষাপট	৪৬
	৬.৩ প্লাটফরম ফর অ্যাকশন	৪৮
	৬.৪ পিএফএ'র অধ্যায়সমূহ	৪৯
	৬.৫ বেইজিং ঘোষণা	৬১
	৬.৬ পিএফএ'র সামগ্রিক কাঠামো	৬৫
	৬.৭ পিএফএ কেন গুরুত্বপূর্ণ	৬৬
	৬.৮ পিএফএ'র বাস্তবায়নের দায়দায়িত্ব সকলের	৬৭
সপ্তম	**বেইজিং প্লাস ফাইভ**	৬৮
	৭.১ ভূমিকা	৬৮
	৭.২ বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি প্রক্রিয়া	৬৮
	৭.৩ বেইজিং প্লাস ফাইভ এর কাঠামো	৭০
	৭.৪ বেইজিং প্লাস ফাইভ বৈশ্বিক প্রতিবেদন	৭২
	৭.৫ বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি কমিটির মূল অর্জন	৭৩
	৭.৬ নারী ২০০০ উপলক্ষে এনজিও: আন্তর্জাতিক এনজিও কমিটি	৭৫
	৭.৭ বেইজিং প্লাস ফাইভ কালপঞ্জি ১৯৯৫-২০০০	৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অংশ ঃ বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার

উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা

অষ্টম	**বেইজিং নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার**	৭৭
নবম	**সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাস্তবতা ঃ সরকারী উদ্যোগ**	৮০
	৯.১ ভূমিকা	৮০
	৯.২ বেইজিং সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সমূহ	৮০
	৯.৩ পিএফএ এর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনর ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি	১০৯
	৯.৪ বেইজিং প্লাস ফাইভ ব্যালান্স সীট	১১৪
দশম	**সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাস্তবতা ঃ বেসরকারী উদ্যোগ**	১১৬
	১০.১ ভূমিকা	১১৬
	১০.২ বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাস্তবতা: বেসরকারী উদ্যোগ	১১৬
	১০.৩ পিএফএ-র বিবেচনার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা	১১৯
	১০.৪ স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংগঠনের বেইজিং পরবর্তী উদ্যোগ	১২১
একাদশ	**সম্মেলনের বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশে নারীর বর্তমান অবস্থা**	১২৮
	১১.১ ভূমিকা	১২৮
	১১.২ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী	১২৮
	১১.৩ নারী ও স্বাস্থ্য	১৪১
	১১.৪ নারীর বিরুদ্ধে সহিসংতা	১৪৬
	১১.৫ নারীর মানবাধিকার	১৫৮
	১১.৬ নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৬১
	১১.৭ নারী ও সশস্ত্র সংঘাত	১৬২
	১১.৮ নারী ও দারিদ্র	১৬২
	১১.৯ নারী ও পরিবেশ	১৬৩
	১১.১০ নারী ও অর্থনীতি	১৬৬
	১১.১১ নারী ও প্রচার মাধ্যম	১৭০
	১১.১২ নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৭১
	১১.১৩ মেয়ে শিশু	১৭২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ	**গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল**	১৮০
	১২.১ ভূমিকা	১৮০
	১২.২ গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল	১৮০
ত্রয়োদশ	**বাংলাদেশে নারীর সমস্যা সমূহ**	১৮৮
	১৩.১ ভূমিকা	১৮৮
	১৩.২ সরকারী কার্যকরী সীমাবদ্ধতা	১৮৮
	১৩.৩ এনজিওদের কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	১৮৯
	১৩.৪ পিএফএ এর বিবেচনার ক্ষেত্রে বাংলালাদেশের নারীর সমস্যসমূহ	‘১৮৯
চতুর্দশ	**সুপারিশ ও উপসংহার**	১৯৩
	১৪.১ ভূমিকা	১৯৩
	১৪.২ সুপারিশ	১৯৩
	১৪.৩ সমাপ্তিভাষ্য	১৯৭
	তথ্যপঞ্জী	
	পরিশিষ্ট	
	ক. গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা	
	খ. মশিবিম এর পিএফএ বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা	
	গ. নারী উন্নয়নে জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল	
	ঘ. সেক্টারাল চাহিদা নিরুপন দলের সদস্য তালিকা	
	ঙ. জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের দল গঠন	

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অংশঃ ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ

ভূমিকা

১.১ প্রারম্ভভাষ্য ঃ

নারীর অধস্তনতা ও প্রান্তিকতা এক বিশ্বব্যাপী প্রপঞ্চ। তবে বিভিন্ন সমাজে শিক্ষা, প্রগতি, স্বয়ম্ভরতা ইত্যাদি অর্জনের প্রেক্ষিতে মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশে ভেদবুদ্ধি ও লৈঙ্গিক বৈষম্যের কষাঘাতে নারী আজ অস্তিত্বের সংগ্রামে মুখর।[1] 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে' বলেছিলেন সিমোন দ্য বোভোয়া। বাংলাদেশে পুরুষতন্ত্র নারীত্ব নির্মাণ ও নারীর পরিধি নির্ধারণে সতত ক্রিয়াশীল। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ নারীর জন্য তৈরী হয়েছে অসাম্য ও বঞ্চনার ভয়াল আবর্ত ও অদৃশ্য চোরাবালি। নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা মানবাধিকারের শর্ত। নারী বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। একটি দেশের সার্বিক বিকাশের সঙ্গেই বিষয়টি জড়িত। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষেই মূলত বিভিন্ন নারী সম্মেলনের আয়োজন। নারীর পরিপূর্ণ বিকাশ, সমতা ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নেয়া হয়েছে কর্মপরিকল্পনা। নারীকে এগিয়ে নিতে এর আগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নারীর অগ্রগতি ও সমতার জন্য প্রত্যেক সম্মেলনে একটি করে দলিল তৈরি হলেও নারীর সমমর্যদা ও সমঅধিকার এখনো কাগুজে বিষয়। সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলেনের মত সুবিশাল বৈশ্বিক কর্মযজ্ঞের প্রভাব বাংলাদেশে কতটুকু, কর্মপরিকল্পনায় বিবৃত বারোটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীর প্রকৃত বাস্তবতা রঙিন চশমা খুলে নির্জল অবলোকন ও সমাধান নির্ধারণই এই অভিসন্দর্ভের মূলসূর। মূলত এ বিষয়টি বাঙালি নারীর আপন আয়নায় আত্মদর্শন।

১.২ গবেষণার উৎস ঃ

বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা শীর্ষক গবেষণাটি এম.ফিল. দ্বিতীয় বর্ষের গবেষণা পত্র হিসাবে ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব, অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার গুরুত্বঃ

- বাংলাদেশের অর্ধেক নারী। তাই নারী বিষয়ক সকল গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।
- বেইজিং সম্মেলনে ১২টি ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নারী উন্নয়নে এই বিষয়টি অবদান রাখবে।
- অঙ্গীকারনামা বাস্তবায়নে বাংরাদেশ সরকার ও এনজিওদের উদ্যোগের 'ফলো আপ' মূল্যায়নে বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে অবদান রাখবে।
- এই গবেষণা নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মপ্রন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে।
- সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আলোচ্য গবেষনা কার্যকর অবদান রাখবে।

১.৪ গবেষার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য হল বেইজিং সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারসমুহ এবঙ সম্মেলোনেত্তর বাংলাদেশ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এই প্রেক্ষিতে গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ

- বেইজিং সম্মেলনের প্রেক্ষপট
- বেইজিং কর্মপরিকল্পনা
- সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারসমূহ
- অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে সরকারী উদ্যোগ/পদক্ষেপসমূহ
- সম্মেলনোত্তর বেসরকারী উদ্যোগ
- অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উদ্যোগের প্রবাব ও বাংলাদেশে নারী উন্নযনে ভূমিকা
- সম্মেলনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ
- সম্মেলনের প্রত্যাশার সাথে বাংলাদেশের নারীর প্রাপ্তির তুলনা
- অন্য রাষ্ট্রের সাথে তুলনা

১.৫ গবেষণার পরিধি ঃ

গবেষণাটি বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা বিষয়ক। এ কারণে গবেষণাটি বেইজিং পরবর্তী বাংলাদেশে গৃহীত উদ্যোগ বিষয়ক হওয়ায় এটি সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার কর্মপ্রবাহের সময়কাল ঃ

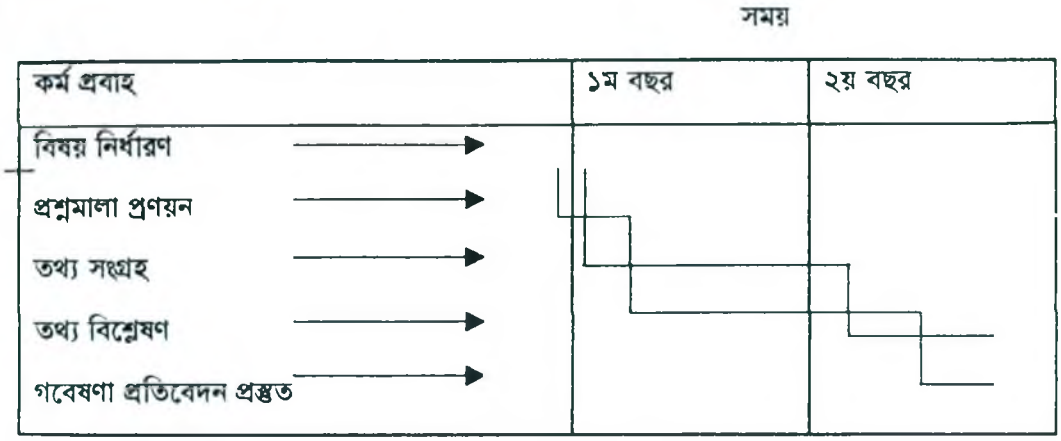

১.৭ গবেষনার সীমাবদ্ধতাঃ

- মাধ্যমিক উৎস নির্ভরতা
- সরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য প্রদানে রক্ষণশীল মনোভাব
- প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যানের অভাব
- তথ্যের প্রাপ্যতার অপ্রতুলতা
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিবেদন ও প্রকাশনার উপর অধিক নির্ভরতা
- অল্প সংখ্যক নমুনা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ
- মহিলাদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য প্রাপ্তিতে সমস্যা
- অধিকাংশ সংগঠন ঢাকায় অবস্থিত
- উত্তর দাতাদের সচেতনার অভাব
- উত্তর দাতাদের রক্ষণশীল মনোভঙ্গি
- দাম্পত্য ও যৌন জীবন সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে অনীহা।
- আর্থিক সমস্যা

১.৮ গবেষণার উপস্থাপন পরিকল্পনা ঃ

অভিসন্দর্ভটি তিনটি অংশে এবং ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অংশে ভূমিকা, দ্বিতীয় অংশে বেইজিং নারী সম্মেলন ও তৃতীয় অংশে বেইজিং সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যালোচনা

২.১ ভূমিকা ঃ

সামাজিক গবেষণায় প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা বা সাহিত্য সমীক্ষা করা হয়, কেননা সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রকল্প গঠন, অনুমান নির্ধারন, পদ্ধতি উদ্ভাবন, ফলাফল তুলনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহিত্য সমীক্ষা তাত্ত্বিক ভিত্তি ও প্রয়োগিক কৌশল তথা গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সম্যক সহায়তা করে থাকে। এ গবেষণা কর্মে নিম্নোক্ত গ্রন্থাদির সাহায্য নেয়া হয়েছেঃ-

২.৩ • মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত "জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং চীন, ৪-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনর ঘোষনা ও কর্ম পরিকল্পনা" হল চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্তকর। প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯৬ সালে। এটি মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ।

• মালেকা বেগম রচিত "সংরক্ষিত মহিলা আসন সরাসরি নির্বাচন ২০০০"-এই গ্রন্থ শিরোনামের মধ্যেই পুস্তকটির মূল বক্তব্য নিহিত। জাতীয় সংসদে ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে তিনি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ে আগামী বিল কেমন হওয়া উচিত যে সম্পর্কে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

• সংকলন প্রকাশক উপ-কমিটি - বেইজিং প্লাস কাইভ সংক্ষিপ্ত এনজিও কমিটি, বাংলাদেশ (এনসিবিপি) - প্রকাশিত "নারী ২০০০" গ্রন্থটি জানুয়ারী, ২০০১-এ প্রকাশিত হয়। এখানে বেইজিং প্লাস ফাইভ বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে করনীয় সম্পর্কে মতামত তুলে ধরা হয়েছে। ২০০০ সালের জুন মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত পিএফএ বাস্তবায়ন মূল্যায়ন সূচক "নারী ২০০০" জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক সভায় পিএফএ বাস্তবায়নের কাজে কিছু নতুন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয়েছে। এসব বিষয়ে ব্যপক প্রচার ও বাস্তবায়ন কৌশলের লক্ষ্যে এনসিবিসি ২০০০ মালের ২৩ আগষ্ট, ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় উপস্থাপিত আলোচনাপত্র ও সুপারিশমালা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

• প্লাজ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত 'বেইজিং ফলোআপ'৯৯"-এ বাংলাদেশ সরকার ও সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর উদ্যোগ প্রেক্ষাপট: (১৯৯৫-১৯৯৯) এটির মূল বিষয়। বেইজিং সম্মেলনের পর ২০০০ সালের পূর্বে নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্যসেবা সংসদগুলোর উদ্যোগ সকলকে অবহিত করার জন্য এই পর্যালোচনা মূলক প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

• মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় গনপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বেইজিং প্লাটফরম কর অ্যাকশনের বাস্তবায়ন সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে। জানুয়ারী ২০০০-

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রকাশিত ২য় সংস্করনে 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা'-সরকারী উদ্যোগের বিস্তারিত বর্ণণা দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কর্মপরিকল্পনা ও এখানে সংযুক্ত হয়েছে '২৬৪ পৃষ্ঠায় এই প্রতিবেদনে।

- M. Karl তাঁর Women and Empowerment : Participation in The Decision Making (1995) গ্রন্থেও P.K. Garba'র ন্যায় নারীর জন্যই ক্ষমতায়ন প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করে নারীর ক্ষমতায়নের ৪টি দৃষ্টিকোন উল্লেখ করেন। এগুলো হলো Awareness, Capacity Building and Skills Development Participation and Greater Control in Decision Making এবং Action for Change.
- Lise Ostergaard এবং Routledge সম্পাদিত Gender and Development : A Practical Guide (1992) গ্রন্থে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলোতে নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষিত হয়েছে।
- Salma Khan রচিত The Fifty Percent: Women in Deveopment and Policy in Bangladesh (1993) গ্রন্থে মহিলাদের শিক্ষা , স্বাস্থ্য, আইনগত মর্যাদা, চাকুরীর সুযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বাঁধা সমূহ সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজনীতিতে ও অন্যান্য জাতীয় কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন বাড়ানো এবং নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন জরুরী বলে তিনি উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন।
- তৃতীয় বিশ্বের নারী সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ধারণার গুরুত্বকে অনুধাবন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে জড়ঁহধয় ঔধহযধহ এর 'চঁৎফধয ধহফ চধৎঃরপরড়ধঃরড়হ ডড়সবহ রহ চড়ষরঃরপং ড়ভ ইধহমষধফবংয (১৯৭৬) নামক নিবন্ধে। রাজনৈতিক অংশগ্রহন বলতে যে শুধুমাত্র পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতন্ত্র কেই বুঝায় না তৃতীয় বিশ্বের নির্বাচনের রাজনীতি ও গন আন্দোলনকেও বুঝায় তা তিনি এ নিবন্ধে বলেছেন। তাঁর মতে সামাজিক কার্যকলাপ, নির্বাচনী প্রচারনা, রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে অর্ন্তভূক্তি, গণআন্দোলনে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। যার জন্য পর্দা ব্যবস্থা ছাড়াও কাঠামোগত সামাজিক, সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতাই দায়ী।

- আল মাসুদ হাসান উজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের নারী, বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ' ইউপিত্রল কর্তৃক ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৫টি নারী বিষয়ক লেখা রয়েছে যা বাংলাদেশে নারীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছে।

- আনু মুহাম্মদ রচিত "বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ও অর্থনীতি" গ্রন্থটি ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালে মীরা প্রকাশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এখানে বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থা সর্ম্পকে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের অর্ধভাগ নারী অবস্থান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

- রুশিদান ইসলাম রহমান সম্পাদিত গ্রন্থ "দারিদ্র ও উন্নয়ন, প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" গ্রন্থটি বিআইডিএস কর্তৃক অক্টোবর ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ১২টি প্রবন্ধ রয়েছে। এতে বাংলাদেশের দারিদ্র প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, দারিদ্র্যের পরিমাণ, আর্ন্তজাতিক অবস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

- ডঃ নাজমুন্নেছা মাহতাব রচিত"বাংলাদেশ স্ট্যাটাস এ্যান্ড এ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন" প্রবন্ধটি মার্চ ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা এবং নারীর অগ্রগতিতে সরকারী পদক্ষেপ সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন।

- মার্চ ১৯৯৯ সালে পলিসি লিডারশীপ এ্যন্ড এ্যডভোকেসি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে "সিচুয়েসনস অব উইমেন ইন বাংলাদেশ" এখ্যানে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যমূলক বর্ণনা রয়েছে।

- মাহমুদ কবীর রচিত "বাংলাদেশের মেয়েরা" গ্রন্থটি ২০০৩ সালে প্রকাশিতহয়। এতে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে।

- শাহীন রহমান সংকলিত ও সম্পাদিত ২০০০ সালে স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত "নারীর অগ্রযাত্রা বেইজিং থেকে নিউইয়র্ক" গ্রন্থটিতে ৩টি অংশ রয়েছে। এখানে বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫ এর প্রস্তুতি পিএফএ এবং বেইজিং উত্তর বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত "বেইজিং ফলো আপ ৯৯- প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশ সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত "নারী উন্নয়ন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" বেইজিং প্লাটফরম ফল অ্যাকশনের বাস্তবায়ন সর্ম্পকে বর্ণনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- হাঙ্গার প্রজেক্ট প্রকাশিত "উজ্জীবক বার্তা-র কন্যাদিবস সংখ্যা ২০০২ -এ আটজন লেখক বাংলাদেশের মেয়ে শিশু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮ই মার্চ, ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" আলোচ্য গবেষণার অন্যতম প্রাসঙ্গিক তথ্য।

- শাহিন রহমান রচিত ও সম্পাদিত "জেন্ডার এবং সুশাসন" জুন ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় স্টেপস্ টুওয়াউস ডেভেলপমেন্ট থেকে। এখানে সুশাসনে নারীদের অংশগ্রহন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- স্টেপস টুওয়াউস ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত "উন্নয়ন পদক্ষেপ" ৬ষ্ট বর্ষ, উনবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০০- এ বেইজিং পিএফএ, বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্পর্কিত জাতীয় ও এনজিও প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- "উন্নয়ন পদক্ষেপ" ষষ্ট বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০০, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট জার্নালে নারীর অর্থনীতি ও জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে।

- উন্নয়ন পদক্ষেপ, ভল্যুম -৫, নং-১। জানু- মার্চ ২০০০ স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেনস্ট জার্নালে নারীর দারিদ্র্য ও বেইজিং +৫ সম্পকিত তথ্য রয়েছে।

- তাহমিনা খাতুন রচিত "জেন্ডার রিলেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ফর ৬৪ ডিসট্রিকস অব বাংলাদেশ" সিপিডি - ইউএনএফপিত্র পেপার-১৯, সিপিডি থেকে প্রকাশিত হয় অক্টোবর, ২০০২ সালে। এটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় জেন্ডার সম্পকিত উন্নয়ন ইনডেকস সম্পর্কিত তথ্য বহুল প্রবন্ধ।

- উন্নয়ন পদক্ষেপ, পঞ্চতম বর্ষ, ষষ্টদশ সংখ্যা, এপ্রিল--জুন ১৯৯৯, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এ বাংলাদেশের নারী ও পরিবেশ সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- ইউপিএল প্রকাশিত "দ্য কমন কান্ট্রি এ্যাসেসমেন্ট বাংলাদেশ ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়, এটি বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা সম্পার্কিত প্রতিবেদন।

- ইউনিসেফ প্রকাশিত "প্রগতির পথে ২০০০" প্রতিবেদনটি ডিসেম্বর ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশে শিশুদের লক্ষ্যসমূহ অর্জন সর্ম্পকে বিভিন্ন জেলায় তথ্য রয়েছে।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত "জেন্ডার ডাইমেনশন্স ইন ডেভেলপমেন্ট,স্ট্যাটিসটিক অব বাংলাদেশ ১৯৯৯" এ বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

- বেইজিং এইড ফোরাম '৯৫ জাতীয় প্রস্তুতি কমিটির "বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা" একটি তথ্যবহুল প্রতিবেদন।

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত " প্লাটফরম ফর অ্যাকশন" -এ পিএফএ সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।

- মালেকা বেগম অনুদিত "জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন বেইজিং -র ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে রাজকীয় ডেনমার্ক দুতাবাস, ঢাকা থেকে।

- সেন্টার ফর উইমেন এ্যন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ কর্তৃক ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত "টুয়ার্ডস বেইজিং এ্যন্ড বিয়ন্ড" গ্রন্থটিতে নারী ও রাজনীতি ও পিএফএ সর্ম্পকিত আলোচনা বিদ্যমান।

- জাহানারা হক, খালেদা সালাহউদ্দিন এবকং হামিদা আকতার বেগম সম্পাদিত "বেইজিং প্রসেস এ্যন্ড ফলো--আপঃ বাংলাদেশ পারসপেকটিভ" গ্রন্থটি উইমেন ফর উইমেন এর ১৯৯৭ সালের একটি প্রকাশনা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

গবেষনা পদ্ধতি

৩.১ ভূমিকা ঃ

"বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা" শীর্ষক গবেষনা ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষানার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মাধ্যমে সামাজিক গবেষণার নতুন ঘটনা চিহ্নিত করন ও পুরনো সত্য বা ঘটনা যাচাই করা হয়। এসব ঘটনায় ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষন ও ব্যাখ্যা করা হয়। আলোচ্য গবেষনায় নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরন করা হয়-

- পর্যবেক্ষন
- গবেষনায় জন্য সমস্যা নির্ধারন
- আনুসঙ্গিক বইপত্র, গবেষনা, জার্নাল ইত্যাদির পর্যালোচনা
- গবেষনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারন
- ব্যবহৃত তথ্যের বিশ্লেষন
- গবেষনার নকশা তৈরী
- তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ
- তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষন
- সাধারনীকরণ ও ব্যাখ্যা করন
- প্রতিবেদন তৈরী ও উপস্থাপন

৩.২ গবেষনার মৌলিক পদ্ধতি

- গবেষনাটিতে প্রাথমিকভাবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন অনুসন্ধানকে সামাজিক জরিপ বলে। জরিপের ফলাফল পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়।
- এছাড়াও গবেষণা ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, দলিলপত্র ও অন্যান্য মৌখিক বিষয়ের রীতিবদ্ধ, বস্তু নিরপেক্ষ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ নমুনা নির্বাচন ঃ

আলোচ্য গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে ৫০ জন সরকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে। তারা দেশের ৩১টি জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত। তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রম এবং নারীর অবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যাবে যে ভিত্তিতে তাদেরকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৪ প্রশ্নমালা তৈরী ঃ

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, প্রাথমিক জরিপ ও পূর্ব নিরীক্ষিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়েছে ৫০ জন সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য।

সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশ্নমালা প্রদান করা হয় এবং এতে তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করে।

৩.৫ তথ্যের উৎসঃ

আলোচ্য গবেষনায় দুই ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়-

- প্রাথমিক উৎস- সাক্ষৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে সরাসরিভাবে সংগৃহীত তথ্য।
- মাধ্যমিক উৎস - বিভিন্ন বই-পুস্তক, প্রতিবেদন, সাময়িকী ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তথ্যের উৎস মাধ্যমিক উৎস হিসেবে আলোচ্য গবেষনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

৩.৬ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো

- প্রশ্নমালা
- সাক্ষাৎকার
- আলোচনা, পর্যবেক্ষন, কেসস্টাডি
- কর্মশালা
- বক্তব্য ইত্যাদি

মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হলো-

- বিভিন্ন গ্রন্থ
- সেমিনার প্রবন্ধ
- বাৎসরিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন
- প্রতিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

- জার্নাল
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন
  - পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি

৩.৭ তথ্য বিশ্লেষন

পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে উল্লেখিত উপকরণ ব্যবহার করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। এতে সারনী, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করে ফলাফলের প্রমানযোগ্যতা আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য পরিসংখ্যানগত প্যাকেজ (এসপিএসএস)-এর পরিসংখ্যানগত মেনু ব্যবহার করে সকল তথ্যগুলো জনসংখ্যা ও "গ্রাফ মেনু" ব্যবহার করে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিত্র অংকন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংগৃহীত উপাত্তের বৈধতা পরীক্ষা করে বিভিন্ন চলকগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

৩.৮ সমন্বয়কের বৈশিষ্ট্য

- **৫০ জন কর্মকর্তার কর্মস্থল জেলা**

১। ভোলা	১৬। সিরাজগঞ্জ
২। পটুয়াখালী	১৭। নড়াইল
৩। নারায়নগঞ্জ	১৮। রংপুর
৪। খাগড়াছড়ি	১৯। লক্ষীপুর
৫। নওগাঁ	২০। ঢাকা
৬। ফরিদপুর	২১। ফেনী
৭। পাবনা	২২। চুয়াডাঙ্গা
৮। নোয়াখালী	২৩। নীলফামারী
৯। বান্দরবান	২৪। কক্সবাজার
১০। চাঁদপুর	২৫। বাগেরহাট
১১। ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	২৬। সাতক্ষীরা
১২। দিনাজপুর	২৭। নরসিংদী
১৩। রাঙামাটি	২৮। গাজীপুর
১৪। বরিশাল	২৯। ময়মনসিংহ
১৫। হবিগঞ্জ	৩০। কিশোরগঞ্জ
	৩১। সুনামগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

- বয়স

সারণী ঃ সমগ্রকের বয়স

বয়স	সংখ্যা
২৫ - ২৯	২২ জন
৩০ - ৩৪	২৮ জন

- শিক্ষা

সারণী ঃ সমগ্রকের শিক্ষা

স্নাতক	২ জন
স্নাতকোত্তর	৪৭ জন
তদুর্ধ	১ জন

- নারী-পুরুষ

সারণী ঃ সমগ্রকের নারী পুরুষের সংখ্যা

নারী	পুরুষ
১৩	৩৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অংশ ঃ বেইজিং নারী সম্মেলন

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

বেইজিং নারী সম্মেলনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

৪.১ ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর দশকের শেষে ও সত্তর দশকের প্রারম্ভে এক দল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তৃতীয় বিশ্বের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। এই ধারণা উন্নয়নে নারী হিসাবে নতুন ধারণার সৃষ্টি করে। এই অধ্যায়ে বেইজিং নারী সম্মেলনে প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ জাতিসংঘের বিভিন্ন নারী বিষয়ক উদ্যোগ

- ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা।
- ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সময়কে আন্তর্জাতিক নারী দশক ঘোষণা।
- ১৯৭৯ সালে সিডও সনদ অনুমোদন।
- ১৯৭৫, ১৯৮০, ১৯৮৫ সালে বিশ্ব নারী সম্মেলন
- নারীর সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ১৯৪৬ সালে নারীর মর্যাদা কমিশন গঠন করে।
- ১৯৫২ সালে নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থার নারীর ভোট দান ও নির্বাচনের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের ঘোষণা পত্র।

৪.৩ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন

প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন

স্থান ঃ মেক্সিকো

সময় ঃ ১৯, জুলাই - ১২, ১৯৭৫।

মূল স্লোগান ঃ সমতা উন্নয়ন ও শান্তি

মূল দলিল ঃ প্ল্যান অব অ্যাকশন।

পটভূমি ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিলোপ, নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি ইত্যাদি নারীদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৬ সালে, গঠন ও জাতিসংঘ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা হতে বিশ্ব নারী সম্মেলনের উৎস নিহিত। জাতিসংঘে নারীদের অবস্থার উপর বিশ্বের আগ্রহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাতিসংঘ. ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষনা করে মেক্সিকো সিটিতে একই বছরে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠান করার ঘোষণা সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৭২ সালে।

আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন ১৯৭৫ ছিল ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশোন্মুখ আন্দোলনের প্রথম সুযোগ। আন্দোলন দুটি হলো যথাঃ

- নারীবাদী আন্দোলন,
- নারী ও উন্নয়ন একীকরণের আন্দোলন।

নারীবাদী আন্দোলন ঃ

এই আন্দোলন এক নতুন অন্তদৃষ্টির জন্ম দেয় যা নারীর অধীনতা ও ক্ষমতাহীনতা তুলে ধরে। নারীবাদী আন্দোলন ছিল

"The awakening of women to continue their age-old struggle to free themselves from oppression."

*(Beijing Process and Follow up : Bangladesh perspective, P-15)

এই আন্দোলনের তত্ত্বীয় দিকটি অন্যান্য সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ভিন্নতর। এটি শুধু একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখে না - যেমন

- অর্থনৈতিক অসম বন্টন
- আত্ম মর্যাদা
- আত্মবিশ্বাস
- নেতৃত্ব,
- সমাজে লিঙ্গ সম্পর্ক
- রাজনৈতিক অর্থনীতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় এখানে প্রাধান্য পায়। নারীবাদী আন্দোলন সমগ্রবিশ্বের নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একটি মাত্র দিক নির্দেশ করতো।

নারীবাদী আন্দোলন এই লক্ষে শুরু হয় যে, তারা শুধু সমগ্র বিশ্বের নারী আন্দোলনের একটি দিক নির্দেশন করবে ও নারী সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

এতে রয়েছে -

- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক।
- নারীর জীবন পরিবর্তনে বিভিন্ন কার্যক্রম।
- নারীর উপর দারিদ্রের উৎপীড়ন সংক্রান্ত বিষয়।
- নারী নির্যাতন বন্ধ করা। এজন্য শিক্ষার প্রসার ও নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দেয়া হয়।

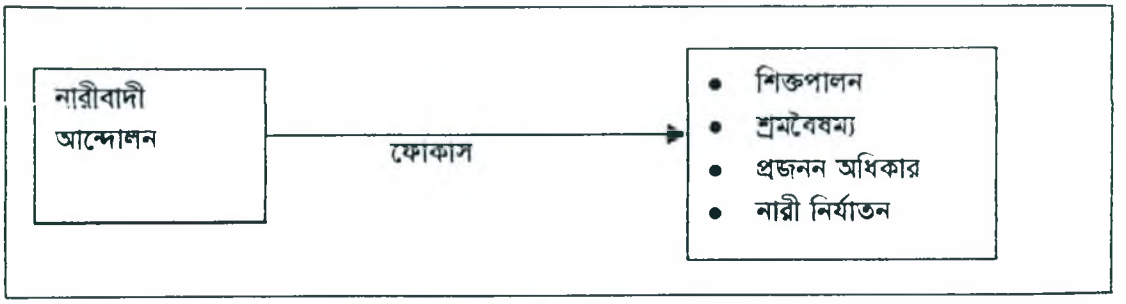

চিত্র ঃ নারীবাদী আন্দোলনের ফোকাস ঃ

□ **নারী ও উন্নয়ন একীকরনের আন্দোলন ঃ**

এই আন্দোলন নারীবাদী আন্দোলনের সমসাময়িক কালে শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে সর্ব প্রথম উন্নয়ন আমলাতন্ত্র জাতিসংঘের ঘোষিত নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন নীতির দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এই আন্দোল -

- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ও অর্থনীতিতে নারীকে সম্মনিত করে।
- ১৯৭০ সালের মধ্যে নারী পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরার উদ্যোগ।
- ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের নীতির মাধ্যমে নারী উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন অর্জন করে।
- প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন এই আন্দোলনকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে।

সম্মেলন ঃ

এই সম্মেলনে উল্লেখিত দুটি আন্দোলনের উত্থাপিত দাবী ও বেসরকারী সংগঠনের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে মেক্সিকো ঘোষণা ১৯৭৫ দলিলটি সৃষ্টি হয়। যার প্রথম বক্তব্য হলা "বিশ্ব ব্যাপী সকল নারী প্রায় একই ধারায় উৎপীড়নের স্বীকার।"

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বা ফলাফল গুলো হলো ঃ

- আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্ল্যান অব অ্যাকশন ১৯৭৫ গৃহীত হয়।
- ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ এই সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক হিসাবে ঘোষণা।

Dhaka University Institutional Repository

- অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রস্তাবিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইনস্ট্র (ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ফর দ্যা এডভ্যান্সমেন্ট অব উইমেন গঠিত হয়) ।

দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনঃ

স্থান ঃ কোপেনহেগেন

তারিখ ঃ ১৪ - ৩১ জুলাই ১৯৮০

মূল স্লোগান ঃ ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা

মূল দলিল ঃ প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন

পটভূমি ঃ

পূর্বোক্ত সম্মেলনের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য উপায় নির্দেশ করা হয়। এজন্য সমস্যা সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করে ও তা সমাধানের জন্য সরকারীভাবে ও বেসরকারীভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই ছিল নারীদশকের লক্ষ্য। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয় নারীর ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। তাই এসব অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রয়োজন। এই সম্মেলনে প্রায় ১০০টি এনজিও যারা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সংগে যুক্ত তারা এখানে যোগদান করে ও সুপারিশ করে। এখানে প্রায় ৮০০০ অংশগ্রহণকারী ছিল যার এক তৃতীয়াংশ ছিল উন্নয়নশীল দেশের।

সম্মেলন ঃ

সম্মেলনের বৈশিষ্ট হলো ঃ

- প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন গ্রহণ
- নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এর উপর গুরুত্ব প্রদান
- দেশীয় অর্থনীতিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঃ

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গ্রহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান। এই সম্মেলনে ৪৮ টি রেজিউলুশন গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

- জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যঅয়েসকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।
- উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথার্থ প্রমাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।
- তথ্য, শিক্ষা এবং আন্তনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধঅরণ করার অধিকার দিতে হবে।
- নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন

স্থান ঃ নাইরোবী , কেনিয়া

সময় ঃ ১৫ - ২৬ জুলাই ১৯৮৫

মূল স্লোগান ঃ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি

মূল দলিল ঃ ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রাটেজিস

পটভূমি ঃ

পূর্বোক্ত সম্মেলন ও নারী দশকের ভিত্তিতে পরবর্তীতে নাইরোবী বিশ্বনারী সম্মেলনের একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও লক্ষ্য প্রণীত হয়। এই সম্মেলনের ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রাটেজিস পূর্বে ঘোষিত প্ল্যান অব অ্যাকশন এর ভিত্তিতে তৈরী করা হয়, যা তৃতীয় উন্নয়ন দশকের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কৌশল এবং নারীর প্রতি সকল প্রকর বৈষম্য বিলোপ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। নারীদশকের লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে এফএলএস'এর লক্ষ্য নির্ধারন হয়।

সম্মেলন ঃ

জাতিসংঘ নারী দশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবিতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (এফএলএস) গৃহীত হয়। এতে-

- লিঙ্গীয় সমতা,

Dhaka University Institutional Repository

- নারীর ক্ষমতা,
- মজুরীবিহীন কাজের স্বীকৃতি,
- মজুরীযুক্ত কাজের অগ্রগতি,
- নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা,
- উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং
- শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়।

উক্ত ঘোষনার বিভিন্ন অংশ রয়েছে, যেমন ঃ নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমি; সমতা;উন্নয়ন ও শান্তি, বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা। বিশেষ বিচ্যে বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন -

• খরায় আক্রান্ত নারী, • শহরের দরিদ্র নারী, • বৃদ্ধ নারী, • যুবতী নারী, • অপমানিত নারী, • দুঃস্থ নারী, • পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী,	• জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, • পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী • শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারী, • বিনা বিচারে আটক নারী, • শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, • অভিবাসী নারী, • সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারী অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানাধিকারের ঘোষণা,মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহের সংক্ষিপ্তসার

১৯৮৫'র ১৩ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪০/১০৮ নং সিদ্ধান্ত দ্বারা এই প্রস্তাবনা অনুমোদন লাভ করে। কৌশলগুলির আহ্বান হল:

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সমতা

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন

আইনে সমান অধিকার

বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদে সমান অধিকার

প্রতিটি দেশে, সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রগতি নিরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কাঠামো গঠন করা।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা

- বৈবাহিক বা সমাজিক যে কোন অবস্থানে সকল নারীর স্বাধীনভাবে সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পদ ক্রয়, বিক্রয় ও পরিচালনার অধিকার
- ভূমি, ঋণ, প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ ও আয় সংক্রান্ত বিষয়ে নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং এগুলোকে সকল প্রকার কৃষিভিত্তিক সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নের সম্পৃক্তকরণ
- উন্নয়নের প্রতিটি স্তর এবং সকল পর্যায়ে নারীর সমান সুযোগ
- পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক সকল সংগঠনের ক্ষমতাসীন আসনে নারীর স্থান
- নারীদের মধ্যে উৎপাদনশীল সম্পদের সমবন্টনের প্রসারায়ন ও গণ দারিদ্রহ্রাসকরণের পদক্ষেপ নারী, বিশেষ করে অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে

নারীর মজুরীভিহীন শ্রমের স্বীকৃতি

- ঘরে এবং বাইরে, নারীর পারিশ্রমিকহীন কাজের মাত্রা ও মূল্যকে স্বীকৃতি প্রদান
- জাতীয় আয় এবং অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে নারীর বৈতনিক ও অবৈতনিক কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্তকরণ
- গার্হস্থ্য দায়দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া
- বিভিন্ন সেবামূলক উন্নয়ন যেমন: কর্মজীবী পিতামাতার জন্য শিশু লালন পালনের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে দাতগণকে উৎসাহ প্রদানমূলক ব্যবস্থা গ্রণয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করে নারীর সন্তান লালন পালন ও গার্হস্থ্য কাজের পাচ হ্রাসকরণ
- পিতামাতার মধ্যে সন্তান লালন ও গার্হস্থ্য দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করার জন্য সুবিধাজনক কর্ম সময় নির্ধারণ করা

নারীর সবেতন কর্মের উৎকর্ষতা

- সব কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ
- সমমূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরী

Dhaka University Institutional Repository

- অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কর্মের মাত্রা ও মূল্যের স্বীকৃতি প্রদান
- কর্মস্থানকে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে পুরুষ আধিপত্য বিশিষ্ট পেশাসমূহে যোগদানের জন্য মহিলাদের অনুপ্রাণিত করা এবং অপরদিকে নারী আধিপত্য বিশিষ্ট পেশায় পুরুষদের যোগদানের জন্য পদক্ষেপ নেয়া
- কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকারসূচক আচরণ, প্রদান করা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মোট বেকারত্বের অসম অংশ থাকে
- পর্যাপ্ত পরিমাণ সামাজিক নিরাপত্তা ও বেকারত্ব সুবিধা প্রদান

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা

- স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ
- মা ও শিশুর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা
- জন্ম বিরতিকরণের সিদ্ধান্ত ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রতিটি নারীর অধিকার
- অতি অল্প বয়সে সন্তান ধারণ নিরুৎসাহিত করা
- অধিকতর উন্নত শিক্ষার সুযোগ
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমান সুযোগ
- পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুরে সমতাধর্মী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিদ্যালয় থেকে বালিকাদের পড়া যেন বন্ধ না হয়, তা নিশ্চিতকরণ
- বয়স্ক নারীদের শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ

শান্তির প্রসারায়ন

- শান্তির প্রসারায়ন ও নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ
- ২০০০ সালের জন্য ন্যূনতম লক্ষ্য
- নারীর সমতা বাস্তবায়নের গ্যারান্টিযুক্ত আইন প্রণয়ন
- প্রতিটি দেশে কমপক্ষে ৬৫ বছর পর্যন্ত মহিলাদের জীবন আয়ু বৃদ্ধিকরণ
- প্রসবকালীন মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ
- নারীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ
- কর্মসংস্থানের ব্যাপকতর সুযোগ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ জাতিসংঘের অন্যান্য সম্মেলন ও সনদ।

সাল	সম্মেলন / সনদ	সম্মেলনের স্থান
১৯৯০	সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত শিশু সম্মেলন	নিউ ইয়র্ক
১৯৯২	পরিবেশ ও উন্নয়ন, আংটাড	রিওডিজেনেরিও
১৯৯৩	মানবাধিকারের উপর বিশ্ব সম্মেলন, ইএফএ	দিল্লী
১৯৯৪	জনসংখ্যা ও উন্নয়ন, আইসিপিডি	কায়রো
১৯৯৫	বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলন	কোপেনগেহেন
১৯৯৬	বিশ্ব বসতি সম্মেলন	ইস্তাম্বুল
১৯৯৬	বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন	রোম

উৎস ঃ উইমেন ইন সাউথ এশিয়া ঃ বিয়ন্ড বেইজিং, অধ্যায় ৩,
হিউমান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া-২০০০, পৃষ্ঠা ৩৬।

নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন ঃ

রিওডিজেনেরো (১৯৯২)* (নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রাটেজিস ফর দ্যা এ্যাডভান্সমেন্ট অব উইমেন, জাতিসংঘ, পৃষ্ঠা ২৩) এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতী। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকতিক দুযোর্গের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবঙ ব্যবস্থঅপক হিসাবেও সম্পকিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোনো বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পৃকতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পারিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমুহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ঃ

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা (সিডও)। বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপরিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপরিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠক্রম অনুশীলনে সমান সুযোগ, নিয়োগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা।
সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,
"নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"

ছক ঃ সিডও সনদের বৈশিষ্ট্য

ধারা	বিষয়
১ থেকে ১৬	নারী পুরষের সমতা সংক্রান্ত,
১৭ থেকে ২২	সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক
২৩ থেকে ৩০	সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত

জার্কাতা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা ঃ

১৯৯৪ সালে জার্কাতায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্ত বায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক পর্যালোচনা কর হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্মেলনে একটি কর্মপকিল্পনা তৈরী করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন ঃ

- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র,
- অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশগ্রহণে নারীর অসমতা,
- পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগের অভাব,
- নারী মানবিক অধিকার খর্ব,
- স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং
- অসমতা,
- গণমাধ্যমে,নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব,
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন ১৯৯৪

১৯৯৪ সালে কাযরোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা এবং উন্নযনের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কায়রো সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র, ক্ষুধা, রোগ ও অপুষ্টির জন্য দায়ী। সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করে যে পরিবারের আয়তন সীমাবদ্ধ রাখতে নারীর ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা সবময় কমসংখ্যাক শিশু চায়, কারণ তারাই এতে সরাসরি ভুক্তভোগী। সম্মেলনে সবাই একমত হন যে, সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে দায়িত্বশীল যৌন আচরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং গর্ভধারণ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং যৌনবাহিত রোগ থেকে কমবয়সীদের রক্ষা করা। তবে যৌনতা এবং প্রজনন, স্বাস্থ্য বিষয়, বয়োঃসন্ধিকালে যৌন শিক্ষা ও সেবা এবং গর্ভপাত সম্মেলনের সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় ছিল। বেশ কিছু মুসলিম দেশ ও ক্যাথলিক পন্থীগণ সম্মেলনের খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু সুপারিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। জাতিসংঘ এবং ধর্মীয় গ্রুপের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে। অবশেষে কিছু আপত্তি সত্ত্বেও সম্মেলনে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় নারীদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিতত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন (১৯৯৫)

সামাজিক উন্নযন সম্পর্কিত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১১৭টি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র দূরীকরণ, পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য অর্জন এবং নিরাপদ ও যথার্থ সমাজ নির্মাণ। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির মাঝে অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন। এই সম্মেলনও একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বেইজিং নারী সম্মেলন ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

৫.১ ভূমিকা

১৯৯৫ সনের ৪-৮ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ নারী সম্মেলন '৯৫ তে অংশগ্রহনের জন্য সরকার, এনজিও, দাতা গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থা বাংলাদেশে যে নানাবিধ প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগ গ্রহন করেছিল তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিচে তুলে ধরা হল।

৫.২ জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটি

বেইজিং সম্মেলন '৯৫-কে সামনে রেখে বাংলাদেশের এনজিওদের জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কমিটি (এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটি) গঠন করা হয় ৩০ নবেম্বর '৯৩ তারিখে। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল '৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলি- বিশেষ করে এনজিও ফোরামের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সেগুলোকে এগিয়ে নেয়া। কমিটিতে ১৩০ টি সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী ২১২ জনেরও বেশি সদস্য ছিল। কমিটিতে এনজিও, তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত নারী সংগঠন, নারীকর্মীদের সংগঠন, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক দল এবং মানবাধিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের নারীদের সম্পৃক্তকরণকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কমিটি ব্যাপক-ভিত্তিক হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। '৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান , সমন্বয় সাধন এবং সেগুলোর উন্নতিকল্পে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের জন্য পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় 'এডাব কার্যালয় এনজিও ফোরামের সচিবালয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটির লক্ষ্য

বিগত '৯২ থেকে '৯৫- এই ৪ বছরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলনেও সেই একই আর্দশ ও লক্ষ্য নিয়ে নারীকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে নারীর কথা বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বেইজিং এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

- পরিচালনা কমিটি গঠন।
- ২১২টি বিষয় ভিত্তিক কর্মীদল গঠন।
- কর্মীদলগুলো কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন/সুপারিশ প্রস্তুত।
- কর্মীদলের খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা এবং তা পরিচালনা কমিটির কাছে পেশ।
- এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটির দায় দায়িত্ব ও কাজের পরিধি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের লজিস্টিক বা আনুষঙ্গিক সাহায্য সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। এর দ্বারা চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং ফোরাম '৯৫-এর জন্য একটি সুন্দর ও যৌথ ভিত্তি রচনা করা যা বেইজিং সম্মেলন পরবর্তী সময়েও কাজ করবে।
- কাজের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সাথে সভা।
- সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা এবং তার উপর মন্তব্য প্রদান।
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন।
- জাকার্তা সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদানের অনুমোদন লাভ, যা বেইজিং সম্মেলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়।
- জাকার্তা সভায় অফিসিয়াল ডেলিগেট/সদস্য এবং এনজিও কার্যক্রমের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব।
- '৯৫ সালের এনজিও ফোরামের জন্য এনজিও প্রস্তুতিমূলক কমিটি কর্তৃক একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন।

❑ **তৃণমূল পর্যায়ে আঞ্চলিক কর্মশালা**

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীদের অবস্থা ও অবস্থানকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫ সংক্রান্ত কর্মশালা উপকমিটি গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মশালা আয়োজন করার দায়িত্ব ছিল এই উপকমিটির উপর। এডাব এ উষার জিডিএফ এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কর্মশালাগুলোর লক্ষ্য

- নারীদেরকে তাদের মর্যাদা ও সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা এবং কমিটি কর্তৃক নারীর মর্যাদা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সুপারিশমালা তৈরি করা।
- এলাকাভিত্তিক এনজিওদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনগণের কাছ থেকে ইস্যু ভিত্তিক তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

- তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের ও সংগঠনের কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক ইস্যু চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন সংগঠন তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারায় এই ইস্যুভিত্তিক কাজের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করা।
- প্রত্যন্ত এলাকা/তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনকে খুঁজে বের করা এবং জাতীয় কমিটি ও তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যা ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজের তরান্বিত করবে।

□ **প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ**

এই কমিটির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর ব্যাপারটি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের মূল লক্ষ্য ছিল। এটি ছিল কর্মশালার চূড়ান্ত রূপ। ১৯৯৩ সালে ম্যানিলা বৈঠকেই প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য কর্মীদলকে ১২টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। এই সকল কর্মীদলের প্রতিবেদনসমূহ সংগ্রম করে সেগুলোকে সংকলিত করা হয় নারীর মর্যাদা বিষয়ক প্রতিবেদনের আকারে, যা কিনা আসন্ন বেইজিং সম্মেলনে তুলে ধরা হয়।

কাজের প্ল্যাটফর্মঃ

বেইজিং সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত ইস্যুর ভিত্তিতে একটি খসড়া কাজের প্ল্যাটফর্ম রচনা করা হয়। এ বিষয়ে উপ কমিটি যা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল হয়েছিল। তা হল -

- "নারীর বিষয়ক কমিশন" কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কাজের খসড়া প্ল্যাটফর্ম।
- নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন' মর্যাদা কতৃক সংগঠিত নারীর রাজনীতির অনুকূলে কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করা।
- ১৯৯৩ সালের নভেম্বর, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত উন্নয়নে নারী বিষয়ক এশীয় প্রশান্ত প্রণয়ন করা ও বাস্ত বায়নের উদ্যোগ নেয়া।
- ১৯৯৪ সালে জুনে জাকার্তায় এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় গৃহীত জাকার্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক দলটি জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কমিটির সাথে "প্ল্যাটফরম অব এ্যাকশন" শিরোনামে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিল। এই দলটির ইস্যুগুলো পরবর্তীতে জাতীয় এ্যাকশন প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সবার জন্য প্রয়োজন এমন একটি কমন ইস্যু খুঁজে বের করা এবং কৌশল ও এ্যাকশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এ ক্ষেত্রে মূল কাজ ছিল-

- ঢাকায় একটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা
- উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যৌক্তিক নেটওর্য়াক চিহ্নিতকরণ
- আঞ্চলিক সভা ও কর্মশালায় আয়োজন করা
- আঞ্চলিক সভা ও কর্মশালার জন্য তথ্যাদি সরবরাহ করা
- সহযোগিতামূলক বিকল্প এ্যাকশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

□ **নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরনের ঘোষনাঃ সিডও**

Dhaka University Institutional Repository

বেইজিং এনজিও কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সিডও- এর পক্ষে প্রচার চালানো যাতে নারীরা তাদের নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সেই লক্ষ্যের পুরোপুরি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমর্থনের পক্ষে কাজ করা যায়।

- **ডোনার ওয়াকিং গ্রুপ**

সিডও উপ-কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে একটি ছোট কর্মী দল গঠন করা হয়েছিল।

ডোনার ওয়ার্কিং গ্রুপের মূল ভূমিকা :

- জাতীয় জেলা ও তৃনমূল পর্যায়ে বিভিন্ন খাত ও উপাদানকে বেইজিং সম্মেলনে অন্তভূক্ত করতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরামর্শ প্রক্রিয়া সহজতর করা।
- নাইরোবি পরবর্তী প্রজন্মের অংশগ্রহনকে ত্রগিয়ে নেয়া।
- তহবিল ও প্রস্তুতি কার্যক্রমকে সমন্বিত করা।
- সরকার, এনজিও এবং নারী সংগঠনের প্রয়োজনে কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করা।
- সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, উপকরন প্রণয়ন এবং সম্মেলন প্রস্তুতি বিষয়ক গবেষনার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা বৃদ্ধি করা।
- বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলনে অংশ নিতে এবং প্রস্তুতিমূলক সভার জন্য আর্থিক সহযোগীতা দেয়া ও এই কাজকে সহজতর করা।
- জাতীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহনে প্রয়োজনসাপেক্ষে সক্রিয় ফলো-আপ চালিয়ে যাওয়া।

- **দক্ষিন এশীয় নারী কক্যাস**

বাংলাদেশের চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত বেইজিং বেসরকারী ফোরাম '৯৫-এর প্রস্তুতি কমিটির অর্ন্তভুক্ত দক্ষিন এশীয় ওয়ার্কিং গ্রুপের অংশগ্রহনে মানিকগঞ্জের কৈট্টাতে 'নারী নির্যাতন' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের ৫৪ জন প্রতিনিধি এই ওয়ার্কশপে অংশগ্রহন করেছিল। অংশগ্রহনকারী সর্বসম্মতিক্রমে 'দক্ষিন এশীয় নারী কক্যাস' গঠনে সাড়া দেন। এই 'কক্যাসের' জন্য বাংলাদেশ ছিল প্রথম সচিবালয় যেখান থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বেইজিং সম্মেলনে সমাপ্তির পর ও এই সংগঠন তার গৃহীত কার্যক্রম চালিয়ে যায়। মূরত আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষিন এশীয় নারী কক্যাস কাজ করে ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। দক্ষিন এশীয় নারী কক্যাস এর সামগ্রিক কাজের লক্ষ্য ছিল বিশ্বের নারী আন্দোলন ও আঞ্চলিক আন্দোলনকে সূদৃঢ় করে তোলা যাতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, উন্নয়ন ও শান্তির সংগ্রাম বাস্তবায়ীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কাজ ছিল:

- জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের প্রচার ও লবিং করা।
- সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় নেতা ে নীতিনির্ধারণেকারীদের সাথে ইস্যু ভিত্তিক আলাপ আলোচনা।
- জাতীয়, সার্ক ও জাতিসংঘের সমান অধিকার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ঘোষনা বাস্তবায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করা।
- দক্ষিন এশিয় নারী কক্যাস এর কার্যক্রম পরিচালনার কাজ মনিটরিং ও ফলো-আপ করা।

বেইজিং উত্তর এনজিও ফোরাম এর তৎপরতা*

সাফল্যজনকভাবে বেইজিং সম্মেলন সম্পন্ন করার পর বেইজিং এনজিও ফোরাম ডিসেম্বর '৯৫-এর মধ্যে তার কাজকর্ম সমাপ্ত করে কার্যালয় বন্ধ করেছে। পরবর্তীতে নিউইয়র্কে ৯-১০ ই মার্চ '৯৬ এনজিও ফেরাম ফ্যাসিলিটেটিং কমিটির একটি চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বেইজিং সম্মেলনের ফলো আপ ভবিষ্যতে কিভাবে করা হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়। কতগুলি সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি হল:

- **প্রকাশনা**

ফ্যাসিলিটেটিং কমিটি কর্তৃক ৩টি বই প্রকাশ।

৫.৩ বেইজিং সম্মেলন প্রস্তুতিমূলক জাতীয় কমিটি (এনসিপিসি)

বেইজিং ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে সামনে রেখে সরকারের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেছিল। এর কাজ ছিল বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিতব্য চতুর্থ্য বিশ্ব নারী সম্মেলন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সারোয়ারী রহমান। জাতীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে ছিলেন জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, নারী সংগঠন এবং এনজিওদের প্রতিনিধি। সে সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত নারী উন্নয়নের ২৭টি বিষয় নিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৪টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিলো আন্তঃমন্ত্রনালয়ে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলিতে সকল মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কাজের ফলো-আপ করার জন্য আলোচনা সভাগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

- **খসড়া জাতীয় প্রতিবেদন**

জাতীয় কমিটি ৭-১৪ জুন জাকার্তায় 'নারী ও উন্নয়ন' বিষয়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় মন্ত্রীপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া জাতীয় প্রতিবেদন তৈরী করার উদ্দেশ্যে একটি কর্ম পরিচালনা দল গঠিত হয়। এই দল 'উন্নয়নে নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে নারীর সমতা' শিরোনামে একটি

Dhaka University Institutional Repository

খসড়া জাতীয় প্রতিবেদন তৈরি করে। এই খসড়া প্রতিবেদনটি মতামত প্রদানের জন্য জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি বেইজিং সংক্রান্ত দাতা গোষ্ঠী বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং নারী উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা ও কর্মীদের ভেতর বিতরণ করা হয়। পরে কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদটি চূড়ান্ত হয়।

❑ সরকারি উদ্যোগে আঞ্চলিক কর্মশালা (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা)

খসড়া জাতীয় প্রতিবেদন সম্পর্কে দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে মতামত ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা -এই তিনটি জেলায় তিনটি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠান করে। এই কর্মশালাগুলো আয়োজিত হয়েছিলো খসড়া প্রতিবেদন তৈরীতে তৃণমূল পর্যায় থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য।

• **প্রথম কর্মশালাটি** অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৯৯৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে। নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন এই তিনটি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন এই কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহনের সুযোগ পায়।

• **দ্বিতীয় কর্মশালাটি** আযোজিত হয়েছিলো ১৯৯৪ সালের ৬ এপ্রিল রাজশাহীতে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের অংশগ্রহনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো।

• **তৃতীয় কর্মশালাটি** অনুষ্ঠিত হয়েছিলো একই বছরের ২০ এপ্রিল খুলনায়। এতে ব্যাপকতর পরিধিতে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকে আওতাভুক্ত করা হয়েছিলো। কর্মশালাগুলো আয়োজনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ইউএনডিপি।

❑ জাতীয় কর্মশালা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেইজিং '৯৫ উপলক্ষ্যে ৩১ মে ও ১ জুন '৯৪ দু'দিন ব্যাপী এক জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, নারী উন্নয়ন বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শদাতাদের দল, এনজিও ও নারী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশ নেন। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল খসড়া কর্মপন্থা ও পূর্বে প্রস্তুতকৃত জাতীয় প্রতিবেদনের জন্য তথ্যাদি ও মতামত সংগ্রহ করা। জাতীয় কর্মশালায় তিনটি দল তিনটি বিষয়ের উপর কাজ করেছিল। বিষয়গুলো হচ্ছে -

- নারীর প্রতি বৈষম্যের সামাজিক রূপ
- নারী নির্যাতন
- নারীর উন্নয়নে সরকারি প্রশাসন ও এনজিও-র ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

দল তিনটি জাতীয় প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক দিকগুলো পর্যবেক্ষণসহ এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রদান করেছিল।

জাতীয় কর্মশালার দ্বিতীয় দিনটি নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ দলিল সিডও বিষয়ে আলোচনা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এতে সভাপতিত্ব করেন। জাতিসংঘ সিডও-এর কমিটির সদস্য হিসেবে মিসেস সালমা খান তার বক্তব্যে সিডও দলিলের উপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ধারাগুলির সংরক্ষণ প্রত্যাহার এবং তা অনুমোদনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

এছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞ দলের জন্য একটি বিশেষ কর্মশালা পরিকল্পনা করেছিল। সরকার, এনজিও, নারীদের সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ২০ জন পেশাজীবী নিয়ে এই বিশেষজ্ঞ দলটি গঠিত হয়েছিল। কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা তাদের কাজের আওতায় আইন, শিক্ষা, সংস্থা, কমিউনিটি বা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কিত ইস্যুগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন।

৫.২ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতিবেদন ঃ

সমতা

- **সর্বস্তরে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ঃ**

গত দশক থেকে বাংলাদেশের নারীসমাজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ দর্শনীয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বে নারীরা অবস্থান করছেন। বর্তমানে দু'জন নারী শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকায় ।

অনেক রাজনৈতিক দলে নারী বিষয়ক সম্পাদকীয় পদ আছে এবং নারীরা বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ করছে। মূলধারার দলগুলিতে কেন্দ্রীয় ও কার্যকরী কমিটিতে নারীরা যুক্ত আছেন এবং কাজ করছেন কিন্তু এদের সংখ্যা তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ১৯৭৩ সনে নির্বাচনে পদপ্রার্থী নারীর সংখ্য ০.৩%, ১৯৭৯ সালে ০.৯% এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১.৫%। রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী সফলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিক অংশগ্রহণ ছাড়াও সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার ১০% আসন নারীর জন্য সংরক্ষণ করা আছে। এই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে মনোনীত করা হয়।

স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহন আর একটি বিষয়। গ্রামীণ স্থানীয় সরকারে দু'ধরনের প্রথা আছে। একটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ, অন্যাটি হলো জেলা পরিষদ। ৪৪৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ আছে এবং ৬৪টি জেলা পরিষদ আছে। শহরে ৪টি সিটি করপোরেশন এবঙ ১১৯টি পৌরসভা আছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর সভাগুলোতে নারীর ন্যূনতম অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

আসন সংরক্ষণ করা আছে। সিটি করপোরেশনগুলোতে নির্বাচিত সদস্যদের ২০% আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত।

১৯৮২ সালের পূর্বে প্রশাসনে নারীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিয়মিত নারীরা অংশ নিচ্ছেন এবং সকল ক্যাডার সার্ভিসে নারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে। সকল সরকারি প্রশাসনিক বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নারীর জন্য কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এই নিয়মের আওতায় গেজেটেড পদের জন্য শতকরা ১০% ভাগ ও নন- গেজেটেড পদের জন্য শতকরা ১৫% পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে । বাংলদেশের নারীসমাজ কোটা ও সংরক্ষিত আসন ছড়াও অতিরিক্ত সরকারি ও বেসরকারি যে-কোনো পদের জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অসতে পারবেন।

□ উন্নয়নে নারী ব্যবস্থাপনা ঃ

বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ন বিষয়টিতে ১৯৭২ সালেই তদানীন্তন সরকার মনোনিবেশ করেছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন তারই ফলাফল। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে 'নারী বিষয়ক সেল' গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে এবং একই বছরে জাতীয় মহিলা সংস্থা নামে একটি নারী সংগঠন গঠন করা হয়। ১৯৭৮ সালে নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালে নারী বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন করা হয় নারীর উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে। ১৯৭৬ সালে শিশু একাডেমী গঠন করা হয়েছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও চিত্তবিনোদমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রধনমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ৪২ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং এই পরিষদ নারী উন্নয়নের নীতিনির্ধারণ ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রনালয় ও এজেন্সীসমূহকে নারী উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুর সাথে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ জেন্ডার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

□ আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত নারীর অধিকারের প্রতি অঙ্গীকার ঃ

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদ, জাতিসংঘে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবাবলি ইত্যাদি নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য প্রতিহত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নারীর অধিকার মানবাধিকারে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের কয়েকটি ধারা সংরক্ষণ করে ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষর করেছে। শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশের নারীসমাজ ক্রমাগতভাবে আইনগত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে তাদের অধিকার আদায় করছে। বাংলাদেশ সরকারে মৌলিক নীতি হলো সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার। সংবিধানের ২৭নং ধারায় বলা হয়েছে -

Dhaka University Institutional Repository

সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইনের আওতাধীন নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। ২৮ (১) উপধারায় বর্ণিত আছে যে, জাতি ধর্ম, বর্ণ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। কতকগুলো আইন নারীর অধিকার প্রদান করেছে এবং তা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সরকারের সদিচ্ছারই প্রতিফলন।

উন্নয়ন

▫ দারিদ্র্য

বাংলাদেশ একটি অতি ঘনবসিতপূর্ণ এবং অর্থনৈতিকভাবে ও শিল্পে পৃথিবীর অত্যন্ত অনগ্রসর একটি দেশ। বছরে মাথাপিছু আয় ২৩০ ডলার। দরিদ্রতা ব্যাপক এবং সর্বগ্রাসী। ১৯৮১-৮২ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দারিদ্র্যকে ক্যালরি গ্রহণের হিসাবের ভিত্তিতে পরিমাপ করেছে। এই ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যার ৭৪% চরম দারিদ্র্য এবং ৪৭% দারিদ্রের শিকার। অবশ্য ১৯৮০ দশকের শেষের দিক থেকে এই অবস্থার উন্নতি ঘটছে।

দারিদ্র্যসীমার দ্বারা নিরূপিত শ্রমশক্তির ভিত্তিতে ৭৬.২% পুরুষের তুলনায় ৮৭.৬% নারী শ্রমশক্তি দরিদ্র পরিবারভুক্ত। একইভাবে ৫% পুরুষের তুলনায় কেবলমাত্র ২.৭% নারী শ্রমশক্তি অগরিব পরিবার থেকে আসে।

▫ অর্থনৈতিক কাঠামো, নীতিমালা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর সুযোগ অংশগ্রহণ ঃ

জমি বাংলাদেশে মূল উৎপাদিকা সম্পদ। জমির ওপর নারীর মালিকানা ধর্মীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত, ফলে স্বামী, পিতামাতা ও সন্তানদের সম্পত্তিতে নারীর মালিক হওয়ার অধিকার সংরক্ষিত। এ বিবেচনায় নারীর জমির ওপর স্বত্বাধিকার অর্জন করতে কোন সমস্য হয় না। তবে নিদারুণ দরিদ্রতার কারণে নারী সম্পত্তিতে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তবে নারী-পুরুষ সম্পত্তিতে অধিকার কে কতটা ভোগ করে এ বিষয়ে কোন সঠিক পরিসংখ্যান না থাকার কারণে বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা সম্ভব হয় না।

নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে উৎপাদমুখী সম্পদ প্রদানের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। ঋণ, প্রযুক্তিসহ নানাধরনের ব্যবস্থা প্রদান করা হচ্ছে।

▫ নারীর অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগ

স্বাস্থ্য

- আয়ুস্কাল

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালের হিসাবে দেখা গেছে ১০০ জন পুরুষের পাশে ৯৪ জন নারী। উন্নত দেশে সাধারণত নারী পুরুষের তুলনায় পাঁচ বছর বেশি বাঁচে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে পুরুষের আয়ুস্কাল নারীর চেয়ে ১.১ বেশি। এর কারণ সম্ভবত গৃহে নারীর অপর্যাপ্ত খাদ্র গ্রহণ এবং নূন্যতম চিকিৎসার সুযোগ। বর্তমানে অবশ্য এই অবস্থায় উন্নতি ঘটছে। নারীর বর্তমান আয়ুস্কাল ৫৭ বছর।

- **পুষ্টি**

বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অপুষ্টির শিকার, বিশেষ করে পাঁচ বছরের নিচে শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মাতারা। এ সমস্যার কারণ অনেক; যেমন– পরিবারের আয়ের স্বল্পতা ও অনিশ্চতা, উৎপাদিত সম্পদ এবং সামাজিক সেবার সুযোগের অপর্যাপ্ততা, খাদ্যাভ্যস, ক্রমাগত অসুস্থতা, পরজীবী সংক্রমণ এবং কম খাদ্য গ্রহন।

- **প্রতিষেধক ব্যবস্থা**

১৯৭৮ সালে ৬টি রোগ থেকে শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য সম্প্রসারিত প্রতিষেধক কর্মসূচি চালু করা হয়। ১৯৮৪ সালে এ কর্মসুচি ২% এর কম লেকের কাছে পৌছানো গেছে।১৯৮৫ সালের আরও গুরুত্ব আরোপ করে ২০০২ সালের মধ্যে সাল শিশুকে রোগ প্রতিষেধক টিকা দেয়ার কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ শুর করা হয়।১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শতকরা ৮৯% ভাগ শিশুদের যক্ষা, ৪৯% ডিপিটি, ৫৩% হাম,৪৯% পোলিও প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ ১৯৮৫ সালে যেখানে ছিল মাত্র ২% সেখানে ১৯৯৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৪%। ১৯৯৩ সালের মাধ্যে ৬২% গর্ভিবতী মাতা ধনুষ্টংকার প্রতিষেধক টিকা পেয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ জনগণের দ্বারাপ্রান্তে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেবার জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্লিনিক ৭ থেকে ৮ হাজার জনকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে সক্ষম।

শিক্ষা

- **নারীশিক্ষার প্রবণতা**

১৯৮৬ সালে হিসেব অনুযায়ী সাক্ষরতার হার পুরুষ ২৪% এবং নারী ১৫%। ১৯৮৫-৯১ সালে মধ্যে পুরুষের তুলনায় সাক্ষর নারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জাতীয় সাক্ষতার হর হলো ৩৪% এর মধ্যে স্বাক্ষর পুরুষের হার ৪৫%, নারী ২৪% ভাগ। তবে সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার আরোপ করেছে। ১৯৯২ সালে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে এবং এর জন্য বিরাট অংকের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ঃ**

- ১৯২২ সালে ৬৮টি থানায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাকিদের জন্য ১৯৯৩ সালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ সালের মধ্যে সকলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা।
- সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য প্রকল্প চালু করেছে। প্রতিটি পরিবার ১টি সন্তানের জন্য ১৫ কেজি গম পাবে এবং ২ বা অধিক সন্তান শিক্ষার বিনিময়ে ২০ কেজি গম পাবে। আশা করা যাচেছ এ পদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়ার হার কমবে।

- **মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা**

- বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- পৌর এলাকার বাইবে যেসব মেয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়বে, তাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।
- সরকার প্রতিটি থানায় মেয়েদের জন্য আলাদা মাধ্যমিক স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- পরিবারের একটি মেয়েকে বিনা বেতনে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে।

কর্মস্থান

- **কৃষি পেশায় নারী**

সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা গেছে যে, নারীর ঐতিহ্যগত ভূমিকা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালের হিসেব মতে মোট শ্রমশক্তি হলো ৫০.৭ মিলিয়ন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩.২ মিলিয়ন নারী শ্রমশক্তিসহ মোট সংখ্যা ছিল ৩০.৯ মিলিয়ন। ১৯৮৯ সালে দাঁড়ায় মোট নারী শ্রমিক ২১ মিলিয়ন এবং পুরুষ শ্রমিক ২৯.৭ মিলিয়ন। এদের মধ্যে ২০.৭ মিলিয়ন নারী ও ২৯.৪ মিলিয়ন পুরুষ সত্যিকার অর্থে কর্মে নিয়োজিত আছে।

গৃহপালিত পশু পালন, হাঁস-মুরগির চাষ, খাদ্য প্রসেসিং ও সংরক্ষনের কাজ চালু হওয়াতে নারী শ্রম শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে শ্রমশক্তি সার্ভে করায় এ তথ্য জানা যায়। এ সব কাজকে পূর্বে শ্রম শক্তি সার্ভেতে অন্তর্ভূক্ত করা হত না। অন্য একটি ক্ষেত্রেও নারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, বর্ষা-পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচী, গ্রামীন-তদারকি কাজ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

- **শিল্পখাতে নারী**

সম্প্রতি কুটির শিল্প থেকে ৬৮% কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। নানা কারণে সম্প্রতি শিল্পখাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (৩.৩.২)।

শহরাঞ্চলে রপ্তানিমুখী শিল্পে বহু সংখ্যক নারী কাজ করে। পোশাক শিল্পে শতকরা ৯০ জনই নারী। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত আছে, যেমন-ইলেকট্রনিক্স,ঔষধ শিল্প, খাদ্য, পানীয়, তামাক, বস্ত্র, চামড়া, কাঠ ইত্যাদি। মোট ম্যানুফাকচারিং শিল্পে প্রায় ২৪% নারী কাজ করে।

- **ইনফরমাল খাতে নারী**

ফরমাল সেক্টর হাজার দরিদ্র নারীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যা হোক ইনফরমাল খাতই দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এই খাতগুলো হলো-

- গৃহভিত্তিক উৎপাদন
- গৃহ কর্ম (মজুরীসহ অথবা বিনা মজুরীতে)
- ছোট ফেরিওয়ালা
- চুক্তিভিত্তিক বা সাব-কন্ট্রাকটর শ্রমিক
- ধোপানি, জঞ্জাল কুড়ানো, গৃহপরিচালিকা
- দৈহিক শ্রমিক (যেমন নির্মাণ শ্রমিক)

শান্তি

□ নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন একটি বিশ্ব সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। পরিবারে, সমাজে নারীর পদমর্যাদা পুরুষের সমান না হওয়ার কারণেই নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। সম্পদে অসম সুযোগ এর আর একটি কারণ। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নিম্নলিখিত আইন চালু আছে ঃ

- যৌতুক নিরোধ আই ১৯৮০;
- নারী নির্যাতন নিবর্তনমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ১৯৮৪;
  - বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধিত অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪);
  - মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ (সংশোধিত ১৯৮৫);
  - অপরাধ-দমন আইন (দ্বিতীয় সংশোধিত অধ্যাদেশ);
  - পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫;
  - সন্ত্রাস-দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করেছে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে। মহিলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা অনুরূপভাবে সেল গঠন করে পরিচালনা করছে। সরকার জেলায় জেলায় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে একই উদ্দেশ্যে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণায়ল কমিটি গঠিত হয়েছে, যার প্রধান হলেন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

❑ নারীর ওপর জাতীয় এবং অন্তর্জাতিক সশস্ত্র বা অন্যান্য সংঘাতের প্রভাব

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বা অন্যান্য সংঘাতের কারণে নারীরাই সর্বাগ্রে দুর্ভোগ এবং মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছে। এ ধরণের সংঘাতে নারী উদ্বাস্তুতে পরিণত হয় এবং নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়। বাংলাদেশও এ যন্ত্রণার ভুক্তভোগী এবং বাস্তুহারাদের মোট সংখ্যার ৫০% ভাগই নারী।

ভবিষ্যৎ কৌশলগত লক্ষ্যে উদ্দেশ্যাবলি

বাংলাদেশ সরকার জাকার্তা ঘোষণা ও নাইরোবী ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলের ভিত্তিতে জাতীয় নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। * (৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ৯৫ উপলক্ষে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রিপোর্ট)

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ নারী উন্নয়ন নীতিমালা

- সর্বস্তরে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে উভয়ের অংশগ্রহণ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারীর অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জীবনের সর্বস্তরে নারী উন্নয়নের অগ্রগতি সাধন করতে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নারীকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে জমি, পুঁজি ও প্রযুক্তির ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।
- দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রতিদিন ১৮০০ ক্যালরি পুষ্টির জন্য নূন্যতম চাহিদা পূরণ করা।
- অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য তথ্য, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন সুনিশ্চিত করা, যার ফলে নারীর শ্রম স্বীকৃতি পাবে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে।
- ১৯৯৪ সালের মধ্যে নারী সাক্ষরতার হার ২৪% করা এবং আগামী ২০০০ সালের মধ্যে কমপক্ষে নারী সাক্ষরতার হার ৮০% -এ উন্নীত করা।

Dhaka University Institutional Repository

- মোট শ্রমশক্তি ১৯৯০ সালে ছিল ৩৯% ভাগ। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে নারী শ্রমশক্তিকে সমহারে ঐ হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা।
- ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় নারীর স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার পূর্ণ সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- সকল প্রকার নারী নির্যাতন বন্ধ করা।
- পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া।

১৯৯৫- ২০১০ সালের পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

আগামী ১৯৯৫-২০১০ সালের মধ্যে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ঃ

- নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা, পরিকল্পনা, সমন্বয়, মনিটরিং ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা ইত্যাদি)।
- নারী উন্নয়নের অগ্রগতির লক্ষ্যে সুযোগ এবং সহায়ক কার্যক্রম সনাক্তকরণ।
- নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণে এনজিওদের কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে অনুন্নত নারীদের জন্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ ও শিশুর অধিকার সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন।
- নারীর জন্য প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নারীর সমস্যার প্রতি সংবেদনশীল করা এবং আইনগত সহায়তা প্রদান।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ।
- বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব উইমেন স্টাডিজ () প্রতিষ্ঠা করা।
- বয়স্কাদের জন্য হোম নির্মাণ করা, কর্মজীবী ও শিশুদের জন্য যত্নকেন্দ্র গড়ে তোলা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য।

- নারী নির্যাতনের ওপর গবেষনা করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- নারীর পুনর্বাসন কেন্দ্র, বিশেষ করে জটিল সমস্যায় জড়িত নারীদের জন্য, স্থাপন করা।
- নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি মাধ্যমে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
- নারীর জন্য সম্প্রসারিত কাজের কর্মসূচি প্রণয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলন বেইজিং '৯৫ উপলক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার।

৫.৪ বেইজিং এনজিও ফোরাম' ৯৫ প্রতিবেদন

❑ নারী ও পরিবার

সমাজের মূল প্রতিষ্ঠানস্বরূপ পরিবার হল একটি স্থান যেখানে জৈবিক, আবেগগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। ঘর-সংসারে ও পরিবারের ব্যবস্থাপনায় নারী মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতি নারীকে মাতা, কন্যা ও স্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে, যা তাকে নিকৃষ্ট ও পরনির্ভরশীল করে রেখেছে এবং এ অবস্থান পরিবারে নারীর সমান অধিকারকে অস্বীকার করে।

পরিবারে যেসব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিরাজ করছে, তা হল ঃ খাদ্য গ্রহণ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান বাছাই করার স্বাধীনতা, পছন্দমত বিয়ে করার স্বাধীনতা, সন্তান জন্মদানে ইচ্ছা প্রকাশের অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার। পরিবার নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন, পুরুষের বহু বিবাহ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ এবং অশালীন ব্যবহার দিয়ে দমন করে রাখা - এসবই নারীর ওপর পুরুষের ক্ষমতা অপব্যবহারের নিদর্শন বহন করে। সংস্কৃতি সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, বৈষম্যমূলক আইনকানুন, সামাজিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগের অভাব, নারীকে অগ্রাধিকার দেয়ার অতি কম হার- এসবই পরিবারের বৈষম্য টিকিয়ে রাখে। নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে কাঠামো তৈরির জন্য কতিপয় আন্তর্জাতিক দলিল ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার ঐসব প্রতা কার্যকর করার অপেক্ষায় আছে।

এদেশের সংবিধান, মুসলিম বিবাহ, তালাক, রেজিস্ট্রেশন আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স, যৌতুক নিরোধ আইন, পারিবারিক আদালত নারীর উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেও বাস্তবে এসবের ব্যবহার হয় না। এছাড়াও অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য পারিবারিক আইন সংশোধনের প্রতি কোনো মনোযোগই দেয়া হয়নি। এখানে বৈষম্যের আধিপত্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিবন্ধকতা

পরিবারে ও সমাজে নারীর মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি সবই নেতিবাচক, এমনকি প্রচার গণমাধ্যমে নারীর একঘেয়ে, পুরুষানুক্রমে লালিত প্রাচীন ঐতিহ্যকেই রূপ দেয়া হয়। এ পরিস্থিতিতে নারীকে দ্বিমুখী বোঝা বহন করতে হয়, যা তার জন্য খুবই পীড়াদায়ক। আইনগত সমর্থনের অভাব, পুরুষ পক্ষপাতদুষ্ট আইন রক্ষাকারী সংস্থা, বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের সনদকে আংশিকভাবে গ্রহণ নারীর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে।

▫ শিক্ষা

শিক্ষা সকল সম্প্রদায়কে সচেতন করে গড়ে তোলে। মানব সম্পদকে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করতে গেলে শিক্ষাই হবে অপরিহার্য উপাদান। মৌলিক শিক্ষার উন্নত দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে। মায়ের শিক্ষার মান ও পরিবারের আয়তন নির্ধারণের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে আসছে।

পেশাজীবী প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষায় জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিক্ষানীতি, কৌশল ও পরিকল্পনায় নারী শিক্ষা খুব কমই স্থান পেয়েছে। স্কুলে প্রবেশ ও তার ব্যয়ভার বহনের মধ্যেই বৈষম্যের জাল জড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত বৃত্তি দেয়াা এবং আরও অন্যান্য সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

এ সত্ত্বেও নারী শিক্ষার জন্য যেসব প্রধান সমস্যা হল শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, শিক্ষার জন্য সম্পদ বন্টন, তার তত্ত্বধান ও মূল্যায়নের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। শিক্ষার পরিকল্পনা ও জনশক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, পেশা গ্রহণের প্ল্যানিং, সমাজের বৈরী শক্তিকে নির্মূল করা, শিক্ষায় নারীর হার বহির্ভূত পরিসংখ্যান, সব খাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব।

প্রতিবন্ধকতা

শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে নারী শিক্ষা বিস্তরের পথে চিহ্নিত বাধাস্বরূপে দাড়িয়ে অছে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সম্পদ জোগাড়ের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, গৃহীত পরিকল্পনায় কোথায় বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে উদাসীনতা, শিক্ষর সুফল সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, শিক্ষা প্রসারে এলাকাভিত্তিক গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণের অভাব, জেন্ডার ইস্যুবহির্ভূত পরিসংখ্যান, এবং স্থানীয় ও জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

▫ নারী আন্দোলন

নারী সংগঠন ও অনেক এনজিও-র একটি উপলব্ধি হয়েছে যে, দারিদ্র্য ও পুরুষশাসিত সমাজের আবসান উভয়ক্ষেত্রেই নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ দারিদ্র্য ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

অধস্তনতার শেষ পর্যায়ে টেনে এনেছে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও নীতি নির্ধারণীতে নারীকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সুতরাং নারীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিয়েছে এবং এর সাথে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টির জন্য পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য বিনিময়ে, গণপ্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা, প্রচার ও সংলাপের আয়োজন করা।

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নারী সংগঠন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য অবসানের জন্য ঐকান্তিক ও ব্যাপক প্রচার ও নারী নির্যাতনের হার কমানোর জন্য আইনগত সহায়তা প্রদানের কাজ হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের আইন সংস্কারের আন্দোলন অন্যান্য সংগঠন ও এনজিওদের সমর্থন পেয়েছে। ঘরে ও বাইরে নারী নির্যাতন বন্ধের উদ্দেশ্য নতুন ও কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি তুলেছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্তৃক অনুসৃত ব্যক্তিগত আইন যার মধ্যে নারী নির্যাতনের বীজ রয়েছে, তা ব্যবহার না করে নতুন সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করার দাবি তুলেছে। সিডও দলিলের কার্যকর পূর্ণ বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিধিমালা বাস্তবায়নসহ সমাজে ও কর্মস্থলে নারীর অধিকার সংরক্ষনের দাবি উঠেছে। নারীর আইন সম্পর্কে সচেতনতা, আইন বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা ও বিচারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নারী সংগঠগুলো হাতে নিয়েছে নির্যাতিতা নারীদের নৈতিক সাহস দেবার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হওয়ার জন্য। গণপ্রচারমাধ্যমে নারী-পুরুষের সম্পর্কের পুরাতন একঘেয়ে চিত্র তুলে ধরার বিরুদ্ধের নারী সংগঠনগুলো সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহবান জানিয়েছে। সংবাদপত্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনা, স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অসৎ ক্রিয়াকলাপ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং পাঠক জনগণকে এসব বিষয়ে অবগত করছে। যদিও এ প্রক্রিয়া তাদেরই প্রভাবিত করবে যাদের মধ্যে উচ্চহারে সাক্ষরতা আছে এবং সাক্ষরতা প্রশ্নে আমাদের অনেক দুর্বলতা এখনও রয়ে গেছে, তাই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যেমন ঃ পথ নাটক, পোস্টার, ভিডিও ক্যাসেট-এর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানোর উদ্যোগ নেয়া।

নারী সংগঠনগুলো সকল ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সকল সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এনজিও যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা এমন কতগুলি সুদূরপ্রসারী বাস্তবমুখী প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছে যার ফলে নারীদের সচেতন করা, ছোট ছোট দল গঠন করে উন্নয়নমূলক কাজের সাথে তাদের জড়িত করা সম্ভব হয়েছে। আর এই কর্মসূচি গ্রামীণ জীবনে নারীর আত্ম উপলব্ধি ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের পথ সুগম করে দিয়েছে এবং এটা একটি দর্শনীয় পরিবর্তনও বটে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোও নারীর সংগঠনের চাপে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সমতা আনার জন্য সচেতন হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধকতা

টিকে থাকার জন্য যে বাস্তবমুখী চাহিদা -এর সঙ্গে কৌশলগত উৎপাদন শক্তি, শিক্ষা, উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব, প্রশিক্ষণ নিয়মবিধি, ঋণ, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থান ঘাটতি, কতিপয় কাজ শুধু নারীর জন্য বরাদ্দকরণ, নারীর জীবনে দারিদ্র্যজনিত অভিশাপ, রপ্তানিমুখী শিল্পে নারী শ্রমিকদের শোষণ করা, রপ্তানিমুখী শিল্পে আইএলও নীতিমালা ও শ্রমিক আইন লঙ্ঘন, দাতা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও গ্যাট চুক্তি অনুমোদন।

❑ স্বাস্থ্য

সরকারীভাবে নারীর স্বাস্থ্য সেবা বলতে প্রজননজনিত স্বাস্থ্যরক্ষাকে বোঝায়। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধ্যানধারণা পর্যাপ্ত নয়। পেশাগত স্বাস্থ্য, যৌনাচার পরিবাহিত রোগ, এইডস ইত্যাদি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সরকার নারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গৃহীত দলিলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় বাগাম্বড়র কথামালাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থাপনা এখনও অপ্রতুল এবং ঔপনিবেশিক ভাবধারা সমৃদ্ধ। বিত্তশালীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের দরজা খোলা। স্বাস্থ্যগত জটিল সমস্যাগুলো, যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন সেই সমস্যাগুলোকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল- গর্ভবতী মাতা ও স্তনদুগ্ধ প্রদানকারী মাতা যাদের শরীরে পুষ্টির মাত্রা খুব কম, প্রসবকালীন সময়ের সেবা, নারীর জন্য অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃপ্রণালীর সুযোগ, প্রতিষেধক টিকা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তা-চেতনা, প্রসবকালীন মাতার অধিক মৃত্যুর হার। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানগুলো, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতা সংস্থাগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির অতিমাত্রায় হওয়ার কারণে নারী উন্নয়ন প্রতিহত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় নারীর স্বাস্থ্যের বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে নারীর কল্যাণের কথা উপেক্ষা করে জনসংখ্যা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের নারীদের ওপর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরীক্ষা - নিরীক্ষা চলে। এমনসব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যা নারীরাই ব্যবহার করবে এবং এ ব্যাপারের ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে নারীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

প্রতিবন্ধকতা

জন্মনিয়ন্ত্রণে যেসব প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তা হল - সাধারণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগের অভাব। দাতা সংস্থাদ্বারা সরবরাহকৃত পদ্ধতিকে চালু করার জন্য পরিবার পরিকল্পনার নীতিমালা প্রণীত হয়। নারীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগের অভাব। বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃপ্রণালীর অভাব। রোগ প্রতিষেধক টিকা না নেয়া এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব।

Dhaka University Institutional Repository

▫ পরিবেশ

অসম উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কারণে নারীর সাথে প্রকৃতির যে নিবিড় সম্পর্ক তা আজ হুমকির সম্মুখীন। দেশের অর্থনীতি যখন প্রতিযোগিতা ও অতি মুনাফার আবর্তে পতিত তখন নারী পরিবেশ সংরক্ষনে যে ভূমিকা পালন করে তাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। বনাঞ্চল ধ্বংস এবং উপকূল এলাকায় চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশ বিনিষ্ট হচ্ছে। সবুজ বিপ্লব ও উচ্চফলনশীল প্রযুক্তির কারণে জীব-বৈচিত্র্য অর্থাৎ নানাবিধ রকমারি খাদ্যের প্রাপ্তি কমে গেছে এবং নারী ও শিশুর পুষ্টি হ্রাস পেয়েছে। কৃষিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারও স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করছে। চিংড়ি চাষ, ভেড়িবাঁধ, নদীর ভাঙন ইত্যাদি দরিদ্র পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করছে এবং পরিবেশের ওপর প্রচন্ড সাধন করছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে নারী প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং পরিবারের আয়ের শতকরা ২৮ থেকে ৪৫ ভাগ নারীরা এ সূত্র থেকে আয় করে। গরুর গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার ফলে জমির উর্বরতায় ঘাটতি হচ্ছে। উপরন্তু, বায়ো-গ্যাস ব্যবহারকালে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পরিবেশের ওপর অস্বাস্থ্যকর চাপ বেশি পড়ে ফলে শিশু মৃত্যুহার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসায়নিক পদার্থ ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে দুরারোগ্য ক্যান্সার ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরায়ন ও শিল্পের প্রসার পরিবেশকে দূষিত করে আতঙ্কজনক হারে। বস্তিবাসীরা মৌলিক সুযোগসুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং বিশেষ করে সামাজিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জন্মনিয়ন্ত্রণে যেসব প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, তা হল - সাধারণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগের অভাব, দাতা সংস্থা দ্বারা সরবরাহকৃত পদ্ধতিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার নীতিমালা প্রণীত হয়, নারীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগের অভাব, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃপ্রণালীর অভাব, রোগ প্রতিরোধক টিকা না নেয়া, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষার অভাব।

আদিবাসী নারী বনাঞ্চল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু বন বিভাগের কর্মকর্তা ব্যক্তিরা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। 'জুম' চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বহিরাগত কারণ হিসাবে 'গ্রীন হাউজ'-এর প্রভাব, পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি, বাঁধ ও ব্যারাজ নির্মাণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না, ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ফাঁরাক্কা বাঁধ খরার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও পলি নদী ভরাট করছে। নদীর ভাঙন, জমির লবণাক্ততা, মাছের উৎপাদন হ্রাসের ফলে নারীর সংসারে আহারের সংস্থান করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নারীর ওপর কঠিন প্রভাব ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধকতা

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর অধিকারহীনতা; রপ্তানিমুখী নীতিমালা; অপরিকল্পিত অবকাঠামো, সচেতনতা, অংশগ্রহণমুখী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এর অভাব।

আদিবাসী নারী

বাংলাদেশে ২৭ সম্প্রদায়ের আদিবাসী বাস করে। এদের জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন, মোট জনসংখ্যার এক ভাগ। অধিকাংশ আদিবাসী পাহাড়ি বনাঞ্চলে বাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যারা বাস করে তারা হল - চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং গারোরা বাস করে মধুপুরের পার্বত্য এলাকায়, হাজং ও সাঁওতালরা বাস করে বরেন্দ্র এলাকায় এবং ত্রিপুরা এবং খাসিয়া ও মণিপুরী আদিবাসীরা সিলেটে বাস করে। আদিবাসীরা প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বলে বিবেচনা করে এবং এলাকায় সম্পদের ওপর তাদের আইন-সম্মত অধিকারের কোনো দলিল নেই। এদেশের বনাঞ্চলের মালিক রাষ্ট্র এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এসব বনাঞ্চল ব্যবসায়ীদের লিজ দেয়া হয়। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ৫০ ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। বনাঞ্চলে গাছ নিধন প্রক্রিয়ায় মাটির ক্ষয়, নদীর ভরার হয়ে আসা এবং বন্যা ইত্যাদি ঘটছে। বৃক্ষশূন্য টিলা অ-অদিবাসীদের কাছে লিজ দেয়া হয় অর্থকরী ফসল ফলানোর জন্য। ফলে আদিবাসীদের নিজ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের সুযোগ কমে গেছে, জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে আদিবাসীরা নিজ এলাকা ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। আদিবাসী নারীরা দু'ভাবে অসুবিধা ভোগ করছে জাতিগত ও নারী-পুরুষের সম্পর্কে বৈষম্যের কারণে।

▫ নারী নির্যাতন

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি থেকে নারী নির্যাতনের জন্ম হয় যাকে দু'ভাগে ভাগ করে বলা যায়- পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধঃস্তনতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারী ব্যক্তিগত জীবনে এবং বর্হিজগতে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। নারী নির্যাতন অবশ্যই নারীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গত দুই দশক ধরে নারী গৃহে ও কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে নির্যাতিত হচ্ছে এর পাশাপাশি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নির্যাতনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে সরকার ও নাগরিক গোষ্ঠীর এ সম্পর্কিত নীতিমালা ও সক্রিয়তার মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। এ প্রবণতা কার্যকরী নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহনে সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

- পরিবারে নির্যাতন,

Dhaka University Institutional Repository

- কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন,
- পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা ও নারী পাচার,
- যৌন নির্যাতন।

এসব নির্যাতনের মধ্যে পরিবারে নারী নির্যাতন ব্যাপকহারে সংঘটিত হয় এবং এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী ধর্মীয় অনুশাসন এবং পুরুষের আধিপত্য সমর্থনে সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান। যৌতুকের চাহিদা বৃদ্ধির কারণেও নারীদের ওপর নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতনজনিত যেসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে তাহলো যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। দারিদ্র্যের জন্য কষাঘাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় নারীরা পাচারকারীদের কবলে বন্দি হয় এবং জীবিকার জন্য অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কঠিন দারিদ্র্য কবলিত নারীদের নিয়ে পাচারকারীরা আঞ্চলিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছে ব্যবসার খাতিরে।

যৌনলালসাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এসব নির্যাতন অনাচার থেকে নারীকে রক্ষা করার জন্য আইন আছে, তবে সেসব আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। এছাড়া নারী আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, আইনের সুফল পাওয়ার জন্য তার প্রয়োজনীয় অর্থ ও সময়ের অভাব রয়েছে। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় মোল্লারা সালিশীর নামে যে ফতোয়া জারি করে তাতে নারী নির্যাতনই সংঘটিত হয়, অপরাধ দমন হয় না। এসব পরিস্থিতি নারীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে যা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর দাসত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিবন্ধকতা

আইন প্রয়োগের অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পুরুষতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব, আইন বিষয়ক অজ্ঞতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং তার প্রয়োগ, ধর্মীয় সংস্কার ও অপব্যাখ্যা, বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন।

□ রাজনীতিতে নারী

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্ব বহন করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বিস্তৃত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এদেশের নাগরিক হিসাবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ খুবই নগন্য। রাজনীতিতে, নারীর এই প্রান্তিক অবস্থান বর্তমান ও ভবিষ্যতে সমাজ সঠনে, সমাজের সুস্থ বিকাশে নারীর ভূমিকা পালনকে একটি সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। অতএব এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে নারীর চিন্তা-চেতনাকে স্বচ্ছ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অর্জন করার পথ সুগম করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে কতগুলো বিষয় বাধার সৃষ্টি করে। প্রধান বাধা হল আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারীকে পুরোপুরি রাজনীতিতে যুক্ত হতে দেয় না। এত সব বাধা সত্ত্বেও বিগত দু'দশকে এদেশের নারী সমাজ রাজনীতি অঙ্গনে প্রবেশ করেছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য নারীর জন্য যে সংরক্ষিত আসন চালু হয়েছে, তা স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে। সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে প্রাচীনরা রাজনীতিতে এসেছে এবং বর্তমানকালে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীরা সক্রিয়ভাবেই যুক্ত হচ্ছে এবং দলীয় রাজনীতিতে এসেছে এবং বর্তমানকালে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীরা সক্রিয়ভাবেই যুক্ত হচ্ছে এবং দলীয় রাজনীতির প্রতি তারা নিষ্ঠাবান। এরপরও বলতে হয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়। সংখ্যাগতভাবে খুবই কম। রাজনৈতিক দলের এসব নারী সদস্যরা অঙ্গ সংগঠন অর্থাৎ নারী বিভাগে কাজ করে। খুব কমই নারী দলীয় কেন্দ্রীয় কমিটি বা কার্যকরী কমিটিতে স্থান পায়।

প্রতিবন্ধকতা

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পরিবারে নারীর পরনির্ভরশীলতা, খুব কমসংখ্যক নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের স্থানে অবস্থান, প্রচলিত আইন ও পুরুষের আধিপত্যমূলক আদর্শ, ইতিবাচক কর্মপন্থা গ্রহণে দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলের মেনিফেস্টোতে নারীসংক্রান্ত বিষয়ের অনুপস্থিতি, রাজনীতিতে নারীর নগণ্য অংশগ্রহণ।

৬.৫ বেইজিং ঘোষণা ঃ

জাতিসংঘ বিশ্বনারী সম্মেলন '৯৫-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সকল অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ঐকমত্যে পৌঁছে বেইজিং ঘোষণা শিরোনামে ৩৬টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিক দিয়ে তাই বেইজিং ঘোষণা হল একটি গ্লোবাল বা বৈশ্বিক ঐকমত্য। প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন -এর ১২টি বিষয়ের মূলসুর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে বেইজিং ঘোষণায় ধ্বনিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

বেইজিং নারী সম্মেলন

৬.১ ভূমিকা ঃ

চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের প্রেক্ষাপট, পিএফএ-র অধ্যায় সমূহ, বেইজিং ঘোষণা এবং সম্মেলনের সামগ্রীক কাঠামো সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বেইজিং সম্মেলন

স্থান ঃ বেইজিং, চীন।

সময় ঃ ৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

মূল বিষয় ঃ ক্ষমতা উন্নয়ন ও শান্তি

মূল দলিল ঃ প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন।

৬.২ সম্মেলনের প্রেক্ষাপট

নীচে বেইজিং সম্মেলন পূর্ববর্তী সম্মেলন সমূহ এবং এই সম্মেলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত তথ্য ছক ও চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ঃ

ছক ঃ জাতিসংঘের নারী সম্মেলন সমূহ

সম্মেলন	তারিখ	স্থান	স্লোগান	মূল দলিল
প্রথম	১৯ জুন - ১২ জুলাই ১৮৭৫	মেক্সিকো	সমগ্র উন্নয়ন ও শান্তি	প্ল্যান অব অ্যাকশন
দ্বিতীয়	১৪-৩১ জুলাই ১৯৮০	কোপেনহেগেন	ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা	প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন
তৃতীয়	১৫-২৬ জুলাই ১৯৮৫	নাইরোবী	সমতা উন্নয়ন ও শান্তি	ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রেটেজিস
চতুর্থ	০৪-০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫	বেইজিং	সমতা উন্নয়ন ও শান্তি	প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন

চিত্র ঃ বেইজিং নারী সম্মেলন ও পূর্ববর্তী সম্মেলনসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ঃ এক নজরে জাতিসংঘে বিশ্ব নারী সম্মেলনসমূহ ঃ

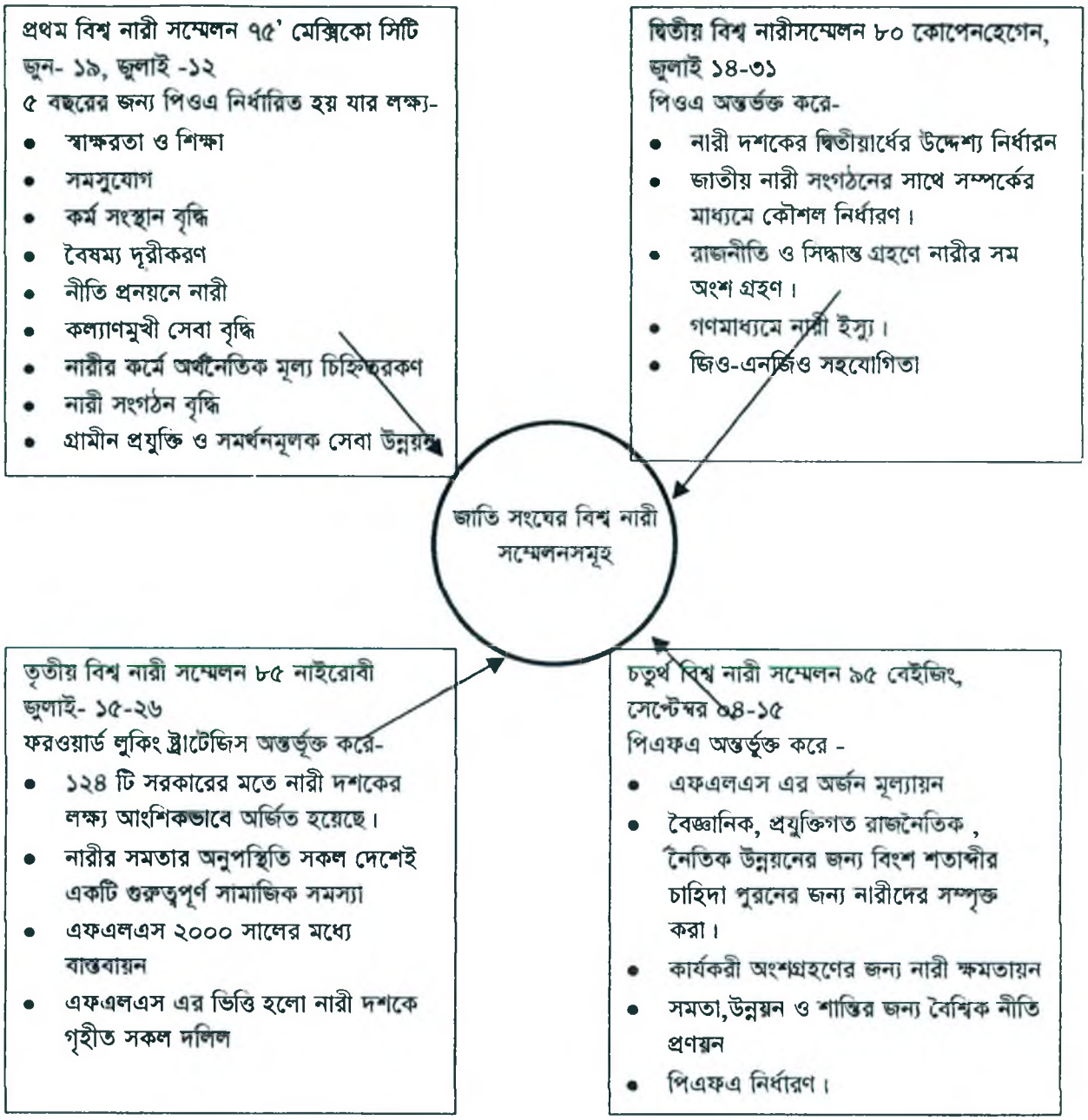

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন ঃ

চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে মূল দলিল হলো পিএফএ। ইহা সারা বিশ্বের নারী ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির দলিল।

The platform for action is a powerful
agenda for the empowerment of women
and achievement of gender equality

(বেইজিং প্রসেস এন্ড ফলোআপ; বাংলাদেশে পার্সপেক্টিভ, পৃষ্ঠা ১)

পিএফএ ফোকাস ঃ

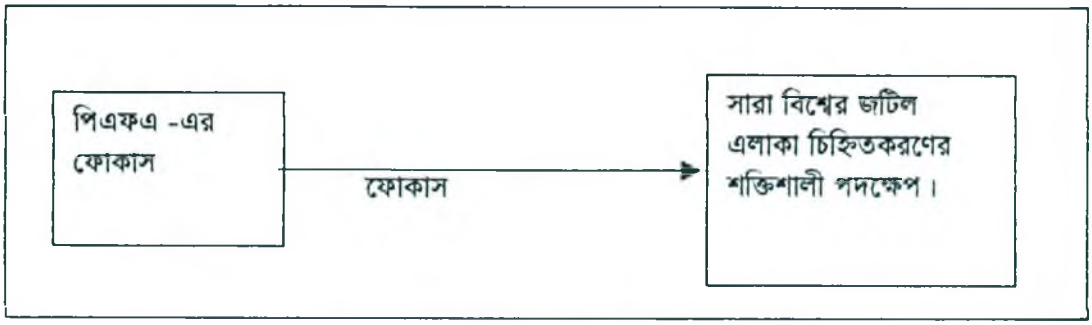

চিত্র ঃ পিএফএ র ফোকাস

পিএফএ এর লক্ষ্য ঃ

- নাইরোবীতে গৃহীত অগ্রমুখী কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং গত দশ বছরের নারী উন্নয়নের চিত্র পর্যালোচনা।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সঠিক নীতি নির্ধারণ করা যার মাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর মানবাধিকার নিশ্চিত করা যাবে।
- লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারী ও পুরুষকে নীতি নির্ধারনী ও তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত করা।
- নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে পিএফএ গ্রহণ করা।

পিএফএ প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ঃ

৪-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৮৯ টি দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন (বেইজিং এনজিও ফোরামের ৩০,০০০ বেসরকারী সদস্যসহ)। এসময়ে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা এনজিও ফোরাম অন উইমেন ১৯৯৫ নামে অভিহিত হয় *(হুআইরা, বেইজিং, ৩০/০৮/৯৭) জাতিসংঘের নারী বিষয় কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

(সিএসডব্লিউ) কে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে পিএফএ প্রস্তুত এবং গ্রহণের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের মাধ্যমে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে সম্মেলনে ঘোষিত পিএফএ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৬.৪ পিএফএ এর অধ্যায় সমূহ ঃ

৩৬২ প্যারাগ্রাফ সমৃদ্ধ দলিল পিএফএ তে নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত-

অধ্যায়	বিষয়	অনুচ্ছেদ
প্রথম	মূল কথা	১-৫
দ্বিতীয়	বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত	৬-৪০
তৃতীয়	বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ	৪১-৪৪
চতুর্থ	কৌশলগতলক্ষ্যসমূহ এবং কার্যক্রম	৪৫-২৮৫
পঞ্চম	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাবলী	২৮৬-৩৪৪
ষষ্ঠ	আর্থিক ব্যবস্থাবলী	৩৪৫-৩৬১

৬.৪ পিএফএ-র অধ্যায় সমূহ

প্রথম অধ্যায় ঃ মুখবন্ধ

এই অধ্যায়ে বলা আছে-

- নারী পুরুষ সমান কাজের অংশীদার
- এভাবে বিশ্বব্যাপী লিঙ্গভিত্তিক সমতার অভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব
- ব্যাপক ভিত্তিক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত

- পিএফএ বাস্তবায়ন প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম দায়িত্ব
- মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে রাষ্ট্রকে পিএফএ বাস্তবায়ন করবে
- বাস্তবায়নে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকবে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীর অগ্রাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বিবেচনার গুরুতর ক্ষেত্রসমূহ

- নারী ও দারিদ্র
- নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- নারী ও স্বাস্থ্য
- নারীর বিরুদ্ধে সহিসংতা
- নারী ও সশস্ত্র সংঘাত
- নারী ও অর্থনীতি
- ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী
- নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
- নারীর মানবাধিকা
- নারী ও তথ্যমাধ্যম
- নারী ও পরিবেশ
- মেয়ে শিশু

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ এবং কার্যক্রম

(অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫-২৮৫)

কর্মপকিল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নের বাধা আছে বহু রকমের। উল্লেখিত ১২টি বিষয়কে নারী উন্নয়নে ও সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরনের কৌশল ও সরকারী/বেসরকারী সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। ৩৬২ প্যারাগ্রাফ সমৃদ্ধ "প্লাটফরম ফর অ্যাকশন" প্রত্যেকের জন্য নিদিষ্ট দায়িত্ব ও করণীয়, বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ও পদক্ষেপই বিশ্ব নারীর সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সফল করতে পারবে।

□ নারী ও দারিদ্র

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

পৃথিবীর ১০০ কোটিরও বেশী মানুষ দরিদ্র। এদের বেশীর ভাগ নারী এবং উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। গ্রামীণ নারী সমাজ চরম দারিদ্রের শিকার। দারিদ্র বাড়ছে অতি দ্রুত গতিতে। এর একটি কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য। চাকরী ও সম্পদ অর্জনের সুযোগ ও এগুলোতে সহজ প্রবেশাধিকার নারী পায় না। মূলধন, সম্পদ, ঋণ, জমি, প্রযুক্তি, তথ্য, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ তার নেই। এসব বিচরণ ক্ষমতা তাকে দিতে হবে। দিতে হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা। টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর সঠিক উন্নয়ন প্রয়োজন, প্রয়োজন তার ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- দারিদ্র পীড়িত নারীর চাহিদা ও উদ্যোগের সমর্থনে সমাষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশলগুলোর পূনঃমূল্যায়ন, অনুমোদন এবং অনুসরণ করা;
- নারীর সমান অধিকার ও অর্থনৈতিক সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইন এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পুনঃপরীক্ষা করা।
- সঞ্চয় এবং ঋণ প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করা।
- নারীর প্রতি দারিদ্রের ক্রমবর্ধমান চাপ কমানোর লক্ষ্যে জেন্ডার ভিত্তিক কর্মপদ্ধতির উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করা।

❑ নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। নারী-পুরষ সমতা আনয়নে শিক্ষা অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। পরিবারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ নেয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষায় কিছুটা অগ্রগতি হলেও অনেক দেশেই সামাজিক প্রথা, বাল্য বিবাহ ও গর্ভধারণ, শিক্ষা ও শিক্ষা উপকরনের অপার্যপ্ততা ও জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব, যৌনহয়রাণী, শিক্ষার সুযোগগুলোর অপ্রতুলতার কারণে নারীরা এখনো শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার বিষয়বস্তু ব্যাপক হারে জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নারীদের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
- নারীর নিরক্ষরতা দূর করা।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অব্যাহত শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- বৈষম্যহীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নত করা।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার এবং তা বাস্তবায়ন ও মনিটরের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা।
- কন্যা সন্তানও নারীর জন্য আজীবন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

❑ নারী ও স্বাস্থ্য ঃ

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

নারীর সর্বোচ্চ মাত্রায় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগের অধিকার রয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নারীর সুযোগ অসম। নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য তার স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গ্রামীন নারী বাস করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। নারীর জন্য জীবন ব্যাপী পুরুষের সমান স্বাস্থ্য সেবার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যৌনতার ক্ষেত্রে নারীদের দিতে হবে সমঅধিকার এবং এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ। নারীর রয়েছে প্রজনন বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। এর জন্য প্রয়োজন বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতন মুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা। গর্ভ, প্রসব ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে নারীদের আছে নিজস্ব কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকি। যৌন বাহিত রোগ ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে নারীস্বাস্থ্যে। যৌন হয়রানী ও ক্ষতিগ্রস্থ করে নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা। দারিদ্র, সহিংসতা ও মাদকাসক্তি নারী ও তার সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটাচ্ছে। বয়স্ক নারীদের সংখ্যা ও তাদের আয়ু বৃদ্ধির ফলে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- নারীর জন্য যথাযথ, সহজসাধ্য ও মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহে জীবনচক্রব্যাপী নারীর প্রবেশাধিকার/সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- নারীর স্বাস্থ্যোন্নয়নে রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচী জোরদারকরণ।
- রোগ প্রতিরোধ, যৌন মাধ্যমে পরিবাহিত যোগসমূহ, এইচআইভি/এইডস রোধ এবং যৌন ও প্রজনন ইস্যুতে জেন্ডার সচেতন উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারীর স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার ত্বরান্বিত করা।
- নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় মনিটরিং ও ফলোআপের ব্যবস্থা করা।

❑ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা।

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য অর্জনের পথে নারীর বিরুদ্ধে সহিসংসতা একটি বাঁধা। নারীর প্রতি নানা রকম সহিংসতা ঘটছে। নারীপাচ্ছে না নিরাপত্তা। অপরাধীরা অনেক সময় পেয়ে যায় ছাড়। বিদেশে কর্মরত নারী গ্রুপগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন কারণ তারা নির্যাতনের শিকার। যৌন ব্যবসায় নারীকে যুক্ত করার অপতৎপরতা বন্ধ করার জন্য শোষন রোধে ১৯৪৯ -এর কনভেনশন ২০ ও অন্যান্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করা কর্তব্য। প্রতিরোধ এবং সুরক্ষাকারী আইনের অভাব এবং নারীর বসবাসরত স্থানে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দূর্বল আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা নারীর ওপর নির্যাতন বাড়ায়। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার

Dhaka University Institutional Repository

পেছনে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যোজনব্যাপী বৈষম্য, শিক্ষা অভাব, অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের অপপ্রভাব। পরিবার সহ সমাজের সম্পর্ক পর্যায়ে নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ এবং বন্ধের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার কারণ, পরিণতি ও প্রতিরোধের পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা;
- নারী পাচার বন্ধ করা এবং বেশ্যাবৃত্তি ও পাচারের কারণে সৃষ্ট সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করা;
- বিপন্ন নারীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়, ত্রাণ ও আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করা এবং নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য দ্বারা নারী নির্যাতিত হলে তাদের শাস্তি দানের জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নতুন আইন প্রনয়ন করা;
- জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) সহ নারী নির্যাতন বিরোধী সকল আন্তর্জাতিক চুক্তির পূর্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

□ নারী এবং সশস্ত্র সংঘাত

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

নারী-পুরুষ সমতার জন্য দরকার বিশ্ব শান্তি। বিশ্বের অনেক অংশে এখনও নানা ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ, সন্ত্রাস ও জিম্মি করার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭৭ সালের অতিরিক্ত কুটনৈতিক আচরণ বিধি ২৪ ও ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে আছে নারীর ওপর হামলা বা তার জন্য অবমাননাকর কিছু করা যাবে না। তবু চলে তার লঙ্ঘন। ভিয়েনা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় বলা হয়েছে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। তবু নারী হয় লাঞ্ছিত, উদ্বাস্তু। সশস্ত্র সংঘাতের সময় প্রায়ই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। প্লাটফরম ফর অ্যাকশন স্বীকার করে - ধর্ষন একটি জঘন্যতম অপরাধ। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ ধরনের কর্মকান্ড অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- সংঘাত নিরসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং সশস্ত্র ও অন্যান্য সংঘাতময় পরিস্থিতিতে অথবা বিদেশী দখলের মধ্যে বসবাসরত নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হ্রাস এবং অস্ত্র-শস্ত্রের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

- সংঘাত নিরসনে অহিংস পদ্ধতি চালু করা এবং সংঘাতকালীন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমানো।
- শান্তির সংস্কৃতি বিকাশে নারীর অবদানের উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রত্যাশী শরনার্থী ও অন্যান্য উদ্বাস্তু নারী এবং অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত নারীর জন্য নিরাপত্তা, সহায়তা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান ও ভূমিকা জোরদার করা।
- ২০০০ সালের মধ্যে এন্টিমাইন কনভেনশন আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদনের জন্য কাজ করে যাওয়া।

❑ নারী ও অর্থনীতি

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

নারী অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পয়েছে। কৃষি ও মৎস্য খাতে কাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানেও নারী জড়িত হয়েছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে পেশাগত প্রাপ্ত সুবিধা নীরদের দেওয়া হচ্ছেনা। চাকরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি আছে বৈষম্য। পরিবার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদান হচ্ছে অবহেলিত। বাসায় রান্না করা, সেবা ও পরিবেশ রক্ষায় নারী যে অবদান রাখে তার সামাজিক বা জাতীয় স্বীকৃতি নেই। অর্থের বিচারে গার্হস্থ্য শ্রম মুল্যহীন। চাকরীতে নারীর নিরাপত্তার অভাব ব্যাপক। ব্যক্তি খাতে চাকরীর অভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নারী। ঐতিহ্যগতভাবে নির্ধারিত পুরুষদের কাজে নারীর সুযোগ তেমন বাড়েনি। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি খুবই কম। দক্ষতা বিকাশ ও কাজ করার সুযোগ পেলে নারী টেকসই উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মজুরী, পারিশ্রমিক ও পদোন্নতি, কাজের অনুপযোগী পরিবেশ, উৎপাদন ও সম্পদে অংশীদারিত্বহীনতা, চাকরী, অর্থনীতি ও পেশার সীমিত সুযোগই নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের মূল।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- কর্মসংস্থান, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লাভের ব্যবস্থাসহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন।
- সম্পদ অর্জন, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নারীর সমান সুযোগ সহজতর করা।
- বিশেষ করে নিম্ন আয়ের নারীর জন্য ব্যবসা, প্রশিক্ষণ, বাজার, তথ্য ও প্রযুক্তি সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করা।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী-পুরুষের পেশাগত পৃথকীকরণ এবং চাকরীর ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা।
- নারী-পুরুষের কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের সমন্বয় সাধন বৃদ্ধি করা।

ক্ষমতায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায় বলা যায় যে, একটি দেশের সরকারে প্রত্যেক নারী-পুরুষের অংশগ্রহনের অধিকার রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাষ্ট্র, প্রশাসন, সমাজ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে নারীর হার। সংস্কৃতি, বিনোদন ও খেলাধূলায় নারীর বাধা দূর করা প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য নির্বাহী পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলে অনুমোদিত ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৩০% ভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে নারীকে নিয়োগের লক্ষ্য মাত্রাও অর্জিত হয়নি। আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারীর অর্জন কম। সকল ক্ষেত্রে কমাতে হবে নারী-পুরুষ বৈষম্য। এ কারণে সাহায্য নিতে হবে গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ইত্যাদির। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য বাড়াতে হবে। বৈষম্য দূর করার নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে আসতে হবে মূলধারায়।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- ক্ষমতা কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণে নারী যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

জাতিসংঘের প্রায় প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রে নারী উন্নয়নে জাতীয় বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক দেশেই নারীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতীয় বিধি উপযোগীও প্রয়োগ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়নের বাধা দূর করে সহযোগিতা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় নীতি নিয়ে সমন্বিত করতে হবে সেগুলো। জেন্ডার প্রেক্ষিত জাতীয় মূলধারায় নারীকে যুক্ত করার সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- জাতীয় বিধি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা বা শক্তিশালী করা।
- আইন প্রণয়ন, সরকারী নীতি,কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহে জেন্ডার প্রেক্ষাপট সমন্বিত করা।
- পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন জেন্ডার ভিত্তিক উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ, গ্রন্থনা ও প্রচার করা।

Dhaka University Institutional Repository

❑ নারীর মানবাধিকার

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। সার্বজনীন, বাস্তবমুখী ও কার্যকর করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল সংস্থা বা গোষ্ঠিকে ভূমিকা রাখতে হবে। নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষেত্রেও এ অধিকার পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দিতে হবে শিশুর ন্যায্য অধিকার। নারীর মানবাধিকার প্রয়োগে আইনগত, প্রশাসনিক এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধা দূর করতে হবে, রোধ করতে হবে নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত নারীকে অবশ্যই নিরাপত্তা দিতে হবে। মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সকল নীতি ও কর্মসূচীর মূল স্রোতাধারায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ও অন্যান্য সকলকে এমন একটি সক্রিয় ও সুস্পষ্ট নীতি দৃঢ়ভাবে নিতে হবে যাতে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই তার প্রতিক্রিয়া যথাক্রমে নারী ও পুরুষের ওপর কি রকম হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- মানবাধিকার উন্নয়ন, বিশেষভাবে নারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশনের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার উন্নত ও সুরক্ষা করা।
- আইনগতভাবে এবং বাস্তবে সমতা ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত কারা।
- আইন শিক্ষা অর্জন।

❑ নারী এবং প্রচার মাধ্যম

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

প্রচার মাধমের প্রভাব এখন বিশ্বব্যাপী। নারীর অগ্রগতিতে আরো অনেক বেশী অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের সম্ভাবনা সর্বত্র বিরাজমান। নারীর দক্ষতা, জ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশের সুযোগ উন্নত করার মাধ্যমে তার ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অনেক তথ্য মাধ্যমে নারীকে তুলে ধরা হচ্ছে বিকৃত বা একপেশেভাবে। নারীর সম্পর্কে এসব ক্ষতিকর প্রচার বন্ধ করে ইতিবাচক তথ্য প্রচার করতে হবে। এ জন্য নিতে হবে নীতি ও কর্মসূচী। প্রচার মাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃষ্টি ও শক্তিশালী করা এবং জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্ট কর্মসূচী দূর করতে হবে। বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশের বেশীর ভাগ নারী প্রসারমান ইলেক্ট্রনিক তথ্য, হাইওয়ের সুবিধা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই তারা তথ্য লাভের বিকল্প উৎস হিসেবে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। প্রযুক্তির বিকাশ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ সম্ভব করার জন্য এবং নতুন প্রযুক্তির বিকাশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে নারীর সম্পৃক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- প্রচার মাধ্যম ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে মত প্রকাশের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- প্রচার মাধ্যমে নারীর ভারসাম্যপূর্ণ এবং বৈচিত্রময় চিত্রায়ন উন্নত করা।

▫ নারী এবং পরিবেশ

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে মানুষ বিকশিত করে উৎপাদন ও ভোগের ধরণ। এখানে অপরিহার্য ভূমিকা থাকে নারীর। উপাদনকারী ও ভোক্তা হিসেবে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষক হিসেবে নারী টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নানা কারণে আজ বিপর্যয়ের মুখে। পরিবেশের এ বিপর্যয়ের কারণ যুদ্ধ, পারমানবিক পরীক্ষা, রাসায়নিক বিষক্রিয়া। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নারী কমই আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রায়ই প্রান্তিক নিবেচিত হয়। নারী সংগঠনগুলোর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা সত্ত্বেও জাতীয় সংঘঠনের সঙ্গে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় দূর্বল। এ জন্য সকল স্তরে নিতে হবে নীতি ও কর্মসূচী। নারীকে যুক্ত করতে হবে এ সবের সঙ্গে। পরিবেশ সংরক্ষণে স্বীকৃতি দিতে হবে নারীর ভূমিকাকে।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম ঃ

- পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নসহ পরিবেশগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা।
- টেকসই উন্নয়নের নীতি ও কর্মসূচীতে জেন্ডার প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা।
- নারীর ওপর উন্নয়ন ও পরিবেশগত নীতিমালার প্রতিক্রিয়া নিরূপনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবস্থাবলী শক্তিশালী বা প্রতিষ্ঠা করা।

▫ মেয়ে শিশু

কৌশলগত লক্ষ্য সমূহ ঃ

আন্তর্জাতিক বিধিগুলোয় শিশু অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে মেয়ে শিশুরা বৈষম্যের নিষ্ঠুর শিকার। তারা ভোগে পুষ্টিহীনতায়, পায় না যোগ্য শিক্ষা। কমাতে হবে প্রসূতি ও সদ্যোজাত শিশু মৃত্যু ঝুঁকি। মেয়ে শিশুদের ওপর যৌনসহিংসতা এবং এইচআইভি-এইডস সহ যৌন মাধ্যমে পরিবাহিত রোগগুলো ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং নিরাপত্তাহীনভাবে ও বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই যৌন সম্পর্কের পরিণতির কাছে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী নাজুক অবস্থায় থাকে। সেই সঙ্গে তারা ধর্ষন, যৌন নিপীড়ন, যৌন শোষণ,

Dhaka University Institutional Repository

পাচার, সম্ভবত তাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও টিস্যু বিক্রি এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়। এ সবের জন্য গ্রহণ করতে হবে সরকারী নীতি ও কর্মসূচী।

প্লাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রমঃ

- মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূর করা।
- মেয়েদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা দূর করা।
- মেয়ে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা দান এবং তাদের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষা, দক্ষতার বিকাশ ও উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষণে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য দুর করা।
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য দূর করা।
- শিশু শ্রম ভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণ দুর করা এবং কর্মজীবী তরুণীদের নিরাপত্তা দেয়া।
- মেয়ে শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূর করা।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মেয়ে শিশুর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- মেয়ের মর্যাদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাবলী

(অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪৫-৩৬১)

এই কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন পদক্ষেপের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। ২০০০ সালের মধ্যে লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য সরকারসহ জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক সকল স্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাগবে।

- **জাতীয় পর্যায়**

এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন সকল সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অঙ্গীকার।

- **উপআঞ্চলিক/আঞ্চলিক স্তর**

এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সকল সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

- **আন্তর্জাতিক**

জাতিসংঘ

নারী ইস্যু বাস্তবায়নে ২০০০ সালের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য জাতিসংঘ ব্যবস্থার সক্ষমতা, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি বাড়াতে হবে। নারীর সমতা আনতে বিভিন্ন কৌশলের প্রয়োজনীয়তা বিকাশ ও সংস্কার দরকার। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **সাধারণ পরিষদ**

কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি খতিয়ে দেখবে সাধারণ পরিষদ। সাধারণ পরিষদের সমগ্র কর্মকান্ডে যুক্ত করবে নারী ইস্যু।

- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল**

কর্মপরিকল্পনার বাস্তাবয়নে পদক্ষেপগুলো সমন্বয় ও পর্যালোচনায় কাউন্সিল অংশ নেবে।

- **নারীর মর্যাদাবিষয়ক কমিশন**

সাধারণপরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলকে নিজস্ব ম্যান্ডেট অনুযায়ী নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের ম্যান্ডেট পর্যালোচনা ও শক্তিশালী করবে।

- **নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক কমিটি এবং অন্যান্য চুক্তিসংস্থা**

রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলোর পেশ করা রিপোর্ট বিবেচনার সময় এ কমিটিকে কর্মপরিকল্পনাটি মনে রাখতে হবে কমিশনে নিশ্চিত করা অধিকার নারী কতটা ভোগ করতে পারে তার নজরদারী করবে কমিটি।

- **জাতিসংঘ সচিবালয়**

মহা-সচিবের দপ্তর

মহা-সচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের ভেতরে নীতি সমন্বিত করতে, লিঙ্গ সাম্যের প্রেক্ষাপট মূল ধারায় নিয়ে আসতে, এজন্য মানব ও আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করতে এবং নারীর অগ্রগতিতে সহায়তা দিতে।

- **নারীর অগ্রগতি বিষয়ক বিভাগ**

এ বিভাগ নারীর বৈষম্য বিষয়ক কমিটিকে সহায়তা দেবে। পরীক্ষা করবে নারীর অগ্রগতির বিষয়ে।

- **জাতিসংঘ সবিচালয়ের অন্যান্য শাখা**

কর্মপরিকল্পনার সমন্বিত বাস্তবায়নে কিভাবে সেবা অবদান রাখা যায়, বিভিন্ন শাখা নিজেদের কর্মসূচীতে সেটা পরীক্ষা করে দেখবে।

Dhaka University Institutional Repository

- **নারীর অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষনা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান**

নারী পরিস্থিতির বিভিন্ন অবস্থার ওপর গবেষণা করতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো।

- **নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল।**

উন্নযনশীল দেশগুলোতে নারীকে দিতে হবে কারিগরী ও আর্থিক সুযোগ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সুযোগ।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন

কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নীতিমালা সংস্কারে উৎসাহ দেওয়া দেওয়া হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কর্মপরিকল্পনার অবদান রাখার জন্য।

৬ষ্ঠ অধ্যায় ঃ আর্থিক ব্যবস্থাবলী

(অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪৫-৩৬১)

নারীর অগ্রগতিতে আর্থিক ও মানব সম্পদ কম। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ সম্পদ সহজলভ্য করার জন্য আদায় করতে হবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। নারী-পুরুষ সমতা আনার কর্মসূচীতে দিতে হবে পর্যাপ্ত অর্থসহায়তা।

- **জাতীয় স্তর**

রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যয় থেকে নারীর উপকারের ধরণ মূল্যায়ন করতে হবে।

- **আঞ্চলিক স্তর**

কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঋণও দেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হবে আঞ্চলিক ব্যক্ত, ব্যবসা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি, সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় তহবিল।

- **আন্তর্জাতিক স্তর**

উন্নয়নশীল দেশে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাড়াতে হবে জাতীয় সক্ষমতা। চালাতে হবে অর্থায়ন বাড়ানোর চেষ্টা। উন্নয়নশীল দেশে ঋণ ও অনুদান বরাদ্দের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানাতে হবে। এ সব দেশে দিতে হবে কারিগরী সহযোগিতা। কর্মপরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিলের সকল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পর্যালোচনা করতে হবে নিজস্ব নীতিমালা, কর্মসূচী, বাজেট ও

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেট থেকে বাড়তি সম্পদ বরাদ্দ দিতে হবে।"
(প্লাটফরম অব অ্যাকশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পৃষ্ঠা ৩-১৪)

৬.৫ বেইজিং ঘোষণা

১. আমরা স্ব-স্ব দেশের সরকার জাতিসংঘের ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ;

২. জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তির লগ্নে ১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং নগরীতে সমবেত হয়েছি;

৩. মানবজাতির কল্যাণে সমগ্র বিশ্বের নারীদের জন্য সমতা শান্তি উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর;

৪. বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং নারী সমাজের ভিন্নতা, তাদের বহুমুখী ভূমিকা ও পরিস্থিতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যে নারীরা এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ও বর্তমান প্রজন্মের মাঝে সঞ্চিত আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে;

৫. স্বীকার করি যে গত দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কিন্তু তা অসম; নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের নিরসন হয়নি এবং আজও বিরাজ করছে নানা প্রতিবন্ধকতা, যা মানব জাতির কল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুতর পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে;

৬. আমরা আরো গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করছি যে বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য গ্রাস করছে; এ অবস্থা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বিদ্যমান -এ বিষয়ও আমাদের বিবেচনায় রেখে;

৭. এই প্রতিবন্ধকতা ও বাধা দূর করতে আমরা নিদ্বিধায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করছি বিশ্বের নারী জাতির উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রামের লক্ষ্যে এবং আমরা একথাও স্বীকার করি যে এ বিরাট দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আন্তরিক ইচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতা যা পরবর্তী শতাব্দীতে আমাদের উত্তরণ ঘটাবে;

আমরা আমাদের পূর্বঘোষিত প্রতিশ্রুতির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত;

৮. জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, সহজাত মর্যাদা সম্পর্কিত যেসব নীতিমালা লিপিবদ্ধ আছে সেসব, এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ, বিশেষ করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ, শিশু অধিকার সনদ, নারী নির্যাতন বিলোপের ঘোষণা এবং উন্নয়ন অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা;

৯. নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার সকল মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করছি;

Dhaka University Institutional Repository

১০. পূর্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সমূহের ঐকমত্যভিত্তিক অগ্রগতির সূত্রে যেমন, জাতিসংঘের নাইরোবী সম্মেলন ১৯৮৫, নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত শিশু সম্মেলন ১৯৯০, ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ সংক্রান্ত ধরিত্রী সম্মেলন ১৯৯২, ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলন ১৯৯৩, কায়রো জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন ১৯৯৪ ও কোপেনহেগেন সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫, এসব উদ্যোগ ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের ক্ষেত্রে মতৈক্য ও অগ্রগতি সাধন;

১১. নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নাইরোবী ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলের কার্যকর ও পূর্ণ প্রয়োগ;

১২. নারীর ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়ন; সেই সঙ্গে তার চিন্তা, বিবেক, ধর্ম এবং বিশ্বাসের মুক্তি নিশ্চিতকরণ, যা নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করে। একক অথবা গোষ্ঠীগতভাবে আপন কার্যক্ষমতা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে নিজ চাহিদা অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ নিশ্চিতকরণ; আমরা নিশ্চিত যে ;

১৩. নারীর ক্ষমতায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে সম-অধিকারের ভিত্তিতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারসহ ক্ষমতায় অংশগ্রহনের সুযোগ হচ্ছে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির মৌলিক শর্তাবলি;

১৪. নারীর অধিকার হল মানবাধিকার;

১৫. সম অধিকার, সম্পদ ব্যবহারের সমাজ সুযোগ, পরিবারে দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ব্যক্তির বিকাশ ও সুন্দর পরিবারের জন্য অপরিহার্য এবং তা গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ;

১৬. টেকসই অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তি এবং এরই পাশাপাশি গণমুখী টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুমোদিত প্রতিনিধি ও সুবিধাভোগী হিসাবে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অংশগ্রহণ;

১৭. স্বাস্থ্য এবং শরীর সম্পর্কে স্বীকৃতি এবং পূর্ণ সমর্থন নারীকে তার শরীরের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আস্থা যোগায়, বিশেষ করে প্রজননের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা তার ক্ষমতায়নেরই পূর্বশর্ত।

১৮. কার্যকর জেন্ডার সচেতন নীতিমালা এবং কর্মসূচী নির্ধারণে, পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগ ও মূল্যায়নে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। উন্নয়ন নীতি এবং কর্মসূচির প্রতি স্তরেও এই একই ব্যবস্থা গৃহীত হলে নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে;

১৯. সিভিল সমাজের সকল ক্ষেত্র থেকে মানুষের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে নারী গ্রুপ ও স্বায়ত্বশাসনের সহযোগী সম্পর্ক স্থাপন প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন-এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন;

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্লাটফরম ফর এ্যাকশনের বাস্তাবায়নের জন্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা এবং প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ কাজের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি অর্জন ও জ্ঞাপনের অর্থ নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নকে ফলপ্রসূ করা;

২১. এই মর্মে আমরা প্রত্যয়দৃপ্ত যে ;

২২. নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবং এদের অধিকার ও স্বাধীনতা লংঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া;

২৩. নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পদে সকল বাধা দূর করা;

২৪. সমতার প্রশ্নে সকল প্রকার কার্যক্রমে পুরুষের পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা

২৫. নারীর অর্থনৈতিক তথা পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ লাঘবসহ দারিদ্র্যের মূল উপাদানগুলো চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিকল্পনা করা, যা নারীর সমান গুরুত্ব নিশ্চিত করে; গ্রামীণ ও শহর এই দুই ক্ষেত্রেই এবং সম্পদ, সুযোগ ও পাবলিক সার্ভিসে নারীর অবদান নিশ্চিত করে;

২৬. গণমুখী টেকসই উন্নয়ন কার্যকর করার জন্য ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পাশাপাশি বালিকা ও নারীর মৌলিক শিক্ষা এবং বয়স নির্বিশেষে শিক্ষা কার্যক্রম; সাক্ষরতা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২৭. নারী উন্নয়নে শান্তি নিশ্চিত করতে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়া এবং শান্তির আন্দোলনে নারীর অগ্রণী ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করা। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ করা এবং অনতিবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার প্রতি সমর্থন প্রদান করে, নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

২৮. নারী ও বালিকাদের ওপর সকর প্রকার নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নির্মূল করা;

২৯. নারী-পুরুষের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং নারীর যৌন এবং প্রজননগত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সেই সঙ্গে এ সম্পর্কিত শিক্ষা নিশ্চিত করা;

৩০. নারী ও বালিকাদের মানবাধিকার কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা;

৩১. জাতি, বয়স, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, ধর্মসহ শারীরিক অক্ষমতা এবং আদিবাসী হিসেবে বালিকা ও নারী নানারূপ বাধা এবং বৈষম্যের শিকার হয়। মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য মৌলিক যে স্বাধীনতা, সেই স্বাাধীনতা ভোগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং ত্বরান্বিত করা;

৩২. আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াসহ সকল প্রকার মানবাধিকার আইনকে নারী এবং বালিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য গুরুত্ব দেয়া;

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. সকল বয়সের নারী ও বালিকাদের সুপ্ত কর্মক্ষমতাকে গড়ে তোলা, একটি সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলার কাজে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তার অবদান বৃদ্ধি করা;

৩৪. অর্থনৈতিক সম্পদ, জমি, ঋণ প্রকল্প, জ্ঞান এবং প্রযুক্তিসহ কারিগরী প্রশিক্ষণ, তথ্য, যোগাযোগ এবং বাজারের ক্ষেত্রে নারীর সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, যাতে করে নারী সমাজ অগ্রসর হতে পারে এবং তার ক্ষমতায়নকে জোরদার করতে পারে। তাদের এই সুযোগসমূহ সর্বাঙ্গীণভাবে উপভোগের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও জোরদার করা প্রয়োজন;

৩৫. প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের সাফল্য ধরে রাখতে প্রথমেই প্রয়োজন সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত অঙ্গীকার এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারণ প্রয়োজন। আমরা নিশ্চিত যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত প্রতিরোধক ব্যবস্থা পরস্পর-নির্ভরশীল এবং টেকসই উন্নয়নের সম্পূরক। সমতা নিশ্চিতকারী সামাজিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে স্বীকৃত দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম শ্রেণী হিসেবে বঞ্চিত নারী সমাজের ক্ষমতায়ন একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশগত সম্পদের সুষম সদ্ব্যবহার টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সুচিন্তিত পরিকল্পনা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশনের সাফল্যের জন্য অনুন্নত দেশের সম্পদের সুযোগ্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দাতা সংস্থার সূত্রে নারীর অগ্রগতির জন্য আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক, দ্বিপক্ষীয় অথবা বহুপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ, সমান দায়দায়িত্ব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নীতি নির্ধারণীসহ সকল ক্ষেত্রে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে এসব লংঘন করা হলে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাও কার্যকর করতে হবে।

৩৬. প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের সাফল্য নিশ্চিত করতে যেসব দেশে অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটছে, তাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে;

৩৭. তাই আমরা সরকার হিসেবে প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনকে বাস্তবায়নের অঙ্গীকারসহ গ্রহণ করছি, যেখানে আমাদের সকল নীতিমালা ও পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন নিশ্চিতভাবে ঘটেছে। জাতিসংঘের সংগঠনসমূহ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সকল বেসরকারি সংগঠনসমূহ ও তাদের স্বয়ত্তশাসনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুশীল সমাজের সকল অংশকে এই প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নে তাদের পূর্ণ অঙ্গীকার ও অবদান রাখার সুপারিশ করছি। (বেইজিং রিভিউ সেপ্টেম্বর'৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বা পিএফএ (PFA) সামগ্রিক কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন কেন গুরুত্বপূর্ণ

আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন জড়িয়ে রয়েছে। সে জন্যই আমরা এই প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন প্রসঙ্গে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারি না। ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের প্রতিটির ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত কার্যক্রমগুলি যাতে বাস্তবায়িত হয় সে জন্য সর্বস্তরের নারীদের সচেষ্ট হতে হবে। কেননা প্রত্যেকের এ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু করণীয় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৮ প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্ব সকলের

প্রতিটি মানুষই তাদের জীবনে অভিভাবক, শিক্ষক, নেতা, স্বামী, স্ত্রী, স্বাস্থ্যকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি অসংখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে এদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় ভূমিকা পালন করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ
বেইজিং প্লাস ফাইভ

৭.১ ভূমিকা ঃ

বেইজিং নারী সম্মেলনের পাঁচ বছর পর সম্মেলনের ফলোআপ করার উদ্দেশ্যে নারী বিষয়ক আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো -

স্থান ঃ নিউইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সময় ঃ ৫-৯ জুন, ২০০০

অংশগ্রহণ ঃ

বাংলাদেশসহ মোট ১৭৮ দেশের প্রায় ২৩০০ প্রতিনিধি এবং এবং তৃণমূল সংগঠনসহ প্রায় ২০০০ এনজিও প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন।

লক্ষ্য ঃ

বিশ্বের নারীসমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে গৃহীত নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ ও বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন (পিএফএ) গৃহীত হবার ৫ বছর পর তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কতটুকু বাস্তাবয়িত হল তা পরিমাপ এবং এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ করার লক্ষ্যেই জাতিসংঘের এই বিশেষ অধিবেশন। সেজন্য এই বিশেষ অধিবেশেন বেইজিং প্লাস ফাইভ নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছে।

৭.২ বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি প্রক্রিয়াঃ

১৯৯৮ সালের ৪ঠা জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ "৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর পূর্ণ বাস্তবায়ন ফলোআপ" করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। সরকারসমূহ, জাতিসংঘ সচিবালয়, জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আগ্রহী সংগঠন কর্তৃক এই প্রস্তাবনার রূপরেখা প্রস্তুতের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

- **প্রস্তুতি কমিটি**

নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশন (সিএসডাব্লিউ) এই বেইজিং প্লাস ফাইভ পর্যালোচনার প্রস্তুতি কমিটি বা 'প্রিপকম' হিসাবে কাজ করে। এর সচিবালয় ছিল জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন বিভাগ। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ছিল এই প্রস্তুতি কমিটির সদস্য। বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি কমিটির কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের অধিবেশন সময়কাল এক সপ্তাহ করে বৃদ্ধি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিওদের অংশগ্রহণ

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নে এনজিওদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেওয়ার জন্য এনজিওদরেকে বেইজিং প্লাস ফাইভ অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয়। এই বিশেষ অধিবেশনে এনজিওদের অবদান নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বেইজিং সম্মেলন ও তৎপরবর্তী ফলোআপের সঙ্গে যুক্ত এ্যাক্রিডিটেড এনজিওরা বিশেষ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। প্রায় ৫০টি এনজিও পর্যবেক্ষক হিসাবে এখানে অংশগ্রহণ করে, যদিও সীমিত সংখ্যক এনজিও প্লেনারী সেশনে কথা বলার সুযোগ পায়। বেইজিং এরমত বেইজিং প্লাস ফাইভ ২০০০ সম্মেলনে কোন সমান্তরাল এনজিও ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়নি। জাতিসংঘের পাঁচটি অঞ্চল থেকে গঠিত একটি এনজিও নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিসহ আদিবাসী নারীদের প্রতিনিধিরা মিলে একটি এনজিও ওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত করে ২-৩ জুন ২০০০ সালে। কেবল জাতিসংঘ বিশেষ অধিবেশনে 'এ্যাক্রিডিটেশন' প্রাপ্ত এনজিওরা এতে যোগ দেয় যারা বিকল্প প্রতিবেদন ও মূল প্রবণতার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরে।

বেউজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের তৎপরতা

১৯৯৫ সালের বেইজিং ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর অধিকাংশ দেশের সরকারসমূহই বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন, ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সরকারসমূহকে তাদের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন বিভাগের নিকট পেশ করতে বলে। আর এভাবেই নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ কমিশনের ৪৩তম অধিবেশন চলাকালে বেইজিং প্লাস ফাইভ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সূচিত হয়।

১৯৯৯ সালে পুনরায় বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সে সংক্রান্ত তথ্যাদি পেশ করতে বলা হয়। এ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় বেইজিং পিএফএ বাস্ত বায়নে ইতিবাচক কার্যক্রমে, শিক্ষণীয় দিক, বাধাবিপত্তি ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ইত্যাদির উপর। এছাড়ও এই জাতীয় প্রতিবেদনসমূহে নতুন শতাব্দীতে জেন্ডার সমতা অর্জনের একটি বীক্ষণ বা ভিশন তুলে ধরা হয়।

বেইজিং প্লাস ফাইভ ঃ জাতিসংঘের ভূমিকা

জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট বিশেষ সংস্থা, তহবিল, কর্মসূচীসমূহ বেইজিং প্লাস ফাইভ এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। বেইজিং পিএফএ এবং নাইরোবী কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সকল কার্যক্রম ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কিত তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে। পিএফএ'র বাস্তবায়ন আরো

Dhaka University Institutional Repository

ত্বরান্বিত করা সহ নারীর অগ্রগতির পথে উদ্ভূত নতুন নতুন প্রবণতাগুলিকে বিবেচনা করার জন্য ও তারা তাদের ভবিষ্যৎ বীক্ষণ তুলে ধরেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ সংস্থাগুলি এসব চুক্তি ও সনদ স্বাক্ষরকারী দেশসমুহ কতখানি মেনে চলছে তা পরিবীক্ষণ করে চলেছে। এসব আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শিশু অধিকার সনাদ, সিডও, অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ, অভিপ্রয়ানকারী বগিরাগত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সনদ। এসব আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি কাঠামো ও অন্যান্য জাতিসংঘ ব্যবস্থা তাদের সকল কর্মকান্ডে জেন্ডার প্রেক্ষিতকে 'মূলধারা'য় পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। জেন্ডারকে মূলধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতাও বেইজিং প্লাস ফাইভ পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সংযুক্ত করার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০০০ সালের জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এবং বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন এ জেন্ডার ইস্যুর উপর আলোকপাত করার জন্যও জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন থেকে সুপারিশ করা হয়।

আঞ্চলিক কমিশন

- আফ্রিকার অর্থনৈতিক কমিশন, ইউরোপের অর্থনৈতিক কমিশন, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অর্থনৈতিক কমিশন, এশিয়া ও প্যাসিফিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন ও পশ্চিম এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এই ৪টি আঞ্চলিক কমিশন বেইজিং প্লাস ফাইভ এর আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসব কার্যক্রমের ফলাফল আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রস্তাবনাসহ ২০০০ সালে নারী মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের ৪৪তম অধিবেশনে পেশ করা হয়।

৭.৩ বেইজিং প্লাস ফাইভ এর কাঠামো

বেইজিং প্লাস ফাইভ নামক এই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন প্লেনারী এবং এডহক কমিটির সভার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। নিম্নে সম্মেলনের বিভিন্ন কমিটিসমূহ আলোচনা করা হলো-

প্লেনারী ঃ

নামিবিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী থিও বেন গুরিরাব এই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বিশেষ অধিবেশন চলাকালে ১০ বার প্লেনারী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্লেনারীতে বেইজিং

Dhaka University Institutional Repository

পিএফএ স্বাক্ষরকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরা তাদের স্ব স্ব দেশে পিএফএ তে উল্লেখিত ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় সংক্রান্ত অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। ১৭৮টি দেশের প্রতিনিধি এখানে জাতীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিটি দেশের জাতীয় রিপোর্ট পেশের জন্য সময়সীমা বরাদ্দ ছিল ৭ মিনিটি।

- **এডহক কমিটি ঃ**

এডহক কমিটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছিলেন মিস ক্রিসটিন কপলতা, ভাইস চেয়ারপারসন ছিলেন মিস আইচা আফিফি (মরক্কো) মিঃ অমিত ভট্টাচার্য (ভারত), মিস প্যাট্রিসিয়া ফ্লোর (জার্মানী) মিস মিসাকো আইজি (জাপান), মিস সোনিয়া আর, লেনসি ক্যারিল (সেন্ট লুসিয়া), মিস মনিকা মার্টিনেজ (ইকুয়েডর), মিস ক্রিষ্টেন স্লাক্যাক (কানাডা), মিস রাসা অষ্টসকেইট (লিথুনিয়া) এবং ডুব্রাভকা সিমোনভিক (ক্রোয়েশিয়া) এডহক কমিটি দুটি সমান্তরাল গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষে এডহক কমিটি 'বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এ বর্ণিত ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় এর ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি সংক্রান্ত 'রিভিউ ও এ্যাপ্রেইজাল' এবং বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করার জন্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উদ্যোগ' এই দুটি অনানুষ্ঠানিক পেপার অনুমোদন করেন।

এডহক কমিটির সভার আলাপ আলোচনা মূলত ৪টি বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল। এগুলি হল ঃ বিশ্বায়ন এবং বিশ্ব ব্যাংক/আইএমএফ এর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি, নারীশিক্ষা বিশেষত, বালিকা শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, ভূমির উপর নারীর সমান অধিকার, সুযোগ ও নিয়নন্ত্রণ যৌনস্বাস্থ্য ও যৌন অধিকার, নারী নির্যাতন ও পাচার। অবশ্য কিছু ক্যাথলিক ও মুসলিম দেশ অনেক বিতর্কের পরে অবশেষে প্রজনন স্বাস্থ্য টার্মটি অনুমোদন করে। যদিও তারা নারীর প্রজনন অধিকার ও যৌন অধিকার বিষয়টি সম্পর্কে তাদের বিরোধিতা বজায় রেখেছিল।

- **কন্ট্রাক্ট গ্রুপ ঃ**

এই আনুষ্ঠানিক অধিবেশন ছাড়াও বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে বিতর্কিত ইস্যুগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য 'কন্ট্রাক্ট গ্রুপ' আলোচনায় বসেছিল এবং এই আলোচনার ফলাফল পরবর্তীতে সংক্ষিপ্তরূপে এডহক কমিটির কাছে পেশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

❑ **কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক অধিবেশন ঃ**

প্লেনারী এবং এডহক কমিটির মিটিং ছাড়াও বেইজিং প্লাস ফাইভ উপলক্ষ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সেমিনার, কক্যাস আলাপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

- 'ক্ষুদ্রঋণ' বা মাইক্রো ক্রেডিট সংক্রান্ত সেমিনার সবার মনোযোগ আকর্ষন করেছে। মার্কিন ফাষ্ট লেডি হিলারী ক্লিনটন, ইউনিফেম এর নির্বাহী পরিচালক নোয়েলিন হেজার, গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস, ইউএনডিপি এর প্রশাসক মার্ক ম্যালোচ ব্রাউন এবং ভারতের সিওয়া এর ইলা ভাট এই সেমিনারে প্যানেলিষ্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করছিলেন।
- ইউনিফেম আয়োজিত 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষ ও বালকরা' শীর্ষক অপর একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ৬ই জুন।
- এছাড়াও 'নারীর মানবাধিকার বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে প্যানেল আলোচনাটিও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৭.৪ বেইজিং প্লাস ফাইভ বৈশ্বিক প্রতিবেদন ঃ

বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পরবর্তী ৫ বছরে সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে গৃহীত প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন কতটুকু বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনার পর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী স্বরূপ বেইজিং প্লাস ফাইভ গ্লোবাল রিপোর্ট গৃহীত হয়। ১০ই জুন, ২০০০ বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উদ্যোগ নামক এই চূড়ান্ত দলিলটি অনুমোদিত হয়। এই দলিলের মূল অংশগুলি হল।

হক বেইজিং প্লাস ফাইভ দলিলের মূল অংশ।

- ভূমিকা
- প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও বিদ্যমান বাধাবিপত্তি
- বেইজিং ঘোষনা এবং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ক্ষতিগ্রস্তকারী সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমুহ
- বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান বাধাবিপত্তি দূর করার কার্যক্রম ও উদ্যোগ এবং এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জন ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি কমিটির মূল অর্জন ঃ

- **পিএফএ সুদৃঢ়করণ ঃ**

বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন এর প্রতি পুনরায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্তকরণ। এই পিএফএ নিয়ে আর মত ভিন্নতার অবকাশ না রাখা এবং একে পর্যালোচনার ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা।

- **পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ঃ**

সরকারসমূহ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি পর্যলোচনার করে ১৯৯৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নমালা পুরণ করেছে।

- **এনজিওদের বিকল্প প্রতিবেদন ঃ**

প্রতিটি দেশের এনজিও সম্প্রদায় বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত বিকল্প পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে বেইজিং পরবর্তী এনজিওদের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এনজিওদের এই বিকল্প প্রতিবেদন জাতীয় ও আঞ্চলিক এবং তারপর জাতিসংঘে বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত করা হয়। এই বিকল্প এনজিও প্রতিবেদনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য নিউইয়র্কে নারীর মর্যাদা বিষয়ক জাতিসংঘ বিভাগে একটি কমিটিও গঠিত হয়। বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনের এনজিও সভায় এটি একটি অন্যতম মূল দলিল হিসাবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন চলাকালে এনজিওদের বিকল্প বৈশ্বিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এই বৈশ্বিক প্রতিবেদনটি ছিল ১১৬টি বিকল্প জাতয়ি প্রতিবেদনের একটি সংকলিত রূপ; যার মধ্যে ছিল

- ৫৯টি দেশের এনজিওদের বিকল্প জাতীয় প্রতিবেন,
- ১৫টি আঞ্চলিক প্রতিবেদন এবং
- ১৪টি থিমেটিক প্রতিবেদন। এনজিওদের এই বিকল্প বৈশ্বিক প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে -

  - ভূমিকা,
  - এনজিওদের বিকল্প আঞ্চলিক প্রতিবেদন,
  - দেশভিত্তিক বিকল্প প্রতিবেদন ও থিমেটিক প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার।

Dhaka University Institutional Repository

❑ এনজিওদরে অংশগ্রহণ ঃ

বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনে এনজিওরা সরকারীভাবে অংশগ্রহণের অনুমতি না পাওয়ার তারা এই প্রক্রিয়া ও সম্মেলনের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জোর লবি করেছে। গোটা বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রক্রিয়ায় এনজিওদের যুক্ত করার জন্য তারা জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। এনজিওদের অংশগ্রহণে সহায়তা করার জন্য তাই জাতিসংঘে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং ফোরাম' ও একটি 'কো-অর্ডিনেটিং কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। ১৭৮টি দেশের ১২০০ এনজিও প্রতিনিধি ২-৩ জুন অনুষ্ঠিত বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত। সমান্তরাল এনজিও সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

❑ আলাপ-আলোচনার কাঠামো ঃ

বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ প্রক্রিয়ার জন্য জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন বিভাগ একটি কাঠামোর প্রস্তাব করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি ফোকাস এরিয়া এবং ৪টি ক্রশকাটিং থিম। এই থিমগুলি বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের ১২টি বিশেষ গুরুত্ব বিবেচ্য বিষয়ের সঙ্গে আগাগোড়া যুক্ত, অথবা তা বেইজিং সম্মেলন সময় থেকেই ইস্যু হিসাবে সামনে এসেছে এবং এক্ষেত্রে কার্যক্রমে বা উদ্যোগ গ্রহণের থিম হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে।

ছক ঃ বেইজিং প্লাস ফাইভের ফোকাস এরিয়াও ক্রসকার্টিং থিম

৫টি ফোকাস এরিয়া

- বেইজিং পিএফএ বাস্তাবয়নের জন্য একটি অনুকূল সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গীকার;
- নারীর অগ্রগতি এবং জেন্ডারকে মূলধারায় আনার জন্য সক্ষমতা গঠন;
- পিএফএ-র কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জবাবদিহিতা ও পিএফএ বাস্তবায়ন পরিমাপ;
- পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব;
- সাম্প্রতিককালের বৈষম্যের শিকার এবং পশ্চাদপদ নারী ও কিশোরীদের সহয়তা প্রদান;

Dhaka University Institutional Repository

৪টি ক্রসকাটিং থিম

- বিশ্বায়ন এবং নারীর বিশেষত দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন;
- নারী, বিদ্যমান প্রযুক্তি এবং নয়া তথ্য যুগ;
- নারীর নেতৃত্ব;
- মানুষের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা।

৭.৬ নারী ২০০০ উপলক্ষ্যে এনজিও ঃ আন্তর্জাতিক এনজিও কমিটি

নারী ২০০০ উপলক্ষে এনজিও বা এনজিও ফর উইমেন ২০০০ হচ্ছে বেইজিং প্লাস ফাইভ উপলক্ষ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক এনজিও কমিটি বা একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং টিম। বেইজিং প্লাস ফাইভ রিভিউ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও তা এনজিওদের বিতরণ করা এবং বেইজিং প্লাস ফাইভ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ড সমন্বয় করার জন্য এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। এনজিও কো-অর্ডিনেডিং কমিটি ছিল এর মূল নীতিনির্ধারণী কাঠামো। এখানে অন্তর্ভুক্ত ছিল 'কনফারেন্স অব এনজিও ইন কনসালটেটিভ রিলেশনশীপ উইথ ইউএন' সংক্ষেপে - কংগো এর প্রতিনিধি, নারী মর্যাদা বিষয়ক তিনটি (নিউইয়র্ক, জেনেভা ও ভিয়েনা) কংগ্রেস কমিটি, আঞ্চলিক গ্রুপ, বড় এনজিও নেটওয়ার্ক ও ইস্যুভিত্তিক কক্যাসসমুহ। কনফারেন্স অব এনজিও বা কংগোর উদ্যাগে বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনকালে ওয়ার্কশপ, রাউন্ড টেবিল, প্যানেল আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিশ্বের নানা এনজিওরা। ইউএস হোস্ট কমিটি এই ইউমেন ২০০০ কালে অনুষ্ঠিত শতশত অনুষ্ঠানের সমন্বয় সাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৭ বেইজিং প্লাস ফাইভ কালপঞ্জি ১৯৯৫-২০০০

১৯৯৫ :	চীনের রাজধানী বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন গৃহীত।
১৯৯৬-১৯৯৯ :	জাতিসংঘ নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন কর্তৃক বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশনের ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর পর্যালোচনা।
১৯৯৭ ডিসেম্বর :	নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশলসমূহ ও পিএফএ বাস্তবায়নের অর্জিত সাফল্য পর্যালোচনা করতে এক উচ্চ পর্যায়ের প্লেনারির আয়োজন করার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ; যে বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তুতি কমিটি হবে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন।
১৯৯৮ ২-১৩ মার্চ :	পিএফএ-র সামগ্রিক পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি হিসাবে ৪২তম অধিবেশনে আলাপ আলোচনা শুরু।
১৯৯৮, জুন :	বেইজিং পিএফএ পর্যালোচনা ৫-৯ জুন, ২০০০ সাধারণ পরিষদের একটি অধিবেশন হিসাবে অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৯৮ ডিসেম্বর :	এই সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণ। জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য এই বিশেষ অধিবেশন পিএফএ পর্যালোচনাকালে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উদ্যোগ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এমন সুনির্দিষ্ট পরামর্শের উপর আলোকপাত করে। সেইসঙ্গে জেন্ডার প্রেক্ষাপটকে মূলধারা করার উপর এবং ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ প্রবণতা ও থিম-এর উপরও মনোযোগ স্থাপন করা হয়। এছাড়াও এক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পিএফএ বাস্তবায়নে এনজিওদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তুতিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
১৯৯৮ ১৫-১৮ ডিসেম্বর :	পশ্চিম এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCWA)-এর বেইজিং প্লাস ফাইভ আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক সভা – বৈরুত-লেবানন।
১৯৯৯-২০০০ :	বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি কমিটি প্রিপকম এর আন্ত-অধিবেশন (inter-sessional), অনানুষ্ঠানিক ও ব্যুরো সভা।
১৯৯৯ ১-১৯ মার্চ :	জাতিসংঘ নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের অধিবেশনের পরপরই বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রিপকম-এর দ্বিতীয় সভা।
১৯৯৯ ২৬-২৯ অক্টোবর :	জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা এবং বেইজিং ঘোষণা ও পিএফএর আঞ্চলিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উচ্চ পর্যায়ের আন্তঃসরকার কমিশন (ESCAP) কর্তৃক সভা – ব্যাংকক ও থাইল্যান্ড।
১৯৯৯ ২২-২৭ নভেম্বর :	বেইজিং পিএফএ এবং আফ্রিকান প্ল্যাটফরম অর এ্যাকশন বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য আফ্রিকান অর্থনৈতিক কমিশন (ECA) এর নারী সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ আফ্রিকান আঞ্চলিক সম্মেলন – আদ্দিস আবাবা-ইথিওপিয়া।
১৯৯৯ ডিসেম্বর :	বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন পর্যালোচনার প্রস্তুতিসহ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনকে সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ।
২০০০ ১৯-২১ জানুয়ারি :	ইউরোপীয় দেশগুলিতে আন্তঃসরকার পর্যায়ে নারী পরিস্থিতি সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ইস্যু, সমস্যা ও নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশন (ECE) বিশেষজ্ঞদের সভা – জেনেভা, সুইজারল্যান্ড। বেইজিং প্লাস ফাইভ উপলক্ষে এ অঞ্চলের পিএফএ বাস্তবায়ন পরিমাপের উদ্দেশ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
২০০০ ৮-১০ ফেব্রুয়ারি :	ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের অর্থনৈতিক কমিশন (ECLAC)-এর ল্যাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় নারী সংক্রান্ত ৮ম আঞ্চলিক সম্মেলন – লিমা-পেরু।
২০০০ ৩-১৭ মার্চ :	নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন-এর ৪৪তম নিয়মিত অধিবেশনের পরপরই বেইজিং প্লাস ফাইভ প্রস্তুতি কমিটি বা প্রিপকম-এর ৩য় সভা।
২০০০, ২-৩ জুন :	উইমেন ২০০০ এর জন্য এনজিওদের ওয়াকিং সেশন।
২০০০, ৫-৯ জুন :	"নারী ২০০০ : একবিংশ শতাব্দীতে জেন্ডার সমতা উন্নয়ন ও শান্তি" (Women 2000 : gender equality development & peace for he towenty first century) শীর্ষক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন – বেইজিং প্লাস ফাইভ অনুষ্ঠিত। বেইজিং প্লাস বৈশ্বিক প্রতিবেদন স্বরূপ "বেইজিং ঘোষণা ও প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও উদ্যোগ" নামক দলিল গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অংশ ঃ সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা

অষ্টম অধ্যায় ঃ

বেইজিং নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অঙ্গীকার

৮. বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের দরুন "প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন" অর্জনে নারীর সমান অধিকারের ক্ষেত্রে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মত পার্থক্য দেখা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্পর্শকাতর নাজুক বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক ও আপত্তি উঠেছিল। এই বিতর্কিত বিষয়গুলো হলো ব্রাকেট বন্দী (অর্থাৎ আপত্তিকর) বিষয় যা ব্রাকেটেড টেক্সড। "প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন" -এ ৪০০ টির মত এরকম বন্ধনীযুক্ত বিষয় ছিল যেমন ঃ

- নারীর সম্পত্তিতে অধিকার বা উত্তরাধিকার।
- নারীর উপর নানা ধর্মীয় বিধিনিষেধ।
- মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা, ইত্যাদি।

বিভিন্ন রাষ্ট্র ধর্মীয় অনুসাশন ও দেশজ সংস্কৃতির অজুহাতে এই সমস্ত ব্রাকেটবন্দী বিষয়গুলো প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশনে অন্তর্ভূক্ত করতে আপত্তি জানায়। আবার ব্রাকেটবন্দী বিষয়গুলো সর্বসম্মতিক্রমে যদি গৃহীত না হয়, দুই একটি দেশ যদি আপত্তি জানায়, তবে সেক্ষেত্রে ব্রাকেটবন্দী বিষয়গুলো বাতিল হয়ে যাবে। সম্মেলনে একটা পর্যায়ে কতগুলো ব্রাকেটবন্দী বিষয়, বিশেষ করে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়টি প্রায় বাদ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বব্যাপী বহুমুখী নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিদের চাপ এবং তাদের দক্ষ ও কৌশলী তৎপরতার কারণে অবশেষে প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন (পিএফএ) -এর ব্রাকেটবন্দী সকল বিষয়গুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অঙ্গীকার ঘোষণা করার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন সম্মেলনে তৎপরতা চালায়। সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অঙ্গীকার ঘোষণা করার এই বিষয়টি এসেছে মূলতঃ বেইজিং সম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং এনজিও গুলো কর্তৃক গৃহীত অঙ্গীকারের সম্মেলন। এই সময়ে এনজিওরা সম্মেলনের প্লেনারী অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের সরকার যে সব অঙ্গীকার ঘোষণা করে তা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করে। দেখা যায় বেইজিং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ১৮৯ টি সদস্য ও পর্যবেক্ষক দেশের মধ্যে ৯০ টি দেশ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

Dhaka University Institutional Repository

দেশসমূহ	সম্মেলনে অঙ্গীকার ঘোষণাকারী দেশের সংখ্যা
আফ্রিকা	২০
এশিয়া	১৩
ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ	৯
ইউরোপ	২৭
মধ্যপ্রাচ্য	২
আমেরিকা	৮
প্যাসিফিক অঞ্চল	৭
অন্যান্য	৪
মোট	৯০

উৎস ঃ নারীর অগ্রযাত্রা বেইজিং থেকে নিউইয়র্ক, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সম্পাদনা শাহিন রহমান, ২০০০। পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

৯০টি দেশের মধ্যে এশিয়ার যে ১৩টি দেশ নারী উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ভিত্তিক অঙ্গীকার ঘোষণার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ এর মধ্যে অন্যতম।

ছক ঃ বেইজিং সম্মেলনে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার

- প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা যায়।
- শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে বালিকা শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং বালক বালিকাদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা।
- নারীদের উন্নয়নে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি তৈরী করা .

Dhaka University Institutional Repository

বেইজিং সম্মেলন : অঙ্গীকার ও অর্জন '৯৬

বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে উপস্থিত ১৮৯টি সদস্য ও পর্যবেক্ষণকারী রাষ্ট্রের মধ্যে ৯০টি রাষ্ট্র জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই অঙ্গীকারের সারমর্ম ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ট্রিবিউন -এর বুলেটিন "Positive '95" -এ প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অঙ্গীকার এবং এ পর্যন্ত অর্জন তুলে ধরা হল।

অঙ্গীকার

* নারী উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সংযোজনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকাল পয়েন্ট গঠন

* শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে মেয়ে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পরার হার হ্রাস

* নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন

অর্জন

* ৪৭টি মন্ত্রণালয় ও এজেন্সীতে উইড ফোকাল পয়েন্ট ও সাব-উইড ফোকাল পয়েন্ট গঠন

* মেয়ে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫০ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং ঝরে পরার হারও হ্রাস পেয়েছে।
(সূত্র-Sex disaggregated data, MWCA 1997)

* জেলা ও থানা পর্যায়ে উইড কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়
সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাস্তবতা ঃ সরকারী উদ্যোগ

৯.১ ভূমিকা ঃ

চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনায় (পিএফএ) সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; "কর্মপরিকল্পনার কর্মকৌশলগত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারসমূহের। এর বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরে অঙ্গীকার অপিরিহার্য। নারীর অগ্রগতি সাধনের কাজে সমন্বয়, মনিটরিং ও কাজের উন্নতির মূল্যায়নে সরকারগুলোকে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে।" *(জাতিসংঘ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, বাংলা অনুবাদ, মালেকা বেগম, প্রকাশক, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, মে ১৯৯৭) বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নির্দেশিত হয়েছে ; যত তাড়াতারি সম্ভব, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালর শেষনাগাদ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে সরকারসমূহের উচিত, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল উন্নত করার কাজ শুরু করা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৯৬ এর শেষ নাগাদ, তাদের কার্যক্রমের কৌশল ও পরিকল্পন গুলো প্রণয়ন শেষ করা উচিত। সরকারী ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্ত রে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এবং সুশীল সমাজের (সিভিল সোসাইটি) সংশ্লিষ্ট নেতাদেরকে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ করা দরকার। কর্মপরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়সীমা সম্পন্ন লক্ষ্য ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের মান নির্ধারনসহ ব্যকপক বাস্তবায়ন কৌশল থাকতে হবে। এসব বাস্তাবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ ও পুনঃবরাদ্দের সমতা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতাও নেয়া যেতে পারে। এসব কর্মকৌশল বা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনার উল্লেখিত নির্দেশনা বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সরকারী উদ্যোগুলোর পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে;

৯.২ বেইজিং সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সমূহ

❑ সাংবিধানিক ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীর সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারী অধিকারের বিষয়টি সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। ১০, ১৯(১) এবং ২৮(২)

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদগুলোতে বলা হয়েছে ঃ

"জাতীয় জীবনের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

" সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নাগরিকের মধ্যে সম্পদের ও সুযোগের সুষম বন্টন নিশ্চিত করবে।

"রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীদের সমান অধিকার থাকবে। রাজনীতি ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, সংসদ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে নারীর ন্যূনমত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংবিধানে আসন সংখ্যা সংরক্ষনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

□ প্রচারমূলক কার্যক্রম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সরকাররের সকল মন্ত্রণালয়কে নিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৫শে মে একটি জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা করা হয়, যেখানে পিএফএ, এর বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর প্যানেল আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র পিএফএ এবং পিএফএ এর সংক্ষিপ্ত সার বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। পিএফএ এর সংক্ষিপ্ত সারটি সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে।

□ টাস্ক ফোর্স গঠন ।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।

নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় যার নিম্নরূপ ঃ

টাস্ক ফোর্সের গঠন

১।	সচিব, মশিবিম	সভাপতি
২।	অতিঃ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, (সামাজিক অবকাঠামো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	অতিঃ যুগ্ম সচিব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৫।	যুগ্ম সচিব আইন বিষয়ক ও মৎস্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	অতি/যুগ্ম সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

৭।	যুগ্ম সচিব, মশিবিম	সদস্য
৮।	পরিচালক, মবিঅ, ঢাকা	সদস্য
৯।	নির্বাহী পরিচালক, জামস	সদস্য
১০।	ডঃ বেগম তাহমিদা খান অধ্যাপিকা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,	সদস্য
১১।	ডঃ নাজমা চৌধুরী, চেয়ারপার্সন, এনজিও ফোরাম	সদস্য
১২।	উপ-সচিব, (সেল) মশিবিম	সদস্য

কার্যপরিধি ঃ

চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত পিএফএ এর আলোকে বাংলাদেশের মহিলা ও মেয়ে শিশুর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকৌশল লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও সংগঠন নির্ধারণপূর্বক প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে পর্যায়ক্রমে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

□ কোরগ্রুপ গঠন ঃ

এই টাস্ক ফোর্সকে সহায়তার জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে একই সময়ে গঠিত হয় 'কোর গ্রুপ' নামে কেটি ছোট কর্মপরিকল্পনা গ্রুপ। কোর গ্রুপের সদস্যরা সরকারী কাঠামোর সাথে যুক্ত নন। সদস্যরা সকলেই নারী আন্দোলন কর্মী। * (সিডও সনদের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের সম্মিলিত প্রতিবেদন, মশিবিম, বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫৭)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়য়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে একটি কোর গ্রুপ নিয়মিত কাজ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে কোর গ্রুপের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৬ সালের ২৫ মে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক ফলপ্রসু আলোচনার সুবিধার্থে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা বাংলাভাষার অনুবাদ করে সরকারেরসকল পযৃঅয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এই সভায় অংশগ্রহণ করে কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশিষ্ট ক তে কোর গ্রুপের গঠন দেয়া হলো

পর্যালোচনা

নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও সুপারিশগুলোকে সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয়ে টাস্কফোর্সের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে কোর গ্রুপের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়েই সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি, পদক্ষেপ ও ভূমিকার ভিন্নতা দুর হয়ে সমন্বিত রূপ নেয়। কোর গ্রপের কাজ প্রাথমিকভাবে শেষ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে সকল কর্মশালার কোর গ্রুপের সদস্যদের মত বিনিময়ের জন্য অংশগ্রহণের গুরুত্ব রয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

❑ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঃ

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য

- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কর্মসূচির মূলধারায় নারী উন্নয়নকে অন্তর্ভূক্ত করা।
- নারী সমাজকে উন্নয়নের সমঅংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের সমান নারীর ভুমিকা দৃশ্যমান ও বাস্তবায়িত করা।
- সমঅধিকারের আইনসগত, অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাঁগুলো দূর করার জন্য ইতিবাচক আইন, নীতি সংস্কার ও ফলপ্রসু কর্মকান্ডের পদক্ষেপ নেওয়া।
- সমাজে ও পরিবারে নারী উন্নয়নের আগ্রহ সষ্টি করা, গুরুত্ব সৃষ্টি করা এবং সকল ক্ষেত্রে নারী অবস্থা ও অবস্থান বা মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জন সচেতনতা বাড়ানো।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কৌশল ঃ

• সরকারের সকল নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ও অবস্থান দৃশ্যমান করা, বৈষম্য দূর করা। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেজন্য অন্যান্য মন্ত্রাণালয়ের সাথে যোগাযোগ, সমন্বয়, এ্যাডভোকেসি ও মূল্যায়নের অব্যাহত দায়িত্ব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পালনের জন্য সরকারের নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন।

• নারী উন্নয়নের জাতীয় প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণে এই কর্মপরিকল্পনা সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দেশনা তৈরি করেছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের বিভিন্ন প্রশাসন যন্ত্র স্থানীয় সরকার কাঠামো, এনজিও, নারী সংগঠন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাসহ সকল উন্নয়ন সহযোগীকে নারী উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

• কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার কাঠামো, প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিসহ সকল নীতি নির্ধারনী কমিটিতে নারীর পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নারী সদস্যদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা দেয়ার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা প্রয়োজন।

• সরকারী প্রশাসনের সকল স্তরে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ও শতকরা হার পুরুষের তুলনায় খুবই নগন্য। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদসমূহে নারীর শতকরা হার ও সংখ্যা বাড়াবার পদক্ষেপ জরুরীভাবে নিতে হবে। নারীদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও ভূমিকা গতিশীল করার জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নারী ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

• সকল পর্যায়ের প্রশিক্ষণে নারী ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার বিষয়সহ নারী-পুরুষ উভয়ের জেন্ডার সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় জোর দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

• ৪৭ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে নির্ধারিত নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট-এর সামর্থ কার্যকর করার জন্য ও সমন্বিত নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

• জেন্ডার সমতা মূল্যায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফরমেট নারী-পুরুষ ভিত্তিক সূচক ও তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য নতুন ফরমেট তৈরি করার ওপর ন্যাপ জোর দিয়েছে।

• প্রকল্প ফরম্যাট ও চেকলিস্ট সংশোধন করে নারীর চাহিদা, আগ্রহ, স্বার্থ, সুযোগ ও গুরুত্ব দৃশ্যমান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

• জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, সমতা ও শান্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল ইস্যু ও সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল উন্নয়ন করা। এর ফলে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা সমন্বিত হবে। তাছাড়া এনজিও, মানবাধিকার গ্রুপ, নারী সংগঠন, আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, প্রাইভেট সেক্টর ও স্থানীয় সরকার কাঠামোর সঙ্গে সরকারের উদ্যোগের সমন্বিত যোগসূত্র তৈরি করবে।

• জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেক্টরাল মন্ত্রণালয়সমূহের উদ্যোগে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা নির্দিষ্ট করতে হবে।

কর্মপরিকল্পনার দর্শন ঃ

যে দর্শনোর উপর ভিত্তি করে এ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা হল এমন একটি সমাজ গঠন করা, যাতে-

- নারী অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হবে;
- নারীকে পুরুষের সমান সুযোগ প্রদান করা হবে;
- নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্যের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যাতে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যামন মেধা ও সৃজনশীল ক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- নারী ও পুরুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দুতে আনা হবে;
- গৃহে ও কর্মস্থলে নারী ও পুরুষের কাজ ও অভিজ্ঞতার সুষম অংশীদারিত্বকে উৎসাহীত করা হবে;
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হবে;
- সকল ক্ষেত্রে নারীর কাজ ও অবদানকে মূল্য দেওয়া হবে;

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিল্পনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ঃ

বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন বা পিএফএ এটি কৌশল হিসাবে নারী-উন্নয়নকে মূলধারা করার উপর জোর দিয়েছে। জেন্ডারকে মূরধারায় আনার ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার এই ভূমিকা ও দায়-দায়িত্বের বৃহত্তর

Dhaka University Institutional Repository

নীতিকাঠামোর মধ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন মেসিনারি হিসাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ই সরকার কর্তৃক মূল প্রতিষ্ঠান বা ফোকাল পয়েন্ট রূপে চিহ্নিত।

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

- জাতীয় নারী উন্নয়ন কাউন্সিল; • মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্ট্যাডিং কমিটি;
- নারী উন্নয়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায় ন কমিটি;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তার বাস্তবায়ন এজেন্সিসমূহ; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা;
- উইড ফোকাল পয়েন্টস মেকানিজম;
- জেলা ও থানা পর্যায়ে উইড কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

পর্যালোচনা

জাতীয় কর্মকল্পনা অনুমোদন করে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় নারী উন্নয়নের ধারাকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পথ উন্মুক্ত করেছে। এখন প্রয়োজন প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট করণীয় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ কার্যকর করা।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরী হয়েছে ১৯৯৭ সালে। পরবর্তী বছরে এর কর্মকৌশল অনুসারে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে বহু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুল এজেন্সী হিসেবে ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষপটকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - এর মর্যাদা ও ভূমিকা বিষয়ে নতুন করে 'মিশন নোট' লেখা হয় যা এখন অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় মিশন নোট অনুমোদিত হলে মন্ত্রনালয় আরও গতিশীলভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

❑ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন ও জাতিসংঘে প্রেরণের পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' ঘোষণা করেন। বেইজিং কর্মপরিকল্পার ১২টি বিবেচনার ইস্যুকে সম্পৃক্ত করে মোট ১৪টি চিহ্নিত ইস্যু 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সরকার দেশে প্রথম বারের মত নারী উন্নয়ন নীতি প্রদান করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

- জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা।
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল নির্যাতন দূর করা।
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা।
- নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা।
- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- গণ মাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া।
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত বাস্তবায়ন কৌশল অনুসারে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার নীতি ঘোষিত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার নীতি গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন থেকে দীর্ঘকাল ধরে উৎসারিত দাবি ও আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'র মধ্যে। এই নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত বাংলাদেশের সরকারের। তবে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি বাস্তবে ফলপ্রসূ হতে পারে না এই উপলব্ধি জাতীয় নারী নীতির মধ্যে রয়েছে। এখন প্রয়োজন সেই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করা।

সামাজিক পশ্চাদপদতার প্রভাবে নারী পুরুষ উভয়ের মন মানসিকতা কুসংস্কার ও অপ-সংস্কৃতিতে পূর্ণ। নারী নির্যাতনের সামগ্রিক পরিস্থিতি নারীর সমাজিক ও পারিবারিক অবস্থান ও মর্যদার দ্রুত পতন ও নিম্নগামী প্রবণতার প্রমাণস্বরূপ। চলতি সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো ও আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই নারী নির্যাতানের ভয়াবহ পরিস্থিতি কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রশাসনে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নেই। এই সব ক্ষেত্রে সরকারের জবাদিহিতার ব্যবস্থা থাকলেও তা বাস্তবে প্রযোজ্য হচ্ছেনা। দেশের সংবিধানে নারীর সমঅধিকার ঘোষিত রয়েছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি রয়েছে, জাতীয় সংসদ রয়েছে, জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ রয়েছে। কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ফতোয়ার প্রকোপ পরিবারে, সমাজে, প্রতিষ্ঠানে ও রাষ্ট্রে বেড়েই চলেছে। আইনে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ অবৈধ না। সেজন্য বাল্যবিবাহ হলেও তার বিরুদ্ধে আইনের পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। যৌন নিপীড়ন নারীর মানবাধিকার লংঘন করেছে সমাজে, পরিবারে, প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে। চলতি আইনে এসব অপরাধ দমনের ব্যবস্থা থাকলেও আইনের প্রয়োগ নেই বলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রেক্ষাপটের অধ্যায়ে বাংলাদেশের নারীর অথবা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু একটি বাস্তব সংকট এই ক্ষেত্রে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বিষয়টি হচ্ছে সরকার, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে ঐকমত্য না থাকায় ও সববিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, হরতাল, নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় সমাজ, প্রশাসন ও জনজীবনের সংকট ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকলে সমাজে উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্থ হয়। সরকারের রাষ্ট্রীয়নীতি বাস্তবায়নের রাজনৈতিক পদক্ষেপ জনকল্যাণমুখী হওয়া খুবই জরুরী। যে কোন আইন, নীতি, কর্মকান্ড সংসদে অনুমোদিত হতে হয়। কিন্তু অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে বৃহত্তর জনজীবনে এসবের প্রসার ঘটানো খুবই সমস্যাপূর্ণ হয়ে থাকেন।

দেশ ও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মৌলিক কাজটি রাজনৈতিকভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। রাজনৈতিক মৌলবাদী নীতিতে নারী প্রগতি ও অগ্রগতির জন্য নারীর ক্ষমতায়নের আধুনিক ইতিবাচক পদক্ষেপের বিরোধীতা সামগ্রিকভাবে সমাজে নারী বিরোধী ফতোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

অনুপবেশ ঘটাচ্ছে। নারী উন্নযন নীতির ঘোষনাই যথেষ্ট নয়। তা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সকল দলের ভূমিকা ইতিবাচক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার মধ্যে জাতীয নারী উন্নয়ন নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। যদি তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তবে প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী নারী আন্দোলনের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব দেখা দেবে। ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে প্রশাসনিকভাবে নানা কাজের সূচনা হয়েছে। জাতীয় নারীর উন্নয়ন নীতি সরকারের বাস্তবায়িত করার একটি মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

▫ নারী উন্নয়ন পরিষদ গঠন

চতুর্থ পাঁচশালা পরিকল্পনায় (১৯৯০-১৯৯৫) নারী উন্নয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছিল। জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সভাপ্রধান প্রধানমন্ত্রী। আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সেক্টরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্টের কাজ সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে গঠিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ' মূলতঃ ১৯৯৭ সাল থেকে কাজ শুরু করেছে। 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ'-এর ৪৪ জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, গণপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

নারী উন্নয়ন পরিষদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

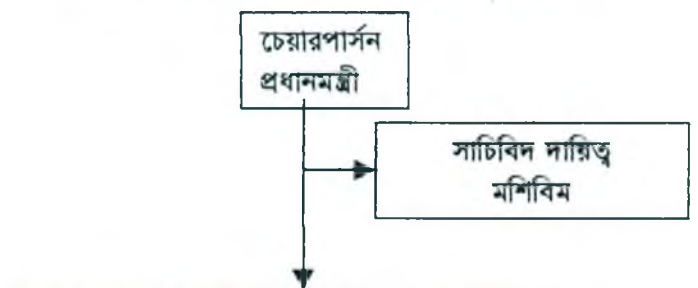

সরকারের মাননীয় সদস্য	সংখ্যা
মন্ত্রী	১৪
সচিব	১৩
সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	১ জন
সংসদ সদস্য	৫ জন
বিশ্ব নারী	১০ জন

চিত্র ঃ নারী উন্নয়ন পরিষদের গঠন
উৎস ঃ ইনটারন্যাশনাল রিভিউ অব উইড ক্যাপাবিলিটি,
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প অনুসারে।

Dhaka University Institutional Repository

এই কমিটির কাজ নিম্নরূপ ঃ

- আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর উন্নয়ন কমৃকান্ডে বিধিবিধান প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন।
- যে সকল ক্ষেত্রে নারী সমাজ সক্রিয়ভাবে জড়িত যেসব ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীর আইনগত অধিকার, উন্নয়ন ও নারী নির্যাতন রোধ নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করা।

পর্যালোচনা

বছরে দু'বার জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভা করার প্রাতিষ্ঠনিক নীতি থাকা সত্ত্বেও গঠনের পর থেকে তিন বছরের মধ্যে একবার মাত্র এই পরিষদের সভা হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য যে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতয়ি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারী, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রমাসনকি সকল কাজের প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ' এর সভায় বছরে দু'বার এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও ব্যবস্থা রয়েছে। এই পরিষদের সভা না হলে এই সখল প্রাতিষ্ঠানিক কাজের প্রতিবেদন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বাঁধাগ্রস্থ হওয়া এবং নারী উন্নয়নের আকাঙ্খিত অগ্রগতি না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এই সভার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য ফলোআপ মিনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিকল্প একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব ও নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট যেন নিয়মিত ভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক সভা করেন তা নিশ্চিত করতে হবে। সবার প্রতিবেদন আন্তঃমন্ত্রনালয় পর্যায়ে মতবিনিময়ের জন্য দেয়া হলে লিখিত মতামত সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়গুলো নিজ নিজ কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সভাপ্রধান প্রধানমন্ত্রী নিয়মিত সকল কাজের বিষয়ে অবহিত থাকবেন এবং মতামত ও পরামর্শ পাঠালে কাজের দ্রুত অগ্রগতি হবে বলে বিশ্বাস। সংসদসদস্য বা গণপ্রতিনিধিবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছেও এই সব কাজের প্রতিবেদন পাঠিয়ে মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা পরিষদের সভায় কার্যকরী অনুমোদন দেওয়ার জন্য কালক্ষেপনের প্রয়োজন হবে না। আগে থেকেই প্রাপ্ত মতামত ভিত্তিতে খসড়া অনুমোদন পত্র তৈরী করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে মন্ত্রণালয় ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রাপ্তদের কাজের জবাবদিহিতা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানেই নিশ্চিত হবে। ফরে কাজ বাধাগ্রস্থ হবে না, অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে না।

জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দের কাজের ধারা ও দায়িত্ব একই রকমের নয়। মন্ত্রী, সচিব ও সার্বিকভাবে সরকারের নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় প্রধান ভুমিকা রাখছেন। এর পাশাপাশি সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিকে সকল নীতির সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১১৯৭-২০০২)

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশষ জোর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই সরকারী পর্যায়ে সকলের জন্য প্রযোজ্য নানা কর্মকৌশল ও করনীয় নির্দেশ হয়েছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার মূলকথা হচ্ছেঃ নারী পুরুষের মধ্যে সমতা হলো মানবাধিকারের বিষয় এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের একটি শর্ত। এটি সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির জন্যও একটি প্রয়োজনীয় ও মৌলিক পূর্বশর্ত। নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে বিকশিত অংশীদারিত্ব হলো কল্যাণমুখী টেকসই উন্নয়নের একটি শর্ত। একুশ শতকের মুখোমুখি হয়ে সব কিছু মোকাবিলায় নারী ও পুরুষ যেন নিজেদের, তাদের সন্তানদের এবং সমাজের কল্যানে একসাথে কাজ করতে পারে সেজন্য একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার খুবই জরুরী। বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত পরিকল্পনাসমূহের পরিবর্তনশীল ধারা ও ফোকাস চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের বিষয়টির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এতে সামষ্ঠিক কাঠামোতে নারী উন্নয়নকে একত্রীকরণ ও সকল সেক্টরে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করণের উপর জোর দেয়া হয়।

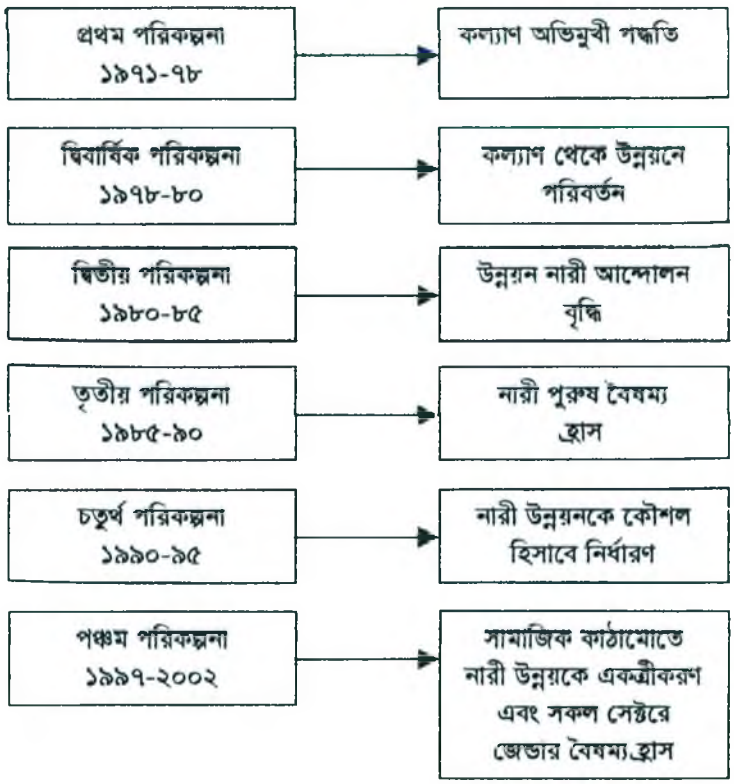

চিত্র ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর পরিবর্তশীল ধারা ও ফোকাস

উৎস ঃ প্লাজ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা

এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ পুরুষকে তার স্থান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নয় বরং নারীকেও একই অধিকার ও স্থানে সংযুক্ত করা। এই বিষয়টি আমাদের সমাজ, পরিবার, কর্মক্ষেত্র, সংস্কৃতি, রাজনীতির সাথে যুক্ত নারী ও পুরুষের কাছে ইতিবাচক হয়ে ওঠেনি। বরং পুরুষের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, পুরুষ বিরোধীতা হচ্ছে এরকম প্রচন্ড ভীতি ও ক্রোধ সমাজে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য স্থির হলেও সমাজ, পরিবার ও জাতীয় জীবনের সকল স্তরে এর বিস্তৃতি ঘটানো বা বাস্তবায়ন দৃশ্যমান না হওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যাচ্ছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্যের চাবিকাঠি রয়েছে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের আর্থ সামাজিক রূপায়নের সাফল্যের মধ্যে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সকল প্রতিষ্ঠান সমূহ, জাতীয় সংসদ ও সমাজের সকল স্তরের সাধারণ জনগণ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় নারীর প্রতি সমাজ ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনের কাজ দ্রুত সাধন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

□ নারীর অগ্রগতিতে অর্থসম্পদ

যে কোনো খাতে আর্থিক সম্পদ বরাদ্দের প্রক্রিয়া তিন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা মেকানিজমের সঙ্গে যুক্ত রাজস্ব বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং জাতীয় বাজেট।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের রাজস্ব বাজেট

১৯৯৫ সাল থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তার বাস্তবায়নকারী সংস্থা - মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থার বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়কালে মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় সংস্থার ফিল্ড অফিস বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মূলত এই রাজস্ব বাজেটে বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলায় (আগে ছিল ২২টিতে) এবং ৩১৬টি থানায় (আগে ছিল ১৩৬টি) মহিলা অধিদপ্তরের কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে। ৫০টি থানাসহ সকল জেলাতেই বর্তমানে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্মরত রয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ফিল্ড অফিসের কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট

বর্তমান ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দ গত ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চাইতে বিপুল আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন খাতে ৫৫০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল সেখানে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৭৮০ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও এই পরিকল্পনায় ৫৯৮ মিলিয়ন টাকার সমমূল্যের খাদ্য সাহায্য অনুদান এবং ৬২৩৩৭০ মেট্রিকটন গম অনুদান বাবদ পাওয়া গেছে।

মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয়ের প্রকল্পের ধরন ও সংখ্যা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর বাস্তবায়নকারী এজেন্সিরগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৯-২০০২) গৃহীত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মোটা দাগে প্রকল্পগুলি হলঃ • দারিদ্র দূরীকরণ • সক্ষমতা গঠন • আইনী সহায়তা • সহায়তামূলক পরিসেবা • সচেতনতা ও এ্যাডভোকেসি এবং ৬) মন্ত্রণালয়ের পলিসি ও এ্যাডভোকেসি ভূমিকা শক্তিশালীকরণ।

১৯৯৯ এর জুন নাগাদ মহিলা অধিদপ্তর সর্বমোট ১৬টি প্রকল্প গ্রহন করে। মহিলা অধিদপ্তরের আরো ৬টি নতুন প্রকল্প এখন বিবেচনাধীন আছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৭-৯৯ এই সময়ে খোদ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২টি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা মিলিয়ে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২০০০-২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৪টি।

জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সচেতন করার উদ্যোগ

নারীদের জন্য যে সম্পদ বরাদ্দ করা হচ্ছে তা নিশ্চিতকরণ ও পরিবীক্ষণের উপায় হিসেবে বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করাটা একটি মৌলিক বিষয়রূপে আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে: • সেক্স ডিজএগ্রিগেটেড বা লিঙ্গ বিভাজিতভাবে (নারী ও পুরুষ সম্পর্কে আলাদা আলাদা তথ্য) উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ; • লিঙ্গ বিভাজিতভাবে সরকারি ব্যয় বিশ্লেষণ, • সরকারি ব্যয়ের জেন্ডার সংবেদনশীল মূল্য মূল্যায়ন; • জেন্ডার সচেতন বাজেট ঘোষণা; • বাজেটের প্রভাব লিঙ্গ বিভাজিত ভাবে বিশ্লেষণ; • জেন্ডারসচেতন মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক নীতি কাঠামো।

□ মহিলা ও শিশু বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার ঘোষিত অঙ্গীকার পূরণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্তণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত সভা করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

একজন সাংসদ এই কমিটির প্রধান এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। এই কমিটি প্রতি মাসে একবার করে সভায় মিলিত হয়। ২০০০ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নে নারী ইস্যুতে শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির মোট ২২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি

দেশের বিভিন্ন খাতে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব যথাক্রমে এই কমিটির প্রধান এবং সদস্য সচিব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন যুগ্ম সচিব/যুগ্ম প্রধান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বাস্ত বায়নকারী সংস্থার প্রধান এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটির সদস্য। জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এ পর্যন্ত এই কমিটির দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ উইড ফোকাল পয়েন্ট মেকানিজম

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন সময়কাল থেকেই সকল খাত ও মন্ত্রণালয়ের উপর তাদের কর্মসূচিতে উন্নয়নে নারী বা উইড ইস্যু সংযুক্তকরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ই উইড ফোকাল পয়েন্ট রূপে কাজ করার জন্য একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে জেন্ডার ইস্যুর অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করতে ১৯৯০ সালে উইড ফোকাল পয়েন্টস মেকানিজম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে এই উইড ফোকাল পয়েন্টস মেকানিজমকে আরো ক্ষমতাশালী করা হয় এবং যুগ্ম সচিব/যুগ্ম প্রধান ও উপ-সচিব/উপ প্রধান যথাক্রমে উইড ফোকাল পয়েন্টস ও এ্যাসোসিয়েট উইড ফোকাল পয়েন্টস মনোনীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থায় সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব পদমর্যাদায় সাব উইড ফোকাল পয়েন্টস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

400855

❑ জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দেয়ার জন্য 'Technical Assistance for Gender Facility and Institutional Support for the Implementation of the National Action Plan' নামে একটি প্রকল্পের কাজ চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারী বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য পর্যালোচনার পদক্ষেপ (IR-WID) সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী উন্নয়নে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালনে শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে Policy Leadership and Advocacy for Gender Equality (PLAGE) প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

❑ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য সহায়তামূলক কাজের যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- নারী উন্নয়নে প্রধান নেতৃত্ব হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা নির্ধারণে মিশন স্টেটমেন্ট তৈরি হয়েছে। মিশন স্টেটমেন্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটে একজন ডেপুটি চীফ নিয়োজিত হয়েছেন।
- নারী ও পুরুষ ভিত্তিতে পৃথক তথ্য/উপাত্ত প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে একত্রে বিবিএস কাজ শুরু করেছে।
- সরকারের সকল প্রশিক্ষণের উপকরণে নারী-পুরুষ সমতার পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ উপকরণগুলো পর্যালোচনা করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অপর একটি প্রকল্প গ্রহন করতে যাচ্ছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক প্রকল্পর অধীনে শিশু অধিকার ও নারী উন্নয়নকে ফোকাস করে একটি ডকুমেন্টেশন সেন্টার গড়ে তোলার কাজ চলছে।
- ৪৭ টি মন্ত্রনালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট ও সহযোগী উইড ফোকাল পয়েন্ট দের মর্যাদা বর্তমানে যুগ্মসচিব, যুগ্ম প্রধান, উপসচিব ও উপপ্রদান পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এ্যাডভোকেসি ও সচেনতামূলক প্রকল্পের অধীনে উইড ফোকাল পয়েন্ট - দের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বহু কর্মসূচি পরিচালানা করেছে। এই প্রকল্পের অধীন জাতীয় কর্মপরিকল্পনা উইড ফোকাল পয়েন্ট -দের কাছে অবহিত করার জন্য ২ দিনের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সুপারিশ কার্যকরী করার পদক্ষেপ হিসেবে কয়েকটি জেলা ও থানায় পাইলট পর্যায়ে নারী উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের জেলা ও থানা কর্মকর্তা সেই কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে যুক্ত আছেন।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, নারী নির্যাতন, আইন সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহন করেছে। মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারীর প্রতি সহিংসতা বিরোধী প্রকল্পের কাজ চলছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে প্লাজ প্রকল্পের অধীন পলিসি লিডারশিস অ্যান্ড এ্যাডভোকেসি ইউনিট গঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন নিম্ন লিখিত কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে;
- সকল মন্ত্রণালয়ের সেক্টরাল পলিসিতে নারীর চাহিদা, স্বার্থ-আগ্রহ ও বিবেচনার বিষয়গুলো সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড এ্যাডভোকেসি ইউনিট। ইতিমধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বনায়ন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের খসড়া নীতিতে জেন্ডার প্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে এই ইউনিটের উদ্যোগে মতামত দেওয়া হয়েছে।
- সরকার এবং মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম নিয়ে একটি Information kit তৈরি করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা ও ভূমিকা বিষয়ে 'মিশন স্টেটমেন্ট' এর প্রতিফলন করে মন্ত্রণালয়ের কার্যবিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।
- নারীর চাহিদা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কৌশলগত গবেষনার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।
- একটি ডকুমেন্টেশন ও রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাহিদা নিরূপন জরীপের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।
- মন্ত্রণালয়ের জন্য যোগাযোগ কৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অপর পৃষ্ঠায় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো

এক নজরে বিবর্তন : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

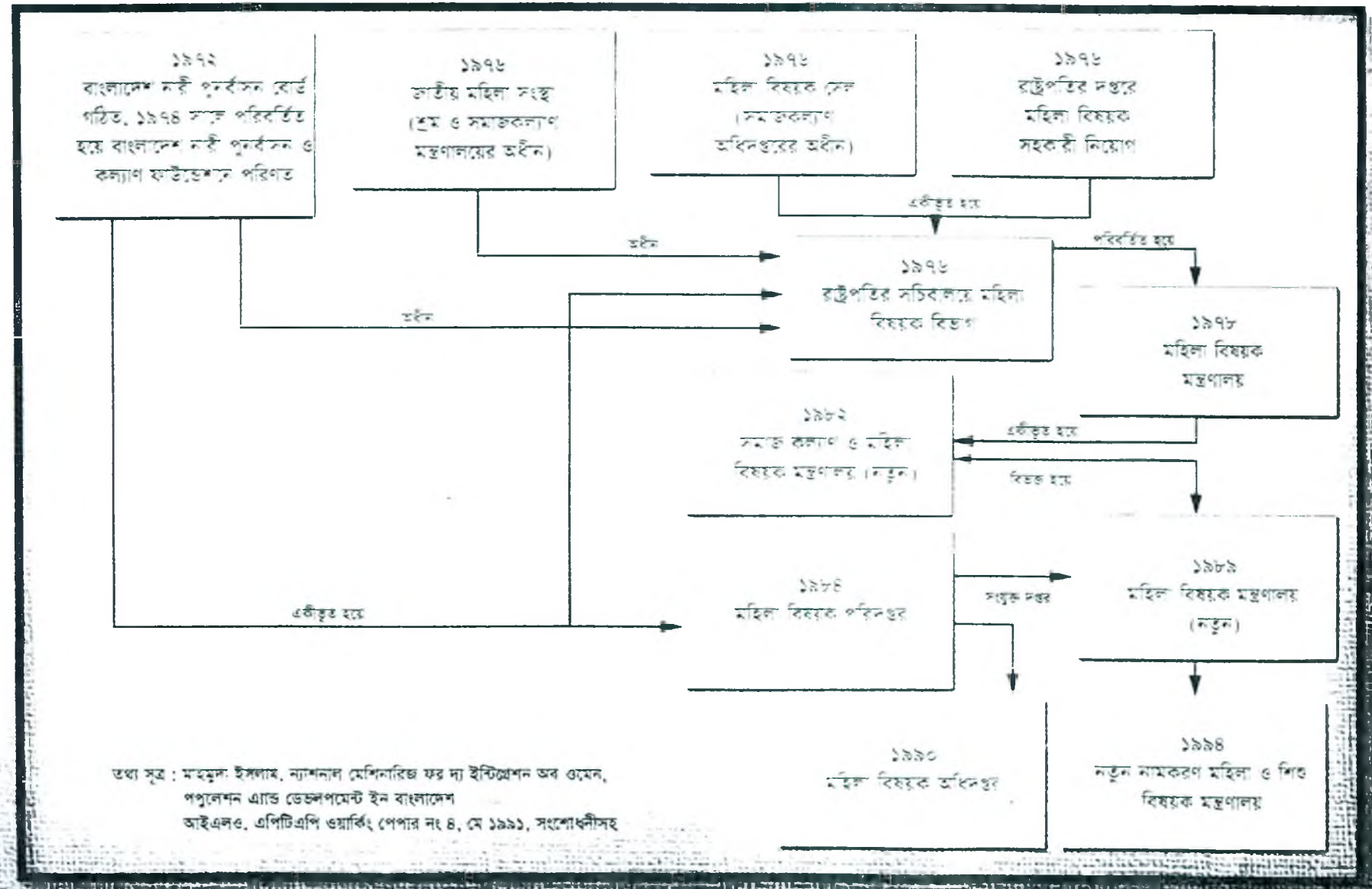

তথ্য সূত্র : মাহমুদ ইসলাম, ন্যাশনাল মেশিনারিজ ফর দ্য ইন্টিগ্রেশন অব ওমেন, পপুলেশন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ
আইএলও, এপিটিএপি ওয়ার্কিং পেপার নং ৪, মে ১৯৯১, সংশোধনীসহ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

▫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

নিম্নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সাপেক্ষে তুলে ধরা হলো ঃ

• স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের পলিসিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচনের আইনটি ব্যাপক নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব রাখা শুরু করেছে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ যুগ ধরে লালিত নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা এবং সমাজে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য চর্চা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বহু বাঁধা তৈরি করলেও সরকারের কঠোর আইনগত ও নীতিগত ইতিবাচক সহায়ক ও পদক্ষেপ এবং কমিউনিটির ইতিবাচক সমর্থনের ফলে সেসব বাঁধা দূর হওয়ার পথও প্রশস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন ঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন প্রকল্প কমিটিতে এক চর্তুাংশ পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য।

• স্বরাষ্ট্র ও আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র ও আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আপাত দৃষ্টিতে বেশ কিছু কাজ করছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চারটি পুলিশ ষ্টেশনে নারী বিষয়ক ইনভেষ্টিগেশন সেল গঠন, পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল স্থাপন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার সংজ্ঞা হিসেবে বেইজিং প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন-এর সংজ্ঞাকে গ্রহণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহ। কিন্তু জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় নির্দেশিত করণীয়গুলো বাস্তবায়নে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য আইন সংস্কার, আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে চিহ্নিত বাঁধা ও সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহন জরুরী। নারী আন্দোলন থেকে প্রস্তাবিত ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সংশোধিত নারী নির্যাতন বিরোধী আইন সংসদে উত্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।

• স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ মূলত ঃ নারী ও শিশুর পুষ্টি সমস্যা দূর করা, বাল্য বিবাহের মন্দ দিক সম্পর্কে প্রচার, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার এইডস ও যৌনরোগ বিরোধী প্রশিক্ষণ ও প্রচার কাজে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নারীর স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকট। প্রসূতি মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্যবিবাহ কমছে না। মেয়ে শিশু থেকে শুরু করে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত পুরুষের তুলনায় বেশি অপুষ্টির শিকার। কিছু কিছু পদক্ষেপ দিয়ে নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য-সমস্যা দূর হওয়া সম্ভব নয়।

• তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশের শিশু ও মহিলাদের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম" শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জনসাধারণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষার পাশাপাশি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে।

তবে সার্বিকভাবে রেডিও ও টিভিতে নাটক, সিনেমা, আলোচনা ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে গঁৎবাঁধা নারী ইমেজ প্রচারিত হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

□ জেলা উইড কো-অর্ডিনেটিং কমিটি

উইড কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠনের জন্য ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর সকল জেলা ও থানায় একটি সার্কুলার জারি করা হয়। জেলা প্রশাসক ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা যথাক্রমে জেলা ও থানা পর্যায়ে এই কমিটির সভাপতির দায়িত্বে এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এনজিওদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ২২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিও গঠিত হয়েছে।

□ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালীকরণ

নারী উন্নয়নের মূল শীর্ষ এজেন্সি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যে একটি পলিসি লীডারশীপ ও এ্যাডভোকেসি ইউনিট গঠিত হয়েছে। ইউনিটের প্রধান দিক হল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি মেশিনারির সঙ্গে সংযোগ শক্তিশালী করা, অন্ত ঃও আন্তঃসরকারি এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ ও লিয়াজো এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নের শীর্ষ মূল মন্ত্রণালয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সাধন করছে এবং 'পলিসি লিডারশিপ এ্যান্ড এ্যাডভোকেসি রোল ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রকল্প' গ্রহণ করেছে। বেইজিং পিএফএ, জাতীয় পিএফএ, জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা, শিশু অধিকার সনদ ও সিডও ইত্যাদির বাস্তবায়ন ফলোআপ করা এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর তার প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে কর্মরত। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা হচ্ছে একটি জাতীয় সংস্থা যা মহিলাদের সচেতনতা আনায়ন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। সকল জেলায় এর নেটওয়ার্ক রয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধন করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী উন্নয়নের জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এবং একে নারীর অগ্রগতির শীর্ষ মন্ত্রণালয় হিসাবে গড়ে তোলার সামাজিক প্রত্যাশাকে ধারণ করার জন্য এটা করা হয়েছে।

❑ সিডও সনদ থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার ঃ

বাংলাদেশ সরকার ২, ১৩(ক), ১৬.১(গ), ও (চ) ধারা সংরক্ষণ করে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের সিডও সনদ অনুমোদন করেছে। এই সংরক্ষণ পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য তথ্য, আইন ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সদস্য নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে দুইজন নারী আইনজীবী ও নারী নেত্রীও ছিলেন্। এই কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার পরবর্তীতে ১৩(ক) ও ১৬.১(চ) ধারা থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে।

❑ উইড ফোকাল পয়েন্ট ঃ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগে একটি উইড ফোকাল পয়েন্টস কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগের উইড ফোকাল পয়েন্টস; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উইড ফোকাল পয়েন্টস; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - এর একজন প্রতিনিধি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর পলিসি লীডারশীপ এ্যাডভোকেসি ইউনিটের উপ-প্রধান। ১৯৯০ সালে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ে উইড ফোকল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ৩২টি। তাদের কার্যপরিধি প্রণয়েনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ফোকল পয়েন্ট নিয়োগের জন্য আধা সরকারী পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। তাদের কার্যপরিধি হল

যে সব উদ্দেশ্যে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে:

- জাতীয় সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, প্রকল্প ও কর্মসূচিতে জেন্ডার ইস্যু সংযুক্তকরণ;
- পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্টস এর মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জেন্ডার ইস্যুকে আরো ভালোভাবে সম্পৃক্ত করতে প্রকল্প প্রোফর্মাগুলির সংশোধন।

কার্যপরিধি

● উইড প্রকল্প চিহ্নিত করা; ● সেক্টরাল পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করা; ● উইড সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা; ● চলতি প্রকল্প গুলোতে জেন্ডার সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোর সংশোধন/সঙযোজনের প্রস্তাব পেশ করা; • সেক্টরীয় উইড কার্যকলাপের উপর নজর রাখা; • উইড কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ করা; • সেক্টরাল উইড লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্যান্য সেক্টরের সাথে সংযোগ; সমন্বয় ও সহযোগিতা করা; • উইড কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় উইড ফোকল পয়েন্ট নিয়োগের উদ্যাগ গ্রহণ করেছে। মঞ্জিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদেরকে নিয়ে ত্রৈমাসিক সভা করে থাকে। উর্ধ্বতন পর্যায়ের (ন্যূনতম উপ সচিব) কর্মকর্তাকে উইড ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ থেকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংস্থা/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরগুলোতে সাব উইড ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ক্রমবর্ধমান হারে অনুভূত হচ্ছে। যদিও এ পর্যন্ত শুধু মাত্র কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এটি করেছে।

পর্যালোচনা

ফোকাল পয়েন্টগণ নিজেরাই অনুভব করেন যে, প্রকল্প প্রণয়ন কাজে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালযকে প্রভাবিত করতে হলে তাদের জন্য চাই সুনির্দিষ্ট ভুমিকা ও প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব। ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বকে তাদের কর্মদায়িত্বের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়নি। তাদের পূর্বতন কর্মদায়িত্বের কোনরূপ বিন্যাস ব্যতিরেকেই তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দয়া হয়েছে। তারা ও অনুভব করেন যে, জেন্ডার বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজে জ্ঞান ও দক্ষতা বিকাশের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষনের প্রয়াজন রয়েছে। বিভিন্ন সেক্টরাল পর্যালোচনাতেও একই মত প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে একে শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফোকাল পয়েন্টের পদগুলি বদলীযোগ্য হওয়ায় এবং দায়িত্ব হস্তান্তর যথাযথভাবে না হওয়ায় নূতন কর্মকর্তার ফোকল পয়েন্টের কাজের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকে না।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক আহুত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভাগুলোকে প্রায়ই ফোকল পয়েন্ট থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয়। এর পরিবর্তে ওরিয়েন্টেশন,ফোকাল পয়েন্টের কৌশল নির্ধারণ, সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর তথ্য যোগানের কাজে সভাগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফোকাল পয়েন্টগুলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়ে থাকে। এসব রিপোর্ট প্রায়ই বিলম্বে পাঠানো হয় অথবা পাঠানো হয়না এবং ফোকাল পয়েন্ট সমূহের কাছে এটি পরিস্কার নয, সংগৃহীত তথ্য তাদের মন্ত্রণালয়ের কাজের জন্য কতটুকু প্রয়োজন। এ যাবৎ সংগৃহীত তথ্য একীভুত করা হলেও তা বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং রিপোর্ট প্রদানকারী মনত্রণালয়গুলোর কাছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কোন ফিডব্যাক প্রদান করেনি।

ফোকাল পয়েন্ট ব্যবস্থাপনর অতিরিক্ত হিসাবে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণারয় যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে জেন্ডার ইস্যু অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে এবং পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরে একটি জেন্ডার ইস্যু কোষ খোলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উইড ফোকাল পয়েন্ট : পর্যায়ক্রমিক বিকাশ

১৯৯০
Women in Development/WID Task Force কর্তৃক Focal Point -এর জন্য সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

→

১৯৯৩
টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগ্ম-প্রধান/উপ-প্রধানকে উইড ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়। ৩২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় উইড ফোকাল পয়েন্ট গঠন করা হয়।

↓

১৯৯৭
ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী উন্নয়নে "ফোকাল পয়েন্ট" -এর মর্যাদা নির্দিষ্ট করা হয়।

←

১৯৯৭
যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদ মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের Wid Focal Point ও উপ-সচিব/উপ-প্রধান, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের এসোসিয়েট উইড ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- **মহিলা তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন**

বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র মহিলা তদন্ত কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় ১৬ আগষ্ট '৯৬ ঢাকার মিরপুরে। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ এবং মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এই কেন্দ্র। ৪ জন মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই), ২ জন মহিলা এ্যাসিষ্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (এএসআই), এবং ৮ জন মহলিা কনষ্টেবল এই মহিলা তদন্ত কেন্দ্রে এখন কর্মরত আছেন। এই কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালূ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঢাকার বাকি ৩টি মেট্রোপলিটন ডিভিশনেও এই মহিলা তদন্ত কেন্দ্র খোলা হবে।

- **মহিলা উন্নয়ন ব্যাংক**

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি মহিলা উন্নয়ন ব্যাংক নামক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী এলাকার বিত্তহীন, দুঃস্থ ও ভূমিহীন মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। সংশ্লিষ্ট সূত্রেজানা গেছে যে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই এই মহিলা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ভারতের সেবা ব্যাংকের কার্যক্রম ও ঋণ কর্মসূচির অনুসরণে এই ব্যাংক কার্যক্রম চালাবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মহিলা সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন ঋণ কর্মসূচিগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ব্যাংক কাজ করবে।

- **সেক্টরের চাহিদা নিরূপন ঃ**

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রকৃত কাজের প্রস্তুতি হিসেবে এ সকল বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যেহেতু সরকারের সমগ্র প্রশাসন যন্ত্র এবং সিভিল সমাজের সম্মিলিত সহযোগিতার মাধ্যমেই নারীর অগ্রগতি অর্জন সম্ভব, তাই এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে আন্তঃসেক্টরাল, আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং একটি ব্যাপক ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পিএফএ তে ১২টি উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। এদের প্রতিটির জন্য প্রণীত হয়েছে কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী এবং বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ চিহ্নিতকরা হয়েছে। উদ্বেগের বিষয়গুলো হলো নারী এবং দারিদ্রতা, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, পরিবেশ, গণমাধ্যম, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমাতয়ন এবং মেয়ে শিশু। এই ১২টি উদ্বেগের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় এবং পিএফএ এর সুপারিশগুলো তাদের কার্যক্রমে সন্নিবেশিতকরা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ঃ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- তথ্য মন্ত্রণালয়

কোন কোন ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের বিষয়ের সাথে একের অধিক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। আবার একটি মন্ত্রণালয় কয়েকটি উদ্বেগের বিষয়ের ক্ষেত্রের উপর কাজ করেছে। যেহেতু এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত, তাই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার এসকল মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। পিএফএ এর সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়গুলোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করাসহ বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কতগুলি সেক্টরের চাহিদা নিরূপন টিম গঠন করা হয়।

টিমগুলোর গঠন ঃ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সেক্টরাল পর্যালোনা দল গঠিত হবে ঃ

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষের প্রধান অথবা তার প্রতিনিধি;
- মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্ট;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের প্রতিনিধি;
- পরামর্শক;

১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে এই টীমগুলোর কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মে মাসে প্রতিবেদনগুলো চুড়ান্ত করা হয়। পর্যালোচনা এবং কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত, টীমগুলো এ ধারনাটাই নিশ্চিতকরতে ব্রতী হয়েছে। এছাড়া টীমগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সরকারের বাহিরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন নারী সংগঠন, মানবাধিকার গ্রুপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠন, বেসরকারী খাত বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, এদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছে।

সরকার ও সিভিল সমাজের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ জাতীয় প্রচেষ্টায় নারী উন্নয়নের বাংলাদেশী দর্শনের উপর সেক্টরের চাহিদা নিরূপনের প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত। সেক্টরাল চাহিদা নিরূপন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র পিএফএ এবং জাকার্তা কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্প পর্যালোচনাই করা হয়নি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগী ও সমন্বয়কারী ভূমিকাকেও শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা সহ এর বাস্তবায়নের অঙ্গীকার আদায় সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়া নারীর বিষয় ও চাহিদা সম্পর্কে ইতোমধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

সেক্টরের চাহিদা নিরূপন দলের কর্মপরিধি ঃ

প্রতিটি সেক্টরাল দল বিভিন্ন সেক্টরের বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন যন্ত্র, নীতি ও কর্মসূচী পর্যালোচনাকরণসহ নিম্মোক্ত দলিলগুলো পর্যালোচনা করবে এবং পর্যালোচনার ভিত্তি হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করবেঃ

- বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন
- এশিয়া প্যাসিফিক এ্যাকশনের জন্য জাকার্তা মন্ত্রী পর্যায়ের গৃহীত ঘোষণা এবং কর্মপরিকল্পনা;
- খসড়া জাতীয় নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট সার্ক কর্মপরিকল্পনা;
- আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ;
- জাতীয় কর্মপরিকল্পনার উপর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে গঠিত কোর গ্রুপের পেপার;
- বেইজিং উপলক্ষে এনজিও ফোরাম ৯৫ (এনজিও-পিসি) সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কমিটির আলোচনা প্রতিবেদন ও দলিলাদিসহ নারীর বিভিন্ন বিষয় ও অগ্রাধিকারের উপর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে গঠিত কোর গ্রুপ কর্তৃক প্রাক-বেইজিং আলোচনার সংঘবদ্ধ প্রতিবেদন; প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন, মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট এবং কর্মক্ষমতাকে বিবেচনা করে-

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত পিএফএ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহকে চিহ্নিতকরা;
- মন্ত্রণালয় বর্তমানে কি করছে এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজেরট বরাদ্দ কত তা নিরূপণ করা;
- বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্পগুলোকে চিহ্নিত করা যা কিছু সংশোধন সহকারে পিএফএ'তে উল্লেখিত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে যে সংশোধনের প্রয়োজন হবে তা চিহ্নিত করে প্রস্তাবিত সংশোধনের জন্য আর্থিক সংশ্লেষণ পর্যালোচনা করা;

Dhaka University Institutional Repository

- পিএফএ'এর কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্পের ফাঁকগুলোকে চিহ্নিত করা;
- নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্পগুলোর ফাঁকগুলো পূরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ করা;
- ফাঁকগুলোর হ্রাস করার লক্ষ্যে কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ, লোকবল এবং সময়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা;
- প্রতিষ্ঠানের বিদ্যামান ম্যান্ডেট, কাঠামো এবং কর্মক্ষমতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা;
- নীতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা;
- প্রচলিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনাগুলো কি কি পিএফএ এর এবং জিওবির পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন আরও কার্যকর করতে পরিবীক্ষণ ও অনুসরণ করার জন্য কি কি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা;
- পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় সংযোগ/সমন্বয়য়ের প্রাতিষ্ঠনিক ব্যবস্থাবলী নিরূপন করা। এ জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থাবলী কি, বিভিন্ন পছন্দ কি হতে পারে এবং মন্ত্রণালয়ের আগ্রহের বিষয়াদি ইত্যাদি চিহ্নিত করা;
- বিভিন্ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যক্তি খাত, নারী সংগঠন, এনজিও, মানবাধিকার গ্রুপ, পেশাজীবী সংগঠন ইত্যাদির সাথে বিদ্যমান সংযোগ কি রূপ তা নিরূপন করা;
- অগ্রাধিকার নিরূপনসহ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা অথবা কৌশলসমূহ কি তা চিহ্নিত করা;
- স্থানীয় সম্পদ (যেমন আর্থিক, মানব সম্পদ, কারিগরী) আহরণের ব্যবস্থাপনা অথবা কৌশলসমূহ কি তা নিরূপন করা;
- নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্পের সুপারিশ বাস্তাবায়নের সময় সীমা এ সকল বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে;

সেক্টরাল চাহিদা নির্ধারণী দলের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ও পরবর্তীতে তা জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় রূপান্তরে কারিগরী অভিজ্ঞতার জন্য নিম্নলিখিত বিশিষ্ট মহিলাবর্গকে কোর গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

১. বেগম অমিতা দে, নারীপক্ষ।

২. ডঃ ইসাসমীন আলী হক, ইউনিসেফ।

৩. বেগম সালাম খান, মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং চেয়ারপারসন, সিডও কমিটি, জাতিসংঘ।

৪. বেগম সিমিন মাহমুদ, উর্ধ্বতন গবেষণা ফেলো, বিআইডিএস।

৫. বেগম রাকা রশিদ, ইউএসএইড।

পরিশিষ্ট-ঘ তে সেক্টরাল চাহিদা নিরুপন দলের সদস্যগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

▫ বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক দুটি আইন ঃ

• এসিড অপরাধ দমন আইন - ২০০২

এসিড অপরাধ দমন বিল - ২০০২, গত বছরের জানুয়ারী মাসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। সংসদে বিলটি পাশ হয় ১৩ মার্চ। নতুন এই আইনে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য, অ-আপোসযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন করা, একটানা ৯০ দিনের মধ্যে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, অপরাধ সংগঠনে সহায়তাকারীর শাস্তির বিধান সহ মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। এসিড দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে যে ব্যক্তি তা ঘটাবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবৎজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং এর অতিরিক্ত একলক্ষ টাকা অর্থদন্ড। এছাড়া এসিড দ্বারা আহত করার জন্য ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকার জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাংলাদেশে এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত আইনি কোন বিধান নেই, তা না। প্রচলিত দন্ডবিধিতে এ বিষয়ক আইন রয়েছে। কিন্তু তারপর ও বিগত কয়েক বছরে নারী ও শিশুর প্রতি অত্যাচার - নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাস মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় আগের সরকারগুলো বিশেষ আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এ লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন নিয়ে ১৯৯৫ সালে ও পরবর্তীতে ২০০০ সালে দুটি বিশেষ আইন পাস করেন। এই আইনগুলোতে সুনির্দিষ্টবাবে এসিড সন্ত্রাস সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

আমাদের দেশে এসিড নিক্ষেপের শিকার মূলত নারী। তবে ইদানিংকালে তা শুধু নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ও পূর্বশত্রুতার জের হিসাবে পুরুষদের ওপরও এসিড ছোঁড়ার ঘটনা মারাত্মক বেড়ে গেছে। আর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন যেহেতু কেবল নারী ও শিশুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাই পুরুষসহ অন্য সবার প্রতি এসিড আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আরেকটি বিশেষ আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে।

এসিড প্রাপ্তির সহজলভ্যতা এসিড সন্ত্রাসের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এসিড কেনাবেচার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করতে এসিড অপরাধ দমন আইনের পাশাপাশি এসিড নিয়ন্ত্রন বিল ২০০২ ও মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে প্রচলিত দন্ডবিধির ৩২৬(ক) ধারায় এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে কাউকে গুরুতর আঘাত করার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এসিড সন্ত্রাসের শিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরাই হয় বলে ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন এবং ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রনয়ন করার সময় সেখানে নারী ও শিশুর উপর এসিড নিক্ষেপের চেষ্টা বা এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইনের কতোটুকু প্রয়োগ আমরা দেখতে পেয়েছি ?

Dhaka University Institutional Repository

এই আইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে দন্ড প্রাপ্তের সংখ্যা খুবই নগণ্য। নারী ও শিশু নির্যাতনের হার বেড়েই চলেছে। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে, প্রতিদিনই এসিডে ঝলসে যাচেছ কোন না কোন মেয়ের মুখ। তাহলে এই বিশেষ আইন প্রনয়নের প্রয়োজনটা কি ?

আগের আইনের সমালোচিত বিধান বা বর্তমান আইনেও রয়ে গেছে সেগুলো হল ঃ আইনটির ৫ ধারায় এসিড দ্বারা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট করার অপরাধে মৃত্যুদন্ড সশ্রম কারাদন্ড ও এর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডের বিদান এবং শরীরে অন্য কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট করার জন্য অনাধিক চৌদ্দ বছর কিন্তু ন্যূনতম সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড ও এর অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকার অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। চোখ, কান, মুখ, যৌনাঙ্গ প্রভৃতির চাইতে দেহের অন্য কোন অঙ্গ কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। এভাবে অযৌক্তিক বিভাজন সৃষ্টি করার ফলে অপরাধীদের কম শাস্তি প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করা হয়েছে।

আইনের ৯ ধারায় বলা হয়েছে - ক্ষতিগ্রস্থকে দন্ডিত ব্যক্তির নিকট থেকে বা তার বিদ্যমান সম্পদ বা তার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আদায় করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ধারার প্রয়োগে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভবনা থেকে যায়। কারণ দন্ডিত ব্যক্তির নিজস্ব কোন সম্পদ না থাকলে বা দন্ডিত হওয়ার আশঙ্কায় তার সম্পদ বিক্রি, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা এই ধারায় বর্ণিত হয়নি।

এই আইনের ধারা ১১-তে পদ্ধতিগত জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী মামলার শুরুতেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টকে। ১১(১) ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে পুলিশ অফিসারকে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। আবার ১১(২) ধারায় বলা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ট্রাইবুনালকে উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে সময়সীমা বাড়াতে পারেন।

এখানে তদন্ত পর্যায়েই দুই কোর্টকে সমান্তরাল এখতিয়ার দেয়ায় পদ্ধতিগত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে মামলার কাজে বিঘ্ন ঘটার সম্ভবনা রয়েছে। এছাড়া এই আইনের অন্য কিছু ধারাতেও এ জাতীয় সমস্যা বিদ্যমান।

আইনটির ১৫ ধারায় কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়া জামিনের বিধান রাখা হয়নি। কিন্তু জামিন পাওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত অধিকার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, ভুলবশত অথবা বিদ্বেষ প্রসুত কারণে অনেককে বিনাদোষে হাজতবাস করতে হয়। তাই যে -কোন আইনের বিধান রাখা উচিৎ, যাতে করে সেই আইনের অপব্যবহার না ঘটতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত আইনটির ১৭ ধারায় বলা হয়েছে ১৯৭৪ এর বিধানগুলো যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে হবে। এখানে যতদূর সম্ভব শব্দটা দেয়ার কারণে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান পালন করার বাধ্যবাধকতা দুর্বল করে দেয়া হয়েছে।

২৮ ধারায় বিচার চলাকালে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ট্রাইবুনাল কর্তৃক কারাগারের বাইরে সরকার নির্ধারিত স্থানে অথবা ট্রাইবুনালের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখার নির্দেশের কথা বলা হলেও, তদন্তকালীন সময়ে নিরাপত্তা হেফাজতের নির্দেশ প্রদান বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। এছাড়া নিরাপত্তা হেফাজতে থাকার ব্যাপারে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মতি নেয়ার ব্যাপারটিও এখানে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

- **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ঃ**

ধর্ষণ ও ধর্ষণের শাস্তি ঃ বর্তমানে প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ৯ ধারায় ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আইনটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদি শাস্তি। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবেন।

ব্যাখ্যা ঃ যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বছরের অধিক কোন নারীর সাথে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলক ভাবে তার সম্মতি আদায় করে অথবা চৌদ্দ বছরের কম বয়সের কোন নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সংগম করেন, তাহলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

১। যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

২। যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষনের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৩। যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে -

ক) ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

খ) ধর্ষনের চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪। যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিত হন, তাহলে যাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিত নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন। তিনি বা তারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমানিত না হলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

পর্যালোচনা (এসএনএটি)

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কাজে সংশ্লিষ্ট বিবেচ্য ইস্যুটি প্রাধান্য পেলেও পিএফএ-র ১২টি বিবেচনার বিষয়েও প্রতিটি মন্ত্রণালয় কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞ ও জনগণের সাথে মত বিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রণালয় সকল বিষয়ে অবহিত থেকে কাজের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকেছে।

এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রাথমিক বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পুরুষ কর্মকর্তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত, আকাঙ্খা ও স্বার্থগত বিতর্ক লক্ষ্য করা গেছে।

এক্ষেত্রে নারী পুরুষ বিভেদের উর্ধে উঠে সামাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমতার গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভাগুলো রাজধানী ভিত্তিক ছিল। কর্মমালাগুলোতে একই সংস্থা বা প্রতিনিধিদের বারবার ডাকা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চাহিদা নিরূপণের বিষয়গুলো চিহ্নিত হওয়ায় পরবর্তীতে সেইসব সহায়তার করা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়েছে কিন্তু চিহ্নিত ও নিরূপিত চাহিদাগুলো পূরণ হয়নি বলে বহুক্ষেত্রে কাজের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত সমস্যা দূর হলে বহু উদ্যোগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৯.৩ পিএফএ-র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

❑ নারী ও দারিদ্র

● বৃদ্ধাদের জন্য বয়স্ক ভাতা চালু (প্রতি ওয়ার্ডে নারী ৫ ও পুরুষ ৫-মোট ১০) ● দরিদ্র নারীদের জন্য ভিজিডি কর্মসূচি ● গৃহ উন্নয়ন প্রকল্প 'আশ্রয়ন' এ নারীদের সংযুক্তি ● বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি। এ বছর মোট বরাদ্দ ৩,৩৩১ কোটি টাকা; যা গত বছরের (১৯৯৯) চাইতে ৩২৬ কোটি টাকা বেশি ● অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচিতে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

❑ শিক্ষা ও নারী প্রশিক্ষণ

• পল্লী এলাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি • পৌরসভা এলাকার বাইরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা • বিদ্যালয়গুলিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি যা মেয়েদের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করবে • সরকারি ও এনজিও খাতে নারীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি • বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষিকার নিয়োগ। নতুন শূন্য পদের ৬০% মহিলদের জন্য সংরক্ষণ • মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি • মেয়েদের জন্য কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান •বাংলাদেশ সরকার ও এনজিও পরিচালিত কিশোরীদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি • বালিকা ও নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

❑ নারী ও শিশু স্বাস্থ্য

• পরিবার পরিকল্পনা ও টিকাদান কর্মসূচির সঙ্গে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিসেবার সংযুক্তি •এইডস/এইচআইভি প্রতিরোধে বিশেষ প্রকল্প • সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সঙ্গে খাবার স্যালাইন চিকিৎসা, ভিটামিন এ ক্যাপসুল, পোলিও টিকা ইত্যাদি কর্মসূচি সংযুক্তি • বালিকা ও নারীদের পুষ্টিমান উন্নয়নের প্রচাবাভিযান • সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা • ৪৫০০ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, ২২৫০০ পরিবার কল্যাণ সহকারী ও ১২০০০ পরিবার পরিকল্পনা কর্মী পদে সম্পূর্ণ নারীদের নিয়োগ দান • এনজিও ও কমিউনিটি হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারন • স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচি • নারীদের জন্য একটি আলাদা হাসপাতাল।

❑ নারী নির্যাতন

•ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন • পুলিশ সদর দপ্তর ও চারটি থানায় নারীদের জন্য বিশেষ সেল • জাতীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে নারী নির্যাতিত প্রতিরোধ কমিটি • মহিলা অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নির্যাতন প্রতিরোধ সেল • জেলা পর্যায়ে সেশন জজ ও অতিরিক্ত সেশনজজ সহ বিশেষ আদালত • হাসপাতালে এসিড-দগ্ধদের জন্য সেল • এনজিও পরিচালিত কাউন্সিলিং ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

❑ নারী ও অর্থনীতি

• কৃষিতে নারীর অবদান অন্তর্ভূক্ত করতে শ্রমশক্তির সংজ্ঞা পরিবর্তন। জাতীয় আয়ে নারীদের অবদান প্রতিফলনে এটি একটি ইতিবাচক সরকারি লক্ষণ • এনজিও ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি • ঢাকা, চট্টগ্রাম,খুলনায় কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল। সম্প্রতি অনেকগুলি

Dhaka University Institutional Repository

হোস্টেল এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে • সন্তানদের দুগ্ধদানকারী কর্মরত মায়েদের জন্য দিবা যত্ন কেন্দ্র। সম্প্রতি সচিবালয়ে এ ধরনের একটি ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে • জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত থেকে শ্রমনীতি পর্যালোচনা • আইএলও চুক্তি অনুমোদন • শ্রম আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ • গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের অরিয়েনটেশন. এনজিও ও নারী সংগঠন কর্তৃক শ্রম আইন সম্বন্ধে চাকুরিজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

❑ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

• ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ -১৯৮৩ সংশোধন • প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নারী সদস্য নির্বাচন • ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে নারী সদস্য নিয়োগ • সরকারি কর্মকর্তা পদে ১০% নারী কোটা • সরকারি কর্মচারী নিয়োগে ১৫% নারী কোটা • আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী স্তরে সরাসরি নারী নিয়োগ • স্থানীয় সরকার কাঠামোতে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে নারীর মনোনয়ন • সংসদে ৩০০ আসনের পাশাপাশি নারীদের জন্য আরও ৩০টি আসন সংরক্ষণ। নারী আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও ১০ বছর বৃদ্ধি • নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম স্থাপন।

❑ নারীর মানবাধিকার

• সংবিধানে সমতা ও মানবাধিকারের ধারা • মানবাধিকার সনদের কয়েকটি মূল মানবাধিকার ধারা অনুমোদন • সিডও সনদের অনুমোদন (ধারাা ২ও ১৬-১(গ)সংরক্ষণসহ) • ১৯৯৯ সালে একটি নতুন নারী ও শিশু নির্যাতন বিল জাতীয় সংসদে পেশ এবং ২০০০ সালে তা সংসদ কর্তৃক পাশ • বহুবিবাহ রোধে পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর বিধান • যৌতুক নিষিদ্ধ আইন ১৯৮০ ও তার সংশোধনী ১৯৮৬ • নারী ও শিশু পাচার দমন আইন-১৯৯৩ • পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ -১৯৮৫ • নারী নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য মানবাধিকার প্রশিক্ষণ • নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ • নারী ও শিশু পাচার রোধে সহযোগিতার জন্য সার্ক আঞ্চলিক ঘোষণা • এনজিও কর্তৃক পাচার বিরোধী আন্দোলন ও উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের পুর্নবাসন।

❑ নারী ও প্রচারমাধ্যম

জাতীয় জীবনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও তার ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সকল প্রচার মাধ্যমের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে সরকার। জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের সুযোগ বা

Dhaka University Institutional Repository

অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণের কথা বিবেচনা করে একটি সামগ্রিক সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তারও এখানে করা হয়েছে। জেন্ডার সমতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকাটি ৫ বছর আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান। নারীসংক্রান্ত ইস্যুগুলিতে জাতীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিক বেশ ইতিবাচক। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রতি সপ্তাহে নারীদের উপর বিশেষ পাতা বের করে, যেখানে নারী জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আশ্রয় স্থান পায়। চিরাচরিত ভূমিকার পরিবর্তে নতুন নারীর নতুন নতুনর ভূমিকাকে সংবাদপত্র এখন তুলে ধরায় তা সমাজে নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

মূলধারার সংবাদপত্রগুলি ধর্ষণ-সম্পর্কিত খবর ও ছবি প্রকাশের ব্যাপারে ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ মেকানিজম প্রচলন করেছে। রেডিও প্রতিদিন নারী ইস্যু নিয়ে ১৩৩ মিনিটের কার্যক্রম প্রচার করছে। তা সত্ত্বেও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জেন্ডার সমতাকে মূলধারায় আনতে আমাদের আরো বহুদূর যেতে হবে।

● সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নারী ইস্যু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্বন্ধে তথ্যাদি সম্প্রচার ● সরকার ও এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন নারী ইস্যুতে তথ্য উপকরণ তৈরি এবং তা প্রচার ও বিতরণের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ● শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও টিকাদান নিয়ে টিভিতে বিশেষ ফিচার প্রচার ● নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ইস্যুগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশেষ উপকরণ তৈরি।

❑ নারী ও পরিবেশ

নারীর চাহিদার উপর জোর দিয়ে একটি জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা নেমাপ গৃহীত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের নারীসহ বৃহত্তর সুশীল সমাজের সঙ্গে সারা দেশব্যাপী পরামর্শ সভার মাধ্যমে এই নেমাপ প্রণীত হয়। নারীর চাহিদা ও স্বার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগ স্থপন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কতগুলি প্রকল্প গ্রহণ করেছে- যেমন উপকূলীয় সবুজ বেস্টনী, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নগর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। আলাপ-আলোচনাকালে নারী কর্তৃক প্রথম অগ্রাধিকার বলে চিহ্নিত পরিবেশসম্মত স্যানিটেশন প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ ও সামাজিক বনায়ন খাতের প্রকল্পে পরিবেশের সঙ্গে নারীর সংশ্লিষ্টতাকে অন্যতম মূল কর্মক্ষেত্র রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

● জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা নারীদের অংশগ্রহণ বিষয়টি সংযুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে ● সামাজিক বনায়ন, পানি ও স্যানিটেশন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ● আর্সেনিক দূষণ ও বিপর্যয় সম্বন্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি পালন।

Dhaka University Institutional Repository

- **মেয়ে শিশু**

সরকার শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০০) অনুমোদন করেছে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনার ৬টি অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানি ও পরিবেশ সম্মত স্বাস্থ্যবিধি, শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, সামাজিক সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি ও তথ্য যোগাযোগ। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় মেয়ে শিশুর স্বার্থ ও চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

খেলাধুলা ও বিনোদন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে খেলাধুলাকে উৎসাহিত করতে কতগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলি হল:

- প্রতিটি জেলায় নারী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ;
- বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা, জাতীয় ট্রেনিং সেন্টরে নারী প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৩০% বৃদ্ধি করা;
- ক্রীড়াবিদ নারীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা প্রদান;
- নারী ক্রীড়া ফেডারেশনের অধীনে ৪০০ ক্লাব গঠন এবং এই ক্লাব জেন্ডার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়াও এসব ক্লাব জেন্ডার ইস্যুতে এ্যাডভোকেসিও করবে।

- চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে জন্ম নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যাপক প্রচারনা চলে। সরকার ২০০৫ সালের মধ্যে সকল জেলা ও সিটি কর্পোরেশনে সার্বজনীন জন্ম নিবন্ধীকরণ প্রথা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে।

• জাতীয় শিশু নীতি ঘোষনা • শিশুদের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও গ্রহণ • মেয়ে শিশু দশক ও দশকব্যাপী কর্মপরিকল্পনা(১৯৮৭-৯৭) • শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন ও বাস্তবায়ন • মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও পৌরসভা এলাকার বাইরের মেয়েদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা • পাঠ্যক্রমে বালিকা ও নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি চিত্রন। জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও পুনঃরূপায়ন • বালিকাদের চাহিদা যেমন-খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক ট্রেনিং ইত্যাদি প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান • শিশুশ্রম, বিশেষ করে মেয়ে শিশুশ্রম, বিলোপ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং কন্যা শিশুকে স্কুলে প্রেরনে বাংলাদেশ পোষাক শিল্প মালিক সমিতি ও ইউনিসেফ -এর প্রকল্প • মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে মসজিদের ইমামদের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম এবং বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও সম্মতির বিধান অনুমোদন • বাল্য বিবাহ, ধর্ষণ, নির্যাতন, নারী ও কন্যাশিশু পাচার ও গণিকাবৃত্তি বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ, মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধে ইমাম প্রশিক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

৯.৪ বেইজিং প্লাস ফাইভ ব্যালেন্স সীট ঃ বাংলাদেশ

নীতি ও কর্মসূচীর পদক্ষেপ	চ্যালেঞ্জ ও নীতি পার্থক্য
নারী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল	
• এনএপি অনুমোদন (১৯৯৭) • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (১৯৯৭) • এনসিডব্লিউডি প্রতিষ্ঠা (১৯৯৫) • মশিবিম পার্লামেন্টারী স্যান্ডিং কমিটি (১৯৯৬) • আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সংস্থা জেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি (১৯৯৮) • পুলিস সার্ভিসে নারীর আইনগত বাধা দূরীকরন	• সম্পদের বরাদ্দ, তথ্য প্রবাহ ও নীতি পর্যায়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। • নীতির ব্যাখ্যা ও পরীবীক্ষণের জন্য জেন্ডার বিষয়ক নিদের্শক নারী পুরুষ সম্পর্কীত তথ্য দরকার • ১৯৯৭ সারে পুলিস বাহিনীতে ১% এর কম নারী।
নারীর মানবাধিকার	
• ১৯৯৭ সাল সিডও থেকে আংশিক সংরক্ষন বাতিল • ১৯৯৭ -৯৮ সাল জন্মও মৃত্যু রেজিষ্ট্রি বাধ্যতামূলক সম্পর্কিত প্রচার।	• সিডও তে ২টি সংরক্ষণ বাতিল করা হয় এবং দেশীয় আইনে সিডও ধারা সমূহের অন্তভুক্তি করা দরকার।
নারী, নির্যাতন ও সেনাবাহিনীর দ্বন্দ্ব	
• পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-৯৮) নারী নির্যাতন প্রতিরোধের কর্মসূচি • নারীর ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক আইন (২০০০) পাশ	• বিশ্বের আইনের বাস্তবায়ন • এনজিওদের অবস্থান সত্ত্বের নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য বাসস্থান চিকিৎসা ও সমন্বয়ের অভাব
নারী দারিদ্র ও অর্থনীতি	
• পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর ৪০০% উন্নয়ন বাজেট বৃদ্ধি নারীদের দারিদ্র ও খাদ্য • জাতীয় বাজেটে বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় • ভিজিডি এর ফোকাস খাদ্য সাহায্য থেকে খাদ্য সাহায্য ও ক্ষমতা উনয়নে পরিবর্তন • পোশাক শিল্পে নির্যাতিত নারীদের শিশুদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি।	• সরকারী ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে নারীদের জন্য ১০%-১৫% সংরক্ষনের মাধ্যমে পুরন করা হয়। • ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সঠিক পযালোচনা দরকার • শ্রম বাজারে নারীদের অংশ গ্রহণ নির্ধারন করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও নারী শিশু	
• প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে নারী শিক্ষার প্রাধান্য • শিশুদের জন্য এনপিএ (১৯৯৭-২০০০) এ নারী শিশুর প্রাধান্য • ৬০% -১০০% প্রাইমারী শিক্ষক পদ এবং সরকার এনজিও কর্মসূচী • ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের বিবাহ বেআইনী ঘোষনা করা হয়।	• বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার সুবিধা অপর্যাপ্ত • দরিদ্র নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার বেশী • নারী পুরুষ বৈষম্য বেশী • প্রচলিত মূল্য বোধ (যেমন ; বাল্যবিবাহ) উচ্চশিক্ষায় বাঁধা প্রদান করে
ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী	
• স্থানীয় সরকার বিল (১৯৯৭) এ ১/৩ অংশ নারী প্রতক্ষ ভাবে নির্বাচিত হবে পদ সংরক্ষণ। ৪৬,০০০ নারী নির্বাচনে অংশগ্রহন করে এবং ১২, ৮২৮ জন নারী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত হয় • উর্ধ্বতন সিদ্ধান্ত গ্রহনর পদে সরকার নীরদের জন্য ল্যাটারাল এন্ট্রি ব্যবস্থা চালু করে।	• মাত্র ০.৪৫% স্থানীয় পরিষদে চেয়ারপার্সন হন, মাত্র ১৩০ জন সাধারণ আসনে নির্বাচিত হন (১৯৯৭) • পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা • ১৯৯৭ এ ৩% এর কম নারীদের উর্ধ্বতন সরকারী পর্যায়ে নিয়োগ • জাতীয় পর্যায়ে নারী আসন সম্পর্কিত বির্তক
নারী ও স্বাস্থ্য	
• স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ক্ষেত্রে কৌশলসমূহ জাতীয় ও পিএফএ এর প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করে। • USAID, বাংলাদেশসরকার ও সাতটি অংশ গ্রহনকারীসহ জাতীয় সমন্বিত জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ	• মাতৃ সেবার মান নিম্নলিখিত পন্থী এলাকার • শিশুর জন্মের সময় ১৪% নারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রির সহায়তা পায় • তম্মাধ্যে এখন ৫% এর কম শিশু জন্মের সময় জরুরী সময় জরুরী সেবা পায় ।

উৎস ঃ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাস্তবতা ঃ বেসরকারী উদ্যোগ

১০. ১ ভূমিকা ঃ

বেইজিং পিএফএতে চিহ্নিত ১২টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তাদের সম্পদ, সামর্থ্য এবং তাদের উপকারভোগী দের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ পিএফএ'র গুরুত্বপুর্ন বিবেচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে নতুন কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে; আবার কেউবা পুরাতন কার্যক্রমকেই আরো শক্তিশালী করেছে। তাদের মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি হল: • নারী নির্যাতন • নারীর মানবাধিকার • নারী ও স্বাস্থ্য • নারীর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা • নারী ও দারিদ্র/নারী ও অর্থনীতি।

জেন্ডার সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে নারীদের অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের যা কিছু অর্জিত হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য অংশ হল এদেশের এনজিও ও নারী সংগঠনগুলির অবদান। জেন্ডার এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিমালা, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও কৌশলের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তারা। এনজিও ফোরাম প্রস্তুতিমূলক কমিটির অনেক নেত্রীই এখন বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বেইজিং-উত্তর প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে জড়িত করেছে। বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া সূচিত করতে সারকারের বাইরে থেকে ৭ জন নারী নেত্রী নিয়ে একটি কোর গ্রুপ গঠিত হয়। এই জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এনজিও ও নারী সংগঠনসমূহের সদস্যরা পূর্ণ অংশীদার হিসেবে অংশ নেয় এবং এই ঐতিহাসিক দলিলে এনজিওদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা চালায়। তারা ১৯৯৭ সালে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নেও তাদের ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি (মে ১৯৯৯) জাতিসংঘ বেইজিং+৫ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি নামে এনজিও নারী সংগঠনগুলির একটি নেটওয়ার্ক গঠিত হয়েছে। এই কমিটি বাংলাদেশ সরকার ও এনজিওদের কর্মসূচি ও প্রকল্প পর্যালোচনা করছে এবং পিএফএ বাস্তবায়নে নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ফলো-আপের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাংলাদেশ সরকারকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেইজিং পিএফএ বাস্তয়নে বাংলাদেশের এনজিওদের অবদানের একটি পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরা হল।

১০.২. বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাস্তবতা ঃ বেসরকারী উদ্যোগ

জাতীয় কর্মশালা ঃ

বেইজিং সম্মেলন-উত্তর পিএফএ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এডাব ও বেইজিং এনজিও ফোরাম জাতীয় প্রস্তুতিমূলক কমিটি ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী ঢাকায় ১টি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করে। এনজিও,

Dhaka University Institutional Repository

উইড ফোকাল পয়েন্টস, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সাংবাদিক এবং জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বেইজিং পিএফএ-এর আলোকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ইস্যুগুলি চিহ্নিত করা, বাস্তবায়নের কৌশল প্রণয়ন ও পরিবীক্ষনের উপর আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

বেইজিং পিএফএ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও সিডও বিতরণ এবং প্রচার

বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের পক্ষে জনমত সংগ্রহের লক্ষ্যে এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, সারী সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বেইজিং পিএফএ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও সিডও নিয়ে সারা দেশের তৃণমূল সংগঠন ও জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালানো হয়।

নারী নির্যাতন ইস্যুতে গবেষণা ও জরিপ

নারী নির্যাতনের উপর গবেষণা ও নারী নির্যাতন রোধের জন্য এ্যাডভোকেসি বাংলাদেশের নারী অধিকার সংরক্ষনের আন্দোলনের একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন এনজিও ও গ্রুপ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা, সমীক্ষা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেক এনজিওর সহযোগিতায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কোন ধারাবাহিক পরিসংখ্যান দিয়ে বিগত পাঁচ বছরে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির বিষয়টিকে প্রমাণ করতে না পারা গেলেও অবশ্যই গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রের রিপোর্টিংয়ে নারীর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার অধিকাংশই আবার সহিংস অপরাধ। এনজিও, নারী সংগঠন, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ তাই তাদের এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা নারী নির্যাতন-সম্পর্কিত নতুন আইনে সংযুক্ত করার জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে লবিং করে চলেছে।

রাজনীতিতে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ক ট্রেনিং ও কর্মশালা

নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে জনগনকে সচেতন করতে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং এক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও কর্মশালার আয়োজন করেছে। নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের জন্য প্রচারণার কৌশলের উপর ভোটার শিক্ষা কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণও তারা পরিচালনা করেছে। কতগুলি শিক্ষা এনজিও আবার স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সদস্য- বিশেষ করে নারী ইউপি সদস্যদের জন্য সক্ষমতাও জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

লবিং ও এ্যাডভোকেসী

বেইজিং পিএফএ, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্ম পরিকল্পনাসহ সিডও বাস্তবায়নের দাবিতে বাংলাদেশের এনজিও, নারী সংগঠন ও মানবাধিকার সংস্থাসমূহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে লবিং ও এ্যাডভোকেসি করছে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, সরাসরি নির্বাচনের জন্যও তারা সরকার ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লবিং করে চলেছে। তারা বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের দাবিও জানাচ্ছে।

জন শিক্ষা

বেশ কয়েকটি এনজিও বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সারাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে কর্মশালা, সেমিনার, সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ম্যাট্রিক্স ঃ

সারা দেশের তৃণমূল জনগণের সঙ্গে কর্মরত এনজিওদের কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্য বেইজিং প্লাস ফাইভ পর্যালোচনা জাতীয় কমিটি এই ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় পর্যালোচনার একটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলিতে নারী অধিকার অর্জনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সফল ঘটনাসমূহ ও ভবিষ্যত কার্যক্রমের বাধাবিপত্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য তাই এনজিও দের মধ্যে একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। প্রায় ২০০টি এনজিও এই মতবিনিময় প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল যেখানে বেইজিং সম্মেলন পরবর্তী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগৃহীত হয়। এক্ষেত্রে এনজিওরা তাদের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্ত বায়নে কী ধরনের বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা মোকাবিলা করার জন্য যে কার্যক্রম করা হয়, সেটাও এখানে বিবেচনা করা হয়। উল্লেখিত ম্যাট্রিক্স থেকে এটা বোঝা যায় যে, বেইজিং পিএফএ -এর ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন এনজিও ব্যাপক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৩ পিএফএ বিবেচনার ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকা ঃ

❑ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বেইজিং-পূর্ব ও বেইজিং-উত্তর উভয়কালেই নারী উন্নয়নে এনজিওদের একটি বড় ধরনের কার্যক্রমের ক্ষেত্র হচ্ছে এই শিক্ষা। তারা নারী সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিসহ নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার অনুপাতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফারাকটিও কমিয়ে আনতে সহায়তা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশি মাত্রায় ছাত্রী ভর্তির জন্য জোরালো নীতিমালাও গ্রহণ করা হয়েছে। স্কুলের সময়সীমার নমনীয়তা, সমাজের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ, প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠাগার স্থাপন, উন্নত পাঠ্যক্রম, বইপুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি দঃ এশিয়ায় এনজিওদের শিক্ষা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছে। এছাড়া এনজিওরা যে সব ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

- শিক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলিতে অংশগ্রহণ করে জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়নে অবদান রেখেছে;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে জেন্ডার ট্রেনিং দিয়েছে;
- বালিকা ও মেয়েদেরকে আইন শিক্ষা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও নানা ধরনের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়েছে;
- পাঠক্রম উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা করেছে এবং জাতীয় পাঠক্রম উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে।

❑ স্বাস্থ্য

বেইজিং এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের ফলোআপ হিসাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি করতেও এনজিওরা উপদেষ্টা দল গঠন করেছে ঃ

- একটি প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজ প্রণয়ন;
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে ডিরেক্টরি বা ইনভেনটারি প্রণয়ন;
- অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্ব জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ সনাক্তকরণ।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু এনজিও যে সব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলি হল ঃ

- পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এইডস/এইচআইভি প্রতিরোধ ও এক্ষেত্রে কাউন্সিলিংয়ের কর্মসূচি গ্রহণ;
- এমআর করা, এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদির মত উন্নত ও প্রতিরোধমূলক সেবা জোরদারকরণ;

Dhaka University Institutional Repository

- সহিংসতার শিকার নারীদের সহায়তাকল্পে বার্ন ইউনিট স্থাপন;
- প্রজন স্বাস্থ্য প্রাপ্ত কিশোরীদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- পুষ্টি ও মাতৃস্তন্য দান বিষয়ক শিক্ষা কর্মসূচি জোরদারকরণ।

□ নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার

ইদানিং বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ও নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বেশ বেড়েছে। ফলে এই বিষয়টি এক্ষেত্রে কর্মরত সকল এনজিও ও নারী সংগঠনের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এক্ষেত্রে যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

- নারীদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান (আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মহিলা পরিষদ, মাদারীপুর আইনী সহায়তা সংস্থা, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ইত্যাদি);
- সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি প্রভৃতি);
- শিশু ও কিশোরী পতিতা যারা এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের পুনর্বাসন (বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি);
- বাংলাদেশের বাইরের জেলখানা থেকে উদ্ধারকৃত নারীদের পুনর্বাসন (উৎস বাংলাদেশ, প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র);
- ধর্ষণের শিকার গর্ভবতী নারীদের আশ্রয় প্রদান
- এসিড-দগ্ধ নারীদের জন্য বিশেষ সেবা-সহ চিকিৎসা। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক সার্জারি ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন (নারীপক্ষ);
- নারী নির্যাতন সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনা (উইমেন ফর উইমেন; নারীপক্ষ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র) এবং
- নারীদের ন্যায়বিচারের জন্য বিদ্যমান আইন সংশোধন ও পুনঃরচনার জন্য প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করা।

□ রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী

নারীরা তাদের জীবনের উপর নিজেদের পছন্দ ও ক্ষমতার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও বেশি ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পৌঁছতেই নারী সংগঠন ও এনজিওগুলি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত ট্রেনিং কর্মসূচিতে এইসকল নারী সদস্যের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদসমূহে নারীর অংশগ্রহণ এখনও ততটা

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষজনক নয়। এইসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণের হার এখনও খুবই নিম্ন।

□ দারিদ্র ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

দারিদ্র দূরীকরণই সরকার ও এনজিওদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সর্বপ্রথম ও প্রধান গুরুত্ববাহী বিষয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে এইসব নীতিমালা ও কর্মসূচির মনোযোগ স্থাপিত হয়েছে। নারীদের জন্য বয়স্ক ভাতা প্রবর্তন, ভিজিডি কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সরকারি প্রধান কার্যক্রমের কয়েকটি মাত্র। এনজিওরাও দরিদ্র দূরীকরণে সক্রিয়। সারা দেশে ২০০০-এর উপর এনজিও কাজ করছে এবং এদের অনেকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, নিজেরা করি প্রভৃতি। কিন্তু এদেশের নারীরা হল দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। সেজন্য দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনীতিতে নারীর বেশি বেশি অংশগ্রহণ সরকার, এনজিও ও নারী সংগঠনগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়।

১০.৪ স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সাহায্য সংস্থাসমূহের বেইজিং পরবর্তী উদ্যোগ

এনজিও, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো বেইজিং সম্মেলন পরবর্তীতে নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে সংগঠনগুলো গৃহীত পরিকল্পনার পাশাপাশি বর্তমানে গৃহীত উদ্যোগের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

নারী উদ্যোগ কেন্দ্র

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. Platform for Action সম্পর্কে বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ। খ. পরিবার পরিকল্পানায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার কর্মসূচি গ্রহণ। গ. নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং তা অব্যাহত রাখা। ঘ. সাভার এলাকায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দশম শ্রেণীর মেয়েদের বৃত্তি প্রদান করা। কলেজ পর্যায়ে বই কেনার জন্য অর্থ সহায়তা দেয়া। ঙ. গার্মেন্টস-এর মেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা। চ. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি নেয়া। ছ. গার্মেন্টসের মেয়েদের অধিকার সচেতন করা, আবাসিক সুবিধা, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	• নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পিএফএ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রচার করা অব্যাহত আছে। • জেলায়, থানায় কর্মশালা সরকারী কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে করা হচ্ছে। • বিভিন্ন সংগঠনের নারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। • পিএফএ-র ১২টি ইস্যুকে বাস্তবায়নের জন্য আইনগত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সরকারী পর্যায়ে লবিং করা হচ্ছে। • সংগঠনের সব প্রোগ্রামের মধ্যে পিএফএ-র ১২টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এডাব

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. দরিদ্র নারী-পুরুষের সমাবেশে Platform for Action (পিএফএ) সম্পর্কে অবহিত করা। খ. ১৫টি অনুসংগঠন/নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে গণমাধ্যম ও সিভিল সমাজের সমন্বয়ে পিএফএ-র ১২টি ইস্যু নিয়ে কাজ করা। গ. নারী ইস্যুকে মূল স্রোতধারায় আনার জন্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপকে সমুন্নত ও নেতিবাচক কার্যক্রমের সমালোচনা অব্যাহত রাখা। চ. নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রতিবাদে মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ। ছ. তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত CEDAW ও নারী উন্নয়নের ইস্যুতে কর্মশালা সমাবেশ করা। জ. 'নারী উন্নয়ন' ও 'জেণ্ডার উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ঝ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল করা। ট. এডাব সদস্যভূক্ত এনজিওদের প্রধান নির্বাহীদের (পুরুষ) জন্য জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক কনসালটেশনের আয়োজন করা। ঠ. এনজিও প্রধানদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে এনজিওদের জেণ্ডার পলিসি তৈরিতে সহায়তা দেবার জন্য চাহিদা নিরূপন কর্মশালার আয়োজন করা। ড. সিডও সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনজিও উদ্যোগকে সমন্বিত করা।	ক. দরিদ্র নারীপুরুষের সমাবেশে Platform for Action (পিএফএ) সম্পর্কে অবহিত করার কাজ চলছে। খ. ১৫টি অনুসংগঠন/নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে গণমাধ্যম ও সিভিল সমাজের সমন্বয় পিএফএ-এর ১২টি ইস্যু নিয়ে কাজ চলছে। গ. নারী ইস্যুকে মূল স্রোতধারায় আনার জন্য সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপকে সমুন্নত ও নেতিবাচক কার্যক্রমের সমালোচনা অব্যাহত রাখা কাজ চলছে। চ. নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রতিবাদেন মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি কাজ চলছে। ছ. তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত CEDAW ও নারী উন্নয়নের ইস্যুতে কর্মশালা সমাবেশ করা হয়েছে । জ. 'নারী উন্নয়ন' ও 'জেণ্ডার উন্নয়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । ঝ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল করা হয়েছে ।

নারী পক্ষ

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. দুটি থানায় দেড় বছরের নির্যাতনের ধরন, কারণ ও পরিধি সম্পর্কে জরীপ করা এবং এ বিষয়ে অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা। খ. স্থানীয় নারী সংগঠনের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গঠন করা।	ক. দুটি থানায় দেড় বছরের নির্যাতনের ধরন, কারণ ও পরিধি সম্পর্কে জরীপের কাজ করছে ও এ বিষয়ে অঙ্গসংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের কাজ চলছে । খ. স্থানীয় নারী সংগঠনের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং-এর কাজ চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. বাংলাদেশের নারীর মানবাধিকার অর্জন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচি নেয়া। খ. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংস্কার, 'ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড' চালু করার আন্দোলন জোরদার এবং এ বিষয়ে লবিং জোরদার করা। গ. উপরোক্ত আইন বিষয়ে এক বছরে ৪টি কর্মশালার মাধ্যমে জনমত গঠনের কাজ করবে, আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ঘ. নীতি নির্ধারণী ও সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি কার্যকরী করার লক্ষ্যে আন্দোলন করবে এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের মধ্যে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হবে। ঙ. দক্ষ সংগঠন গড়ে তুলবে এবং বিভিন্ন নারী সংগঠন ও উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। চ. নির্যাতিত মেয়েদের আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত করছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। ছ. সিডও সনদ বাস্তবায়নে সরকারের পদক্ষেপের লক্ষ্যে আন্দোলন করা হবে। জ. গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	• নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ্যাডভোকেসি, লবিং এবং আন্দোলন চলছে। • নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির আন্দোলন চলছে। • নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা অব্যাহত আছে। • নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা দেয়া হচ্ছে। • নারীর সহিংসতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা, লিফলেট, পোস্টার, বই প্রকাশনা অব্যাহত আছে। • পিএফএ এবং সিডও প্রচারের লক্ষ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার ও বিভিন্ন প্রকাশনা হচ্ছে।

প্রশিকা

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. দারিদ্র্য, শিক্ষা, নির্যাতন, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক, মানবাধিকার বিষয়ে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীপুরুষের অংশগ্রহণের জন্য মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে কাজ অব্যাহত রাখা। খ. সিডও-র বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া। গ. মেয়েশিশু, উত্তরাধিকার আইন এর উপর ভিডিও তৈরি করা।	ক. দারিদ্র্য, শিক্ষা, নির্যাতন, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক, মানবাধিকার বিষয়ে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীপুরুষের অংশগ্রহণের জন্য মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ অব্যাহত রেখেছে। খ. পিএফএতে বর্ণিত ১২ ইস্যু নিয়ে কর্ম এলাকায় গণ নাটক করা হচ্ছে। গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পিএফএতে বর্ণিত ১২ ইস্যু নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আইন ও সালিশ কেন্দ্র

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. Platform for Action-এর বিষয়গুলো জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। খ. রিক্সা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গ. 'যুদ্ধ ও নারী' প্রেক্ষিতে কর্মসূচি নেয়া হবে।	• নারীর আইনগত অধিকার, আইনসচেতনতা ও সহায়তার কাজ চলছে। • সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে পিএফএ সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। • প্রকাশনার মাধ্যমে পিএফএ ও ১২টি ইস্যুকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। • সংগঠনের গণ নাটকের মাধ্যমে পিএফএ-র ইস্যুগুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে। • শিক্ষা, গণমাধ্যম, নারীস্বাস্থ্য, মেয়ে শিশু, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারীর মানবাধিকার, আইনগত সহায়তার মাধ্যমে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-এ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উইমেন ফর উইমেন

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. তৃণমূল পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে পিএফএ -এর প্রধান ইস্যুগুলো সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হবে। খ. আঞ্চলিক পর্যায়ে 'নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস' বিষয়ে গবেষণা হাতে নেয়া হয়েছে। গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নিয়োজিত মহিলাদের একটি ডাইরেক্টরী প্রকাশনা করার প্রস্তাব রয়েছে। ঘ. প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক সম্মেলনে পিএফএ-র ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। ঙ. 'নারী বার্তা' শীর্ষক একটি নিউজ লেটার প্রকাশনা ও 'empowerment' জার্নালের ইংরেজী ও বাংলা সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। চ. 'রাজনীতিতে নারী' বিষয়ক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। ছ. 'উইমেন ফর উইমেন' থেকে প্রকাশিত রিপোর্ট ও তথ্য বিভিন্ন সংস্থায় বিতরণের ব্যবস্থা করবে।	১. সচেতনতামূলক কাজ • তৃণমূল ও সিভিল সোসাইটি পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা করা হচ্ছে। • নারী ইস্যুতে প্রশিক্ষণ প্রদান (সরকারী বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জন্য) চলছে। • গবেষণা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ (নারীর ক্ষমতায়ন, বেইজিং পরবর্তী ফলোআপ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি), রাজনীতিতে নারী বিষয়ে নতুন প্রকল্পের আওতায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের নিয়ে সেমিনার করা হয়েছে। ২. ডাইরেক্টরী প্রকাশনা ছাড়া বাকী পরিকল্পনা গুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। 'নারী বার্তা' প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। ৩. বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার ভিত্তিতে কিছু বাধার সম্মুখীন হলেও কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সেগুলো অতিক্রম করা হয়েছে। ৪. নারী ও দারিদ্র্য, নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারী এবং প্রচার মাধ্যম, মেয়ে শিশু, নারী ও পরিবেশ, নারীর মানবাধিকার, নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছে। ৫. তৃণমূল পর্যায়ে পিএফএ-র ইস্যুগুলো সকলকে অবহিত করার জন্য কর্মশালা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গণসাহায্য সংস্থা

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. PFA -এর ১২টি ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা। (৩২টি জেলায়, ৪০টি থানায়, ১৫০টি ইউনিয়নে এবং ১৭০০ গ্রামে)।	ক. পিএফএ-র ১২টি ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার কর্মসূচি (৩২টি জেলায়, ৪০টি থানায়, ১৫০টি ইউনিয়নে এবং ১৭০০ গ্রামে) অব্যাহতভাবে চলছে।
খ. সরকারী-বেসরকারী এবং সিভিল সমাজের মধ্যে পিএফএ বিষয়ে এ্যাডভোকেসির কাজ করার জন্য ২০টি জেলার সকল স্তরের সংগঠিত ও অসংগঠিত নারী প্রতিনিধিদের নিয়ে 'নারী ফোরাম' গঠিত করা এবং অব্যাহতভাবে কাজ করা।	খ. সরকারী-বেসরকারী এবং সিভিল সমাজের মধ্যে পিএফএ বিষয়ে এ্যাডভোকেসির কাজ করার জন্য ১৭টি জেলার সকল স্তরের সংগঠিত ও অসংগঠিত নারী প্রতিনিধিদের দিয়ে 'নারী ফোরাম' গঠিত হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে কাজ চলছে।
গ. নারী বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানে কর্মসূচি গ্রহণ করা।	গ. নারী বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের কর্মসূচি সংস্থার অভ্যন্তরে চলছে।
ঘ. ইউনিয়ন ও গ্রামে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন এবং শান্তির জন্য যে সংস্থাগুলো কাজ করছে তাদের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ২০টি জেলা শাখা ও সোশ্যাল মোবিলাইজেশন কর্মসূচির মাধ্যমে কোয়ালিশন গড়ে তোলা।	ঘ. শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ১৭টি জেলা শাখা ও সোশ্যাল মোবিলাইজেশন কর্মসূচির মাধ্যমে ইউনিয়ন, গ্রামে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন এবং শান্তির জন্য যে সংস্থাগুলো কাজ করছে তাদের সঙ্গে কোয়ালিশন গড়ে তোলা হতেছ।
ঙ. 'প্রকৃতি' নামে একটি নারীর সমঅধিকারের মুখপত্র রূপে ম্যাগাজিন প্রকাশ করা। এর মাধ্যমে পিএফএ বিষয়ে প্রচার করা।	ঙ. 'প্রকৃতি' নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে পিএফএ বিষয়ে প্রচার চলছে।
চ. বিশ্ব নারী সম্মেলন বিষয়ে বুকলেট, নারী শ্রমিক, রাজনীতিতে নারী, নারী আন্দোলন বিষয়ে বুকলেট ও 'ফতোয়া' বিষয়ে প্রকাশনা।	চ. বিশ্ব নারী সম্মেলন বিষয়ে বুকলেট, নারী শ্রমিক, রাজনীতিতে নারী, নারী আন্দোলন বিষয়ে বুকলেট ও 'ফতোয়া' বিষয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
ছ. ক্যানাডিয়ান সিডা-র সহায়তায় সংস্থার উদ্যোগে একটি জেন্ডার ট্রেনিং ম্যানুয়েল তৈরি করা। এই ম্যানুয়েলে পিএফএ ১২টি বিষয় যুক্ত করা। সংস্থার ষ্টাফ এবং কর্মীদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা উন্নতি করা। অন্যান্য সংস্থা আগ্রহী হলে তাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	ছ. একটি জেন্ডার ট্রেনিং ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে। এই ম্যানুয়েলে পিএফএ বিষয় যুক্ত করে সংস্থার ষ্টাফ এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
জ. স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচনে অধিকহারে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচিত করার লক্ষ্যে সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণ। ইউনিয়ন ও গ্রামে নারী কমিটি গঠন করা। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারীর উন্নয়ন, শান্তির বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠনের সাথে কাজ করা।	জ. স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচনে অধিকহারে প্রার্থী মনোনয়ন ও নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে সংস্থা সহায়তা করেছে। গ্রাম সংগঠনের নারী কর্মীদের মধ্য থেকে ১৮৭ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। ইউনিয়ন ও গ্রামে নারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারীর উন্নয়ন, শান্তির বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠনের সহায়তায় কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

উষা

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. ১২০টি সংস্থা সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হবে। খ. সিডও-এর বিষয় বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা নেবে। গ. শিক্ষা ও নারী অধিকারের বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। ঘ. বাংলাদেশের ছয়টি অঞ্চলে আঞ্চলিক এবং জাতীয় solidarity গঠন করা হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে গণ সমাবেশের আয়োজন করা হবে, পিএফএ-র বিষয় জনগণকে অবহিত করা হবে। ঙ. বেইজিং পরবর্তীতে উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের জন্য কার্যক্রম শুরু করা হবে । চ. উত্তরাধিকার বিষয়ে পথ নাটকের আয়োজন করা হবে। ছ. Solidarity Advisory Committee-র মাধ্যমে এক বছরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (১) এ্যাডভোকেটদের সম্মেলন (২) গণ সমাবেশ (৩)লিফলেট এবং অন্যান্য তথ্য সম্বলিত পেপার মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। জ. Solidarity কর্মসূচিতে রয়েছে-স্মারকলিপি প্রদান, কর্মশালা ও সমাবেশ করা, বার কাউন্সিল সভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভা ও সমাবেশ, সাংস্কৃতিক পর্যায়ে কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ।	• জাতীয় সলিডারিটি গঠন করা হয়েছে (সরকারী, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি, ছাত্র-শিক্ষক, এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমন্বয়ে) • স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি সলিডারিটি কমিটি গঠন করে পিএফএ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। (কর্মশালা ওসেমিনারের আয়োজন, গণসমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) • প্রকাশনা (পোস্টার, বুকলেট, উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তনের জন্য লিফলেট) নিয়মিতভাবে চলছে।

খান ফাউণ্ডেশন

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য (প্রযুক্তিসহ) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। খ. ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের জন্য ২৫টি জেলায় স্থানীয় সরকার, পুষ্টি, স্যানিটেশন ও ঋণদান বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	• নারীদের সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে (ক) নারীর ক্ষমতায়ন (২) নেতৃত্বের বিকাশ (৩) আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অব্যাহতভাবে চলছে। • স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রেখে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ চলছে। • পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাক

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
ক. প্রজনন স্বাস্থ্য ও মেয়ে শিশুর বিষয়ে কর্মসূচি অব্যাহত রাখা। খ. আইনগত ও মানবাধিকার বিষয়ে কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চলবে। গ. জেন্ডার সম্পর্কের (Gender relationship) উন্নয়ন। ঘ. Gende equality action learning programme গ্রহণ। ঙ. নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ (Leadership training) কর্মসূচি গ্রহণ।	১. সংস্থা পর্যায়ে জেন্ডার পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। ◆ পিএফএ-র ইস্যুর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা চলছে। ◆ নিজ সংস্থায় সরকারের সাথে শিক্ষা বিষয়ক (স্কুল প্রোগ্রাম) নারী স্বাস্থ্য বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ◆ কমিউনিটি স্তরে নারীর আইনগত অধিকার সচেতনতার জন্য আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। অর্জন : ◆ সংস্থা পর্যায়ে নারী পুরুষ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে। ◆ গ্রাম সভাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ◆ স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। ২. নারী স্বাস্থ্য, মেয়েশিশু, আইনগত নারীর মানবাধিকার বিষয়ক, নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

ইউএসটি

গৃহীত কর্মপরিকল্পনা	গৃহীত উদ্যোগ
• পিএফএ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • মেয়ে শিশুদের উপর কাজ করা • মায়েদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার উপর কর্মসূচী	ক. সংগঠনের পক্ষ থেকে পিএফএ বিষয়ে এডাব-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খ. মেয়ে শিশুদের উপর কাজ শুরু করা হয়েছে। গ. মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার উপর কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। ঘ. বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

সম্মেলনের বাস্তবতা ঃ বাংলাদেশে নারীর বর্তমান অবস্থা

১১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন বেইজিং সম্মেলনে উত্তর খুব বেশী অগ্রসর হয়নি। আলোচ্য অধ্যায়ে। পিএফএ-এর ১২ বিবেচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারীদের বাস্তবতা আলোচ্য অধ্যায়ে বিশ্লেষণাত্মকভাবে আলোচিত হয়েছে।

১১.২ ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ

প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন প্রস্তাবিত কার্যক্রম বিবৃত হয়েছে ক্ষমতাকাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশ গ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে অংশগ্রহণে নারী যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৬-৮৫ কে (নারী দশক) ঘোষণার পর এবং বেইজিং নারী সম্মেলনের ঘোষনার পরও বাংলাদেশে রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের ব্যাপ্তি পরিমাপের চলক যেমন সংখ্যা, দলীয় পদসোপানে পদ, জাতীয় সংসদে উপস্থিতি ও কার্যকরিতা ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামো ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে পুরুষের আধিপত্য লক্ষনীয়। এদেশের নারী সমাজ সর্বত্রই অধস্তন কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তিক। প্রকৃত প্রস্তাবে, রাজনীতি একটি জাতির প্রাধিকার ও নীতির দ্বারা নির্ধারিত; গণতন্ত্রের উত্তরণের সাথে নারী ও রাজনীতি একটি প্রসঙ্গিক বিষয়।

নারী প্রতিনিধিত্ব

বাংলাদেশের নারীদের সবচাইত স্বাভাবিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হচ্ছে নির্বাচনে ভোট প্রদান। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই সহজসাধ্য ও কম বিধিনিষেধ সম্পন্ন এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশ নিয়ে আসছেন। পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজীনতিতে সীমিত সুযোগ থাকার কারণে নারী রাজনীতিক কর্মীরা মহিলা সংগঠনগুলোতে অংশ নেয়াকেই অধিক কার্যকর মনে করেন। তাই তাদের রাজনীতিক অভিলাষ ও প্রচেষ্টাকে অনেক ক্ষেত্র জাতীয় রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না করে নারী সংগঠন বিনির্মানে কাজে লাগান। যেহেতু তুলনামূলকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কম সেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ধারায় তারা আজও প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও নারীদের পশ্চাৎপদতার কথা ভেবে আইন সভায় মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনে নারীপ্রতিনিধিত্বের সুযোগে

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় নারীরা স্বতন্ত্র বা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকর হারায় নি। তাই বাংলাদেশে নারীরা জাতীয় সংসদে দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করেছেন।

দলীয় কাঠামো এবং আইন সভায় নারীদের উপস্থিতি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ ও নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যকার মূল যোগসূত্র হওয়ায় তাদের মনোনীত প্রার্থীগণই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসীন হন। নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দলীয় কাঠামোয় অবস্থান তাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগনে মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে কোনো উন্নতি নেই। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলন ১৭ জন। ফলে মূলধারা রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক গদগুলো সরসরি নির্বঅচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩(০.৯%), ১৫(১.৩%), ৭(১.৭%) এবং ১০(১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩টি রাজনৈতিক দল ৩২ জন নারীকে সরাসরি নির্বাচনে দাঁড় করায়। সর্বমোট ৩৬ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে গণফোরাম থেকে সর্বোচ্চ ৭ জন, আওয়ামী লীগ থেকে ৪ জন, বিএনপি থেকে ৩ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ৩জন, ক্ষুদ্র দলগুলোর ১৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৪ জন, নির্বাচনে অংশ নেন। এ সকল মহিলা প্রার্থী মোটি ৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য যে ইসলামী মৌলবাদী দল জামায়েত-ই-ইসলামী উক্ত নির্বাচনে কোনো নারীকে সরাসরি আসনে মনোনয়ন দেয়নি। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ৫ জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকায় বিজয়ী হন। এভাবে আওয়ামীলীগ, বিএনপি ও জাতীয়পার্টির এ সকল নারী প্রার্থী তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা এবং বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া যথাক্রমে ৩টি ও ৫টি আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক ও জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ বাকি ৩টি আসন থেকে জয়ী হন। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সংসদের উপ-নিবাচনে জাতীয় পার্টির বেগম তাসমিমা হোসেন এবং বিএনপির মমতাজ বেগম নির্বাচিত হন । এখানে উল্লেখ্য যে জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যক্ষ আসনে নারী সদস্যদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ২জন, ১৯৮৮ সালে তে ৪ জন, ১৯৯১ তে ৫ জন, ১৯৯৬ সালে ৭ জন সংসদের সংরক্ষিত আসনগুলো যোগ করলে আইন সভায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার বৃদ্ধি পায়। তাবে নির্বাচিত সাংসদদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান থাকায় সংরক্ষিত আসনগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দখলে যায়।বাংলাদেশের প্রথম তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সংরক্ষিত নারী আসনের সকল সদস্যই ছিল সরকারি দলের। ৭ম জাতীয় সংসদে বিজয়ী অওয়ামী লীগ ঐকমত্যের সরকারের নামে ৩টি সংরক্ষিত আসন জাতীয় পার্টিকে দিয়েছি। বলাবাহুল্য যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া পারোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের দলের পুরুষ নেতৃত্বের অধীনস্থ করে এবং তারা সরকারি দলের ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করেন। এই নির্ভরশীলতা সম্পর্কের কারণে ও সার্বিকভাবে গুরুত্বহীনতার দরুন সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের ত্রিশ সেট অলঙ্কার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহিলা সাংসদদের জনপ্রতিনিধিত্বশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। কেননা, তাদের নির্বাচনী এলাকার সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভবপর নয় যা তাদের অবস্থানকেই দুর্বলতর করে এবং কার্যকারিতা হ্রাস করে। যেহেতু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদগণ নারীসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি নন তাই সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রথম চারটি সংসদে নারী সাংসদদের ভূমিকা ছিল গৌণ এবং নিম্ন অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত আগাগোড়াই বাজায় থাকে। পঞ্চম সংসদে নারী সদস্যগণেরে ভূমিকা দৃশ্যমান হলেও তা আইন প্রণয়ন কর্মকান্ডে কোন গুণগত পরিবর্তন আনেনি। তবে তারা সাধারণভাবে সংসদের কার্যক্রমে অংশ নেয়ার প্রচেষ্টাচালিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারে প্রচেষ্টা চালান ।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ঃ

- নির্বাচন প্রচারাভিযানে নারীরা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। কোন কোন নারী প্রার্থীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, রক্ষণশীল গ্রুপসমূহ ধর্মীয় অনুভুতি ব্যবহার করে মহিলা প্রার্থীদের জনসভার মাধ্যমে সংযোগ সৃষ্টি করা থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা চালায়।
- এ যাবৎ অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে (১৯৭৩, ১৯৭, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১) প্রার্থী হিসেবে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত দূর্বল এবং প্রান্তিকতায় রয়ে গেছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচন নারী মোট প্রার্থীসংখ্যার ২ শতাংশের নীচে বিরাজ করে
- সাধারণত দেখা যায় দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না। সুতরাং নারীকে সমাজ, প্রথা এবং সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে হয়।
- সাম্প্রতিককালে রাজনীতি বিশেষভাবে নির্বাচনী রাজনীতি। পেশীশক্তি, বাহুবল ও অর্থবলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনের পথে এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা।
- স্বামী, পিতা বা অন্য নিকট পুরুষ আত্মীয়ের সূত্র ধরে তাদের রাজনৈতিক শক্তির উপর ভর করে নারীর রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ ঘটেছে পূর্ববর্তী সংসদে, যা কেনো কোনো মহলে সমালোচিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

আগে আত্নীয়তার সূত্র মনোনয়ন দেয়া হতো। সাম্প্রতিককালে নারী (কন্যা, স্ত্রী, বোন) রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্যতা ধারন করেছেন বলে তারাও সহজেই মনোনীত হচ্ছেন।

- নারী সদস্যদের অধিকাংশই রাজনীতির অঙ্গনে নতুন এবং সংসদীয় প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সম্পর্কে পূর্বোক্ত জ্ঞানের অভাব থাকে।
- বিগত ৫টি সংসদের কার্যকালে গত প্রায় ২৫ বছর ধরে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার কার্যকারীতা পর্যালোচনা করে দেশের সচেতন নারী সমাজ পরোক্ষ ভাবে এ মহিলা আসনের নির্বাচন ব্যবস্থা বর্তমান যুগোপযোগী নয় বলে মনে করেছেন। ৩০ জন মহিলা সাংসদ সরাসরি নির্যাচিত হন না বলে তাদের এলাকার প্রতি দায়িত্বের ও জবাবদিহিতা থাকে না। তাই তারা এলাকার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না।
- পরোক্ষভাবে মহিলা নির্বাচন নারীর রাজনেতিক ক্ষমতায়নের পরিপন্থী। নির্বাচিত প্রতিনিধি না হওয়ায় সংসদে তাদের গুরুত্ব বৈষম্যমূলক। ফলে নারী প্রগতির পক্ষেও নারী স্বার্থ রক্ষার্থে কোন বিল সংসদে উপস্থাপন করতে গেলে তাদের কে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবে তারা নারীর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে কোন কার্যাকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।
- জনসংখ্যার তুলনায় সংরক্ষিত আসন মাত্র ১০% বলে সংসদে তাদের কার্যকরী কোন ভূমিকা থাকে না। দেশের ৬ কোটি মহিলার জন্য মাত্র ৩০ জন সদস্য নিতান্তই অপ্রতুল। ফলে আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অর্ধাংশের কোন গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে না বলে তাদের মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্ন হতে বাধ্য।
- নারীগণ এলাকার প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে না। তাদের কোন জনপ্রিয় ভিত্তি থাকে না যা তাদের কেউ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেনা।
- সরকারী দলের বোনাস আসন' হিসাবে উপরি পাওনা হলো মহিলা সংসদগণ।
- মনোনীত মহিলা সাংসদগণের দলীয় ক্ষমতা কাঠামোর মূল পদে না থাকায় তারা দলীয় নেতৃত্বে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
- সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া আসনগুলিকে সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতৃত্বের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ ঃ

দুই বছরের রাজনৈতিক অচলবস্থা ও ১৯৯৬ এর অবাধ নির্বাচনের পর ৭ম জাতীয় সংসদের কাজ শুরু হয়। এ সংসদকে ঘিরে নারী সহ অন্যান্য সচেতন গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন ইতিবাচক আশার সঞ্চার হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ সংসদে ৩০টি আসনের সাংসদ ছাড়াও ৭ জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এসেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তাদের অনেকেরই সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। এদের অধিকাংশই সমাজের শহুরে ধনাঢ্য বংশের এবং তাদের নির্বাচনী এলাকার সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ। বেশির ভাগ নারী সাংসদই সমাজকর্মী এবং তারা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক, লবিং ও জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন। তাদের কয়েকেজনের রাজনৈতিক পটভূমিসহ পূর্বতন সংসদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সারণী-১ এ দেখা যাচ্ছে যে ৭ম সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদের সংখ্যা পূর্বের সংসদগুলোর চাইতে অধিক।

সারণী : সংসদে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উপস্থিতি

সংসদ	মোট নারী সাংসদ	অভিজ্ঞ নারী সাংসদ	শতাংশ
প্রথম (১৯৭৩)	১৫	৫	৩৩.৩
দ্বিতীয় (১৯৭৯)	৩০	৭	২৩.৩
তৃতীয় (১৯৮৬)	৩২	৩	৯.৩
চতুর্থ (১৯৮৮)	৯	৩	৭৫.০
পঞ্চম (১৯৯১)	৩৫	১২	৩৪.২
ষষ্ঠ (১৯৯৬)	৩৭	১৪	৩৭.৮

এটা মনে রাখা দরকার যে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অভিজ্ঞ সাংসদদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জাতীয় নেত্রী হিসেবে এই দুই নেত্রীর কার্যক্রম অন্যান্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের কাজকে প্রতিফলিত করে না।

প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তের মাসে ৭ম সংসদের ৫টি অধিবেশন বসে। সাংসদদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত অধিবেশনগুলোর কার্যবিবরণী নির্দেশ করে যে নারী সাংসদগণ সংসদীয় বিতর্কসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রধানত পুরুষ সদস্যদের করায়ত্ত থাকলেও নারী সাংসদগণ ৭০ ও ৭১(ক) ধারা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা ৮০টি নোটিশ প্রদান করেন। ধারণা অনুযায়ী তারা নারী সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং তাদের দেয়া ১৮টি নোটিশ ছিল সম্পূর্ণভাবে নারী বিষয়ক। এর মধ্যে রয়েছে অধ্যাপিকা পান্না কায়সার (আসন-২৩) প্রদত্ত পাচটি নোটিশ যথা ঃ ফতোয়া ও নারী নির্যাতন; পুলিশ হেফাজতে সীমা চৌধুরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু; প্রতিটি ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও থানার নারী নির্যাতন রোধে কমিটি গঠন; স্থানীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন করা; এবং নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য বিশেষ আদালত গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপিকা খালেদা খানমের ৪টি নোটিশ ছিল; নারী বিষয়ক অধিদপ্তর; নারীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা; কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য ১৩% কোটা ও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল সংক্রান্ত। বেগম ফরিদা রউফের (আসন-২) নোটিশটি ছিল দেশের উত্তরাঞ্চলে ১৬টি জেলায় হাজার হাজার মা ও শিশুর অপুষ্টিজনিত রোগ বিষয়ক। সৈয়দা জেবুন্নেসা হকের (আসন-২৪) নোটিশ দুটি ছিল যথাক্রমে সিলেট কিশোরী মোহন বালিকা বিদ্যালয়ের সরকারিকরন এবং সুনামগঞ্জের হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার জেলায় একটি সরকারি কলেজ স্থাপন। ব্যরিষ্টার রাবেয়া ভুঞা (আসন-১৯) নোটিশ ছিল বাংলাদেশে মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত। বেগম শেওফতা ইয়াসমিন (আসন-২১) নোটিশ ছিল বিয়ের পর যৌথ সম্পত্তির ওপর স্ত্রীর অধিকার বিষয়ক। চিত্রা ভট্টাচার্যের (আসন-১৪) নোটিশ ছিল পূর্ণাঙ্গ ও পৃথক পারিবারিক আদালত গঠন; আঞ্জুমান আরা জামিল (আসন-৮) নোটিশ ছিল হিন্দু নারীদের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার বিষয়; এবং বেগম শাহিন মনোয়ারা হকের (আসন-৭) দুটি নোটিশ ছিল যৌতুক প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত।

নারী বিষয়ক নোটিশ ছাড়াও মহিলা সাংসদগণ অন্য যে সকল বিষয়ে নোটিশ প্রদান করেন তার মধ্যে ছিল; দেশের উত্তরাঞ্চলে শিশু শ্রম; বন্যা সমস্যা; নদী ভাঙ্গন; দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অংশে ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ ; হাসপাতাল উন্নয়ন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোর পুনর্বাসন; চট্টগ্রামকে প্রকৃত বাণিজ্যিক রাজধানীরূপে গড়ে তোলা; বিদ্যুৎ সমস্যা; বায়ু দূষণ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহার ইত্যাদি।

৩য় অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ২০ জন নারী সাংসদ অংশগহণ করেন। এদের বেশিরভাগ চার থেকে পাচ মিনিটি বক্তব্য রাখেন। কিছু সংখ্যককে অধিক সময় বরাদ্দ করা হয় এবঙ খুরশীদ জাহান হক (দিনাজপুর-৩) ১০ মিনিট, বেগম রওশন এরশাদ (ময়মনসিংহ-৪) এবং মেহের আফরোজ (আসন-২০) ৬ মিনিট করে বক্তব্য রাখার সুযোগ পান।

অন্যান্য সংসদীয় বিধি ব্যবহারে নারী সাংসদদের বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। অবশ্য বেগম আলেয়া আফরোজ (আসন-১০) ১৬৩ ধারা অনুযায়ী বিশেষ অধিকার প্রশ্ন এমপি হোষ্টেলে স্থান বরাদ্দের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (আসন-১১) ১৬৮ ধারায় সংসদ ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের পিস্তল আটকের ঘটনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপিকা পান্না কায়সার (আসন-২৩) ১৪৭ ধারায় সড়ক দূর্ঘটনা রোধে আলোচনার নোটিশ দেন।

১৯৯৭-৯৮ বাজেট অধিবেশনে ব্যাপক সংখ্যক নারী সংসদ জাতীয় বাজেটের ওপর বির্তকে অংশ নেন। এভাবে আলোচনাকারীদের মধ্যে ছিলেন : বেগম মতিয়া চৌধুরী; রাজিয়া মতিন চৌধুরী; অধ্যাপিা

Dhaka University Institutional Repository

খালাদা খানম; ভারতী নন্দী; চিত্রা ভট্টাচার্য; কামরুন্নাহার পুতুল; অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমূখ। এদের জন্য ৬ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় বরাদ্দ করা হয়।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন:

তবে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় মানবাধিকার লংঘনের এক কালো অধ্যায় সূচিত হলেও নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে নারীর উজ্জল উপস্থিতি সবার নজর কেড়েছে। মোট ৩টি কোটি ৬৩লক্ষ১৫ হাজার ৬শত ৮৪জন নারী এবার নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ প্রয় ৭কোটি ৫০ লাখ ভোটারের অর্ধেক নারী ভোটারের ভোটদানের এই সংখ্যা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে নারী ক্ষমতায়নের পথে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি।

সারণী নারী ভোটারদের অগ্রযাত্রা

সাল	মোট ভোটারদের	পুরুষ ভোটার	নারী ভেটার
১৯৭৯	৩৮৩৬৩৫৮	২০০৩৪৭১৭	১৮৩২৯১৪১
১৯৮৬	৪৭৮৭৬৯৭৯	২৫২২৪৩৮৫	২২৬৫২৫৯৪
১৯৮৮	৪৯৮৬৩৪২৯	২৬৩৭৯৯৯৪	২৩৪৮৩৮৮৫
১৯৯১	৬২১৮৭৪৩	৩৩০৪০৭৫৭	২৯১৪০৯৮৬
১৯৯৬	৫৬৭১৬৯৩৯	২৮৭৫৯৯৯৪	২৭৯৫৬৯৪১
২০০১	৭৫০০০৬৫৬	৩৮৬৮৪৯৭২	৩৬৩১৫৬৮৪

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১ এ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও ১১ দলীয় জোট সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। আওয়ামী লীগের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয় : জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা দ্বিগুন অর্থাৎ ৬০ টি করা হবে। জাতীয় সংসদের প্রতি পাঁচটি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে এবং সরাসরি নির্বাচন হবে।" আর বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১ এর নারী সমাজ অংশে ঘোষণা করে যে ".....সংসদে নারীদের কার্যকর ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদেক্ষেপ নেওয়া হবে।" অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও জামাত তাদের ইশতেহারে সংসদে নারী আসনে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করলেও নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে কোন স্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করেনি। তবে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দেশের এ দুটি প্রধান দল নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে তাদের ইশতেহারে প্রাধান্য দিলেও, নারীদের মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে সে আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি। বিএনপি ও চার জোট মাত্র ৬জন ও আওয়ামী লীগ মাত্র ১১ জন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছে । ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেখানে সকল দল থেকে ৩৬ জন নারী ,

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এদের মধ্যে ৮ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ ৮ম জাতীয় সংসদে ৩৮ জন মনোনয়ন লাভকারী নারীর মাত্র ৬ জন বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদে আসতে পেরেছেন।

মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহণ ঃ

সনাতনভাবেই নারীরা ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে খুব সীমাবদ্ধ সুযোগ পেয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে সভ্যতা ও গণতন্ত্রের ধারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক প্রথা হলো প্রেসিডেন্ট পদে কোন মহিলা প্রার্থী দাঁড়াতে পারবেন না। সেই তুলনায় বিশ্বের অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয় পদেই নারী নেতৃত্ব রয়েছে। যা আমেরিকাতে কল্পনাই করা যায় না। তথাপি উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে সরকারের নির্বাহী বিভাগ মন্ত্রী পরিষদে নারীদের অবস্থান খুবই ক্ষীন। মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহণ নিম্মোক্ত ভাবে আলোচনা করা যায়।

সারণী ঃ মন্ত্রীপর্যায়ে মহিলা অংশগ্রহণ

বছর	পূণ মন্ত্রীর পদ				প্রতি/উপমন্ত্রী				মোট			
	পুরুষ	%	নারী	%	পুরুষ	%	নারী	%	পুরুষ	%	নারী	%
১৯৭২-৭৫	৩৩	১০০	০	০	১৭	৮৯	২	১১	৫০	৬	২	৪
১৯৭৫-৮২	৬৩	৯৭	২	৩	৩৮	৯০	৪	১০	১০১	৯৪	৬	৬
১৯৮২-৯০	৮৫	৯৭	৩	৩	৪৮	৯৮	১	২	১৩৩	৯৭	৪	৩
১৯৯১-৯৬	২২	৯৫	১	৫	১৬	৮৯	২	১১	৩৬	৯২	৩	৮
১৯৯৬-৯৭	১৪	৮২	৩	১৮	৯	৯০	১	১০	২৩	৮৫	৪	১৫

সারণী ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার।

প্রশাসন	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মোট মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২-৭৫)	৫০	২	৪
জিয়াউর রহমান (১৯৭৯-৮২)	১০১	৬	৬
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯০)	১৩৩	৪	৩
বেগম খালেদা জিয়া (১৯৯১-১৯৯৬)	৩৯	৩	৫
শেখ হাসিনা (১৯৯৬-২০০১)	২৬	৪	৪

উৎস ঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ৮ মার্চ ৯৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান খালেদা জিয়ার সরকারের গেবগম খালেদা জিয়অ, খুরশীদ জাহান ক।, জাহানরা বেগম, বেগম সেলিনা রহমান উল্লেখযোগ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অনেকে।

মন্ত্রীসভায় নারী অংশগ্রহনের প্রতিবন্ধকতা ঃ

- বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বলে সচরাচর বিবেচিত নয়। এমন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। মেয়েলি বা ফেমেনিন বিষয় বলে বিশ্বের অন্যন্য অঞ্চলেও চিহ্নিত এমন সব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মহিলামন্ত্রীদের যোগাযোগ ঘটছে বাংলাদেশে। যথা ঃ সমাজ কল্যাণ, মহলিা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি।
- বিগত দশকে বিশেষভাবে, মন্ত্রী পরিষদে দীর্ঘ সময়ে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না।
- মন্ত্রণালয়ের কাঠামোয় কখনও কোন নারী মন্ত্রী পুরুষ মন্ত্রীর উর্ধ্বতন পদে আসীন হয়নি। অর্থাৎ প্রতি বা উপমন্ত্রী হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন, পদসোপানে পুরুষ মন্ত্রীর অধীনে। কিন্তু এর উল্টোটা কখনই ঘটেনি।
- বাংলাদেশে সংবিধানে ৫৬(২) ধারা অনুযায়ী সংসদে নির্বাচনের যোগ্য (অথচ সংসদ সদস্য নন) এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ করা যায়, তবে এর সংখ্যা মন্ত্রী পরিসধদে সর্বোচ্চ একদশমাংশের বেশী হবে না। বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত পুরুষ রাজনীতিক এবং টেকনোক্র্যাট এভাবে মন্ত্রীসভায় স্থান পেয়েছেন কোন নারী নয়।
- অনেক সময় মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ও থাকেন একজন পুরুষ। যেমন আওয়ামী লীগের সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী হলেন ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন।
- জনসংখ্যার প্রথম অর্ধেক হয়েও রাষ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন নেই বলনেই চলে। তাছাড়া মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দেয়া হয় না। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবার ক্ষমতা ধারন করে না বলে ধরে নেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলে মহিলা সদস্য ঃ

নারীরা রাজনীতিতেতে শুধুমাত্র পিছিয়েই নেই, রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা নগন্য। জামায়াতে ইসলামের কমিটিতে নারী সদস্য নেয়াই হয় না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আওয়ামী লীগের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতেও করুন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বি,এন,পি শাসনামলে এই সরকার স্থায়ী কমিটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যকটি স্তরে নারী সদস্যদের অন্তভূক্ত করেছে নিম্নে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহে স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা দেয়া হলো

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থায়ি ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বিএনপি	জাতীয় স্থায়ী নির্বাহী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলামী	মসলিস ই শুরা	১৪১	-
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, মসলিস ই শুরা	২৪	-

উৎস ঃ রাজনৈতিক দলের অফিসসমূহ থেকে সংগ্রহ এবং ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।

বর্তমানেও আমার এ অবস্থা থেকে রেরিয়ে আসতে পারিনি।

প্রশাসনে নারী ঃ

আধুনিক কালে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিষয়টি শাসনের সাথেই বেশী জড়িত। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয়পদসমূহে নারী তেমন একটা নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি।

সারণী প্রশাসনে উচ্চ পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণের হার

পদ	পুরুষ	নারী	মোট	%
সচিব	৪৮ জন	১ জন	৪৯ জন	২.০৮
অতিরিক্ত সচিব	৫৫ জন	১ জন	৫৬ জন	১.৮১
যুগ্ম সচিব	২৭২ জন	৩ জন	১৭৫ জন	১০১০
উপসচিব	৬৪২ জন	৬ জন	৬৪৮ জন	০.৯৩

সূত্র সংস্থাপন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত;

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উচ্চ পর্যঅয়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত। বর্তমানে২৯টি ক্যাডারে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২৬৭ এবং পুরুষের সংখ্যা ২৪৮৩৫ জন। নিচের সারণীতে সরকারী প্রশাসনে নারী অংশগ্রহনের চিত্র তুলে ধরা হলো (রহমান, ১৯৯৮)

সারণী সরকারী চাকুরীতে নারী অংশগ্রহণের হার

সরকারী চাকুরীতে নারী	১৯৮৮ সন	১৯৯৩ সন	১৯৯৭ সন
প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৫৪%	৭.৪৭%	৭.৫৪%
দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৬.৩%	৭.৪৬%	৮.০৬%
তৃতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা	৮.৯৫%	১১.৫৮%	১০.৬৬%

সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৯৯৮।

উপরের সারণীতে সিদ্ধঅন্ত গ্রহণে নারী অংশগ্রহণের একটি ধীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে এখনো কোন নারী অধিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে হাইকোর্টে বিচারপতি পদে বাংলাদেশে নারী বিচারপতি হলেন নাজমুন আরা সুলতানা।

সারণী বিচার বিভাগে নারী অংশগ্রহণ

কোর্টের প্রকারভেদ	পুরুষ		নারী	
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
সুপ্রিম কোর্ট	১৩	-	-	-
ট্রাইব্যুনাল কোর্ট	০৮	-	০২	-
জজ কোর্ট	৫০৫	১৬	৪০	-
মেজিষ্ট্রেসি	২০০০	-	১৯২	-

সারণী পুলিশ প্রশাসনে নারী

পদমর্যদা	পুরুষ	নারী
প্রথম শ্রেণী	৭৩২	১২
দ্বিতীয় শ্রেণী	২২৫	২৫
কনস্টবল	৭৯৮৫৯	২২০
মোট	৮০৮১৬	২৫৭

সূত্র ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচনে কমিশনের উচ্চ পদে কোন নারী নেই। বিশ্বদ্যিালয়ের মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কোন নারী এখনো অধিষ্ঠিত হয়নি। রাষ্ট্রদূত পদে একজন নারী বর্তমানে দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন। কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন নারী আছেন। সেনাবাহিনীতে একজন নারীকে বিগ্রেডিয়ার পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক অবস্থা অবলোকেনে এটি প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নারীর উপস্থিত এখনও নগন্য। এদের সংখ্যা দশ শতাংশের কম। অথচ বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে ১০ মথাংশ এবং নিম্ন পর্যঅয়ে ১৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত আছে কিন্তু এ কোটও পুরণ হচ্ছে না।

বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের স্বরূপ সন্ধানের এই প্রচেষ্টা থেকে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রায় সর্বাংশে পুরুষরা নিয়োজিত। সরকারী নীতি নির্ধারণে নারীর প্রেক্ষিত ও সমস্যাসমূহ পুরুষ সঠিক ও পর্যাপ্তবাবে প্রতিফলনে সক্ষম নয়, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

সরকারী কার্যে নারীদের অবস্থান ঃ

১৯৭৬ সালে যদিও মহিলাদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষিত করা হয় তথাপি ১৯৮২ পর্যন্ত তার উপস্থিতি ছিল অল্প। পাশাপাশি ১৫% নন গেজেটেড পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, ডাইরেক্টরেট, স্বায়ত্বশাসিত কোটায় ৪৯৮৮ জন নারী কর্মে নিয়োজিত। তম্মধ্যে ১৮৮৯ জন্য প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা রয়েছেন। নিম্মের ছক নারীর দূর্বল উপস্থিতি নির্দেশ করে।

সারণী ঃ সচিবালয়ে অধিকতর এবং স্বায়েত্বশাসিত কাঠামোতে

বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা নারী কর্মকর্তার সংখ্যা (১৯৯৬)

শ্রেণী	মন্ত্রণালয়		সরকারী দপ্তর		স্বায়েত্বশাসিত কাঠামো		মোট	
	মোট কর্মচারী	নারী	মোট কর্মচারী	নারী	মোট কর্মচারী	নারী	মোট কর্মচারী	নারী
১ম শ্রেণী	২০০	২০১	৩৫২২৫	৩৪৪৬	৪৩৬৮৭	১৯৮১	৮০৯০২	৫৬২৮ (৬.৪৪%)
২য় শ্রেণী	৭০	১১	১৩৫১৫	১২৩৩	২৪৪৮১	১৪০০	৩৮০৬৬	২৬৪৪ ৬.৭৮%
৩য় শ্রেণী	৪১৮৭	৩০৮	৪৫৮৪৩৩	৫৪৮৯০	১৩৫৪৯৯	৬৮৩১	৫৯৮১১৯	৬২০৭৯ ১০.০১%
৪র্থ শ্রেণী	২৩৫৪	২০৯	১৪৯২০২	৯৩৩৩	১০৪১৫৪	৩২৭৬	২৫৫৭১০	১২৮২০ ৪.৯৪%
মোট	৮৬১১	৭৭৯	৬৫৬৪০৫	৬৮৯০২	৩০৭৮২১	১৩৪৯০	৯৭২৮৩৭	৮৩১৭১

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ সনদ কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মার্চ। ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৯।

আনিসা হামেদ প্রথম বাংলাদেশের ব্যাংক সেক্টরের জেনারেল ম্যানেজার এবং তিনিই প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ব্যাংক সেক্টরেও নারী ক্ষমতায়নে নারী পুরুষ বৈষম্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

প্রশাসনে অংশগ্রহনের সমস্যা ঃ

প্রশাসনে নারীর বর্তমান দুর্বল অবস্থান অবশ্যই একটি সামাজিক প্রক্রিয়ায় ফসল। প্রশাসনের উর্ধ্বতন কাঠামোয় অংশগ্রহনরে ক্ষেত্রে সমস্যা সমূহ হলো ঃ

- নারী উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেছে পুরুষের তুলনায় অনেক পরে। বিভিন্ন পেশায় দ্বারও তাদের জন্য দেরীতে খুলেছে। বিভিন্ন পেশায় নারীর সামাজিক গ্রহনযোগ্যতাও এসেছে দেরিতে। সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্য করেছে এবং সামাজিক মূল্যবোধ পুত্র ও কন্যা সন্তানকে একই মাত্রায় দাঁড় করাতে চায়নি। সুতরাং বিভিন্ন পেশায় নারী এখনো তুলনামূলকভঅবে নিম্ন পদসোপানে অবস্থান করছে।
- মেধা তালিকায় খুব অল্প সংখ্যাক মেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে। এরপর যারা সাধারণভাবে উর্ত্তীণ হয় তাদের মধ্যে থেকে কোটার নিয়োগ ব্যবস্থার নিয়ম আছে যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না তাদের কোটায় নেয়া সম্ভব হয় না। ফলে কোটা পুরন হয় না।
- যাতায়াত সমস্যা, প্রশিক্ষনের অভাব, নিম্ন আবাসিক ব্যবস্থা, ইত্যাদির অভাব,
- কোটা ব্যবস্থা থাকলেও তা আশানুরূপ রক্ষিত হয়নি।

সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ ঃ

উচ্চতর পদগুলোতে নারীর উল্লেখযোগ্য হারে অবস্থান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যায়, যেমন ঃ

- পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে যে কয়েকজন নারী পদসোপান পেরিয়ে উর্ধ্বতন পদের যোগ্য হবেন তারাই উর্ধ্বতন পদে উন্নীত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

- যে সকল নারী এখন বিভিন্ন ক্যাডার থেকে এসেছেন এবং প্রশাসনে অবস্থান করছেন, তাদের উর্ধ্বগামিতা ত্বরান্বিত করা এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা বদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রশাসনের বাইরে নারীকে চুক্তিভিত্তিকভাবে নিয়োগ করা।
- প্রশাসনের উর্ধ্বস্তরে নারীর অবস্থান বৃদ্ধি এক ধাপে হয়ে যাওয়ার নয়।নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সেটা পর্যায়ক্রমে আসতে হবে। সম্ভব হলে ২০০৩ সালকে সামনে রেখে নারীর অগ্রগতি ও সমতার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রক্রিয়া বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রকে প্রদান করেছে।
- প্রত্যেক জেলা হেড কোয়ার্টারে একজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর, একজন মহিলা সহকারী সাব ইন্সপেক্টর ও ৫ জন মহিলা কনস্টবল নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- নারী শিক্ষার বিস্তার লাভ করা।
- নরীসবেতনাতাসৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। চাকরীকালীন প্রশিক্ষনের মানোন্নয়ন করা।
- প্রত্যেক অফিসে মেয়েদের পৃথক বাথরুম ও বিশ্রামকক্ষ থাকা জরুরী।
- জেলা ও থানা পর্যায়ে যেসব মহিলা কর্মকর্তা রয়েছেন। তাদের আবাসিক ব্যবস্থা ও মানউন্নয়ন হওয়া উচিত।
- চাকুরীর কোটায় নারীদের সম্পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- উর্ধ্বতন পদে নারীর পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- সকল ক্যাডার নারীদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১১.৩ নারী ও স্বাস্থ্য

বাঙালি মাত্রই ঊনস্বাস্থ্যের অধিকারী বাঙালির মধ্যে বাঙালি নারীর অবস্থা সবচে নাজুক। নাজুক স্বাস্থ্যের কারণে বাঙালি নারীর সর্বক্ষেত্রেই পশাদপদ। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ের বিভিন্ন চলকে অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও প্রকৃত পক্ষে নারীর স্বাস্থ্যের তেমন আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন প্রবাহের ধারা বেশ শ্লথ। রক্তশুণ্যতা সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

রোগ। বিশ্বে সকল নারীর ৪৩% এবং গর্ভবতী নারী ৫১% লৌহজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগেন। বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১ জন, প্রতিদিন ১,৬০০ জন এবং প্রতিবছরে প্রায় ৫ লাখ ৮৫ হাজার নারী বিশ্বব্যাপী গর্ভধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যান। এর মূল কারণ বিশ্বে ৪৮% কিশোরীর অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়। বাংলাদেশের ৭০% নারী পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে একজন পুরুষ গড়ে প্রতিদিন ২,২৯৯ ক্যালরী গ্রহণ করেন আর একজন নারী গ্রহণ করেন গড়ে ১,৮৪৯ ক্যালরী। বাংলাদেশের একজন গৃহবধূ পরিবারের সবার শেষে এবং সর্বশেষ তলানীটুকু আহার হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক এবং বাহককে পুষ্টিহীন করে ফেলেছে। এ রীতি অনুযায়ী মেয়ে শিশু জন্মের পর থেকে একজন নারী হিসেবে পরিবারে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বীকৃতি পান। বাংলাদেশে ৫ বছরের একজন শিশু বালিকা একজন ৫ বছরের শিশু বালকের তুলনায় প্রতিদিন গড়ে ১৬% ক্যালরী কম আহার করে। ৫-১৪ বছর বয়সী মেয়েরা ৫-১৪ বছর বয়সী ছেলেদের তুলনায় ১১% ক্যালরী কম খাবার আহার করে। একজন নারীকে ১৫ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত একজন পুরুষের তুলনায় বেশি ক্যালরীযুক্ত খাবার গ্রহণ করার কথা কিন্তু বাস্তবে হয় উল্টো। বাংলাদেশে এই বয়সে ৫৮% নারী রক্ত শুন্যতায় ভোগেন। দেশের ৭০% নারী নিরাপদ মাতৃত্ব ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত। ফরে নারী বিকলাঙ্গ ও কম ওজনের শিশু জন্ম দেয়। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ শিশু জন্মায় কম ওজনে এবং প্রতি হাজারে ৫ টি শিশু মারা যায় জন্মের সময় পুষ্টিহীনতার কারণে। প্রসূতি মাতৃ মৃত্যুর হার ৪.২%। একজন নারী তখনই চিকিৎসার সুযোগ পায় যখন সে গৃহকর্মের অনুপযোগী হয়ে উঠে। গ্রামের দরিদ্র নারীর চেয়ে শহরের বস্তীবাসী নারী অনেক বেশি সংক্রামক ব্যধির শিকার। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবই এর মূল কারণ। বাংলাদেশের নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের পরিবেশগত প্রভাব পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'অপুষ্টির দুষ্টচক্র' শিরোনামে চিত্রের সাহায্যে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

অপুষ্টির দুষ্টচক্র

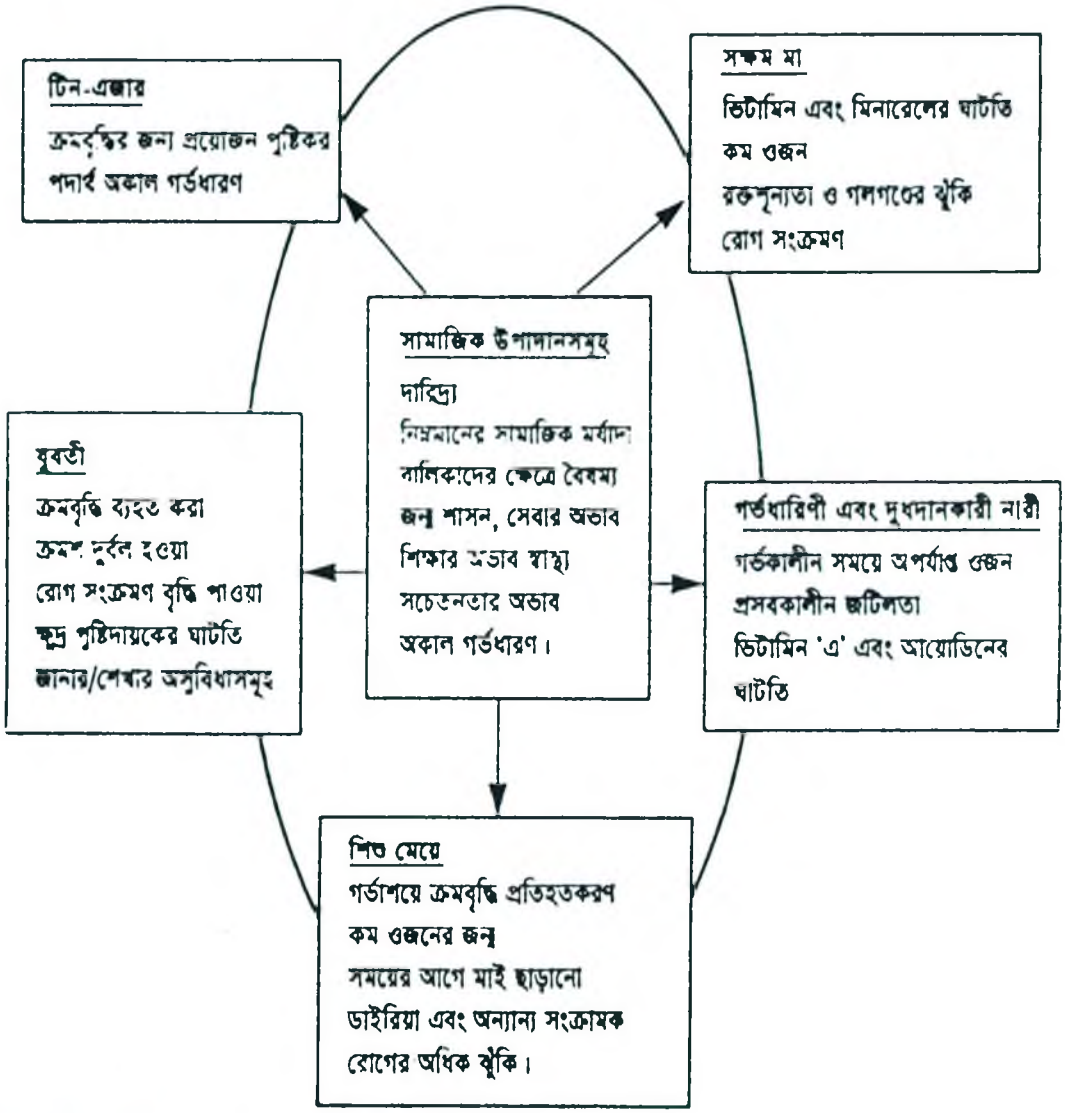

উৎস: ইউ, এন, এফ, পি, এ (সংশোধিত)

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়ায় ১৪% পল্লী নারী এবং ৩২% শহুরে নারী বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশেও পানি দুষণ এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দেশের ৫২টি জেলার টিউবয়েলের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় চেয়ে বেশি। নারী যেহেতু গৃহস্থালি কাজের সার্বিক দায়িত্ব পালক করেন তাই আর্সেনিকে আক্রান্ত পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। কারণ, জ্বালানী সংকটের ফলে পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পুরুষ সাধারণত শুধুই পানি পান করেন। কিন্তু নারী পানি পান করেন, পানির সাহায্যে পরিবারের জন্য খাদ্য রান্না করেন, ধৌতকরণ করেন। এভাবে তিনি সার্বক্ষণিক আর্সেনিক যুক্ত পানি ব্যবহার করে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষির সঙ্গে জড়িত নারীরা মারাত্মক ব্যাধির শিকার। কৃষির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেহেতু নারীর যোগাযোগ তাই ক্ষতিকর কীটনাশক ডার্টি ডজনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে এসব কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্যের বিশেষ করে নারী স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার ও ব্যবহৃত ফসল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তঃসত্ত্বা নারীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন এমনকি ভূমিষ্ঠ সন্তান জন্ম থেকেই রোগাক্রান্ত হয়। কৃষিতে আগাছা দমনের জন্য ব্যবহৃত ক্লোরিনযুক্ত এট্রাজাইন কীটনাশক স্তন ক্যান্সারের মত মারাত্মক ব্যাধির কারণ। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (IPPF) "পরিবেশ বিনষ্টের জন্য জনসংখ্যাই দায়ী কাজেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজন" এ দাবি করা হয়। ২০০১ এর আদমশুমারীতে বাংলাদেশর জনসংখ্যা ১৪ কোটিতে উন্নীত হতে পারে। বাংলাদেশের পরিবেশগত কারণে এই বিশাল জনসংখ্যার নেতিবাচক দায়িত্ব বাংলাদেশের নারীকেই বহন করতে হয়। বাংলাদেশের নারীকেই মূলত জন্মশাসন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় যা নাকি পরবর্তীতে নারীর বিভিন্ন জটিল ব্যাধির কারণ হয়। অথচ একজন নারী ১০ মাস ১০ দিনের মাত্র একটি সন্তানের জম্ম দেন। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ অনেক সন্তান জন্মদানের কারণ হতে পারেন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা অনেক বেশী অবদান রাখছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ সালের ২.১৭ থেকে ২০০০ সালে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে এ সাফলের ক্ষেত্রে পুরুষের অবদান পাঁচভাগের মাত্র একভাগ। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কারীর মোট সংখ্যা ৫১.৫ শতাংশ এর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির পদ্ধতি ব্যবহারকারী পুরুষের সংখ্যা মাত্র ১১.৩ শতাংশ। বাকী ৪০.২ শতাংশ নারী। (তথ্যসূত্র: ৩ সেপ্টেম্বর ২০০০। দৈনিক জনকণ্ঠ)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ১০০০ জনে অসুস্থতার প্রাবল্য, ১৯৯৬

রোগের নাম	নারী পুরুষ	পুরুষ	নারী
পেপটিক আলসার	১৬	১৫.৯	১৮.১
ডায়রিয়া	১৮.০	১৯.১	১৬.৯
ঠান্ডা	১০.৩	১০.৮	৯.৭
জ্বর	১৯.৩	১৮.৪	২০.৫
স্কেবিস	৬.১	৬.৫	৫.৬
কফ	৫.৬	৬.২	৫.০
রিওমেটিক	৫.৫	৪.৬	৬.৪
ম্যালেরিয়া	৫.৫	৫.৯	৫.০
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৫.১	৫.৪	৪.৮
এ্যজমা	৪.২	৪.৬	৩.৮
ডিসেন্ট্রি	২.৮	১.৭	৪.০
ব্লাড পেশার	২.৮	১.৮	৩.৮
প্রচন্ড মাথা ব্যাথা	২.৮	১.৮	৩.৭
টাইফয়েড	২.৬	২.৮	২.৩
দাঁত ব্যাথা	২.২	১.২	২.৬
অন্যান্য রোগ	৫৬.১	৫০.০	৬৫,৭

তথ্য ঃ হেলথ ও ডেমোগ্রাফিক সার্ভে ১৯৯৬, বিবিএস।

চিত্র ঃ প্রসবকালীন সহযোগিতা, ১৯৯৭-৯৮

তথ্য ঃ মালটিপল ক্লাষ্টার ইনডিকেটর সার্ভে, ১৯৯৭-৯৮ বিবিএস ও ইউনিসেফ।

Dhaka University Institutional Repository

১১.৪ নারী ও সহিংসতা

বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় নারীর সহিংসতার ঘটনা আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে এই সহিংসতার ঘটনা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে লক্ষনীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। পারিবারিক পর্যায়ে পরিবারের সদস্যগণের আচরণে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আচরণে, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীর আচরণে এবং নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রের আচরণে নারী যে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন তাতে মাত্রার তারতম্য থাকলেও একে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। 'পরিবার শান্তির নীড়' এই কথাটি প্রবাদে থাকলেও ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সকল স্ত রের নারীই পরিবারে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। বিয়ের আগে পিতা-মাতার সংসারে নানা অনুশাসন, বিধি-নিষেধ, শারীরিক নির্যাতন, এমনকি নিকটাত্মীয় কর্তৃক যৌন হয়রানি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে, বিয়ে, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে প্রবল। বিয়ের পর নারীকে মুখোমুখি হতে হয় নতুন চ্যালেঞ্জের। অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে যৌথ পরিবারে নারী শুধু স্বামী নয় তার আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখতে ব্যর্থ হলে গঞ্জনার শিকার হতে হয়। যৌতুক সংক্রান্ত বিষয়ে সহিংসতাই শুধু নয়- ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর যৌন দাবি মেটানো, জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার, স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ ও বন্ধ্যাকরণে বাধ্য করা, গর্ভাবস্থায় পরিবারের সদস্যদের অসহযোগী মনোভাব, সন্তান বিশেষ করে পুত্র সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা, উপর্জিত সমুদয় অর্থ (কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রে) পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হাতে তুলে না দেয়া, পারিবারিক কোনো কাজে স্বামী কিংবা আত্মীয় স্বজন অসন্তুষ্ট হলে কটূক্তি করাসহ নানা বিষয়ের অবতারণা করে মানসিক কষ্ট দেয়া ইত্যাদি বিভিন্নভাবে নারী পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। পরিবারের পরিচারিকাগণও নানাভাবে নির্যাতিত হন। পরিচারিকা নিয়োগদানের সময় 'পরিবারের সদস্যদের মতো থাকবে' এ রকম নানা ভাবালুতা দিয়ে আকৃষ্ট করা হলেও পরবর্তী সময়ে এদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ চলতে থাকে।

ইদানিং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতা, ছাত্রী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, প্রশিক্ষণের নামে এনজিও প্রতিষ্ঠানে নারী ধর্ষণ ইত্যাদি খবর সাম্প্রতিককালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে মানুষ যা ভাবেনি তা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নারী সহিংসতার বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে। সমাজে পথ চলায় নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ছিনতাইকারীর ভয় ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের আচারণ, চাহনি, অযাচিত ইঙ্গিত, অযাচিত স্পর্শ, কুৎসিৎ ভাষায় প্রয়োগ, টিপ্পনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে পরিবার ও রাষ্ট্র থেকে নারীকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কিংবা চাপ সৃষ্টি করা হয় আবার একই পদ্ধতি গ্রহণের দায়ে মৃত্যুর পর নারীর জানাযা না পড়া ও পরিবারকে একঘরে করার ঘটনাও এ সমাজে ঘটে থাকে। নারীকে প্রলুব্ধ করে ছল চাতুরী, প্রবঞ্চনা কিংবা বল প্রয়োগে গর্ভবতী করিয়ে কিংবা সন্তান জন্মদানের পর পিতৃত্বকে অস্বীকার করে, সমাজের সালিশ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ নারী যেমন পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনের কাছে নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হন- অন্যদিকে একপেশে ফতোয়ার দ্বারা অভিযুক্ত নারীর চুল কেটে দেয়া, মাথা নেড়া করা, জুতা মারা, দোররা মারা, পাথর ছুঁড়ে মারা তথা সমাজচ্যুতির রায় দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করে তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া কিংবা পতিতাবৃত্তির মতো অগ্রহণযোগ্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিককালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। এক সময় কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে সমালোচনা করা হলেও বর্তমানে এ ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে কর্মজীবী ও শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে- গার্মেন্টস সেক্টরে, নির্মাণ কাজে, অফিস আদালতে এবং অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে ও কারখানার উৎপাদনে। গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারীর সংখ্যা বেশি হলেও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও পুরুষ সহকর্মীদের অমার্জিত আচরণের প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রেই তারা করতে পারেন না। এভাবে তারা অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা শিকার হন। এসব সমস্যা নির্মাণ শ্রমিক কিংবা কারখানা শ্রমিকের বেলায়ও প্রযোজ্য। মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সকল নারী অফিস আদালতে কাজ করেন তারাও বিভিন্নভাবে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহকর্মীর দ্বারা যৌন হয়রানির ও অপমানের স্বীকার হয়ে থাকেন।

রাতে কাজ করে ফেরার পথে অনেক গার্মেন্টস কর্মী পুলিশ বাহিনীর সদস্য কর্তক অযথা হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হন। নিরাপত্তা হেফাজতের নামে থানায় আটকে রেখে নারীর ওপর সহিংস আচরণের ঘটনাও নতুন নয়। সীমা চৌধুরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামীরা বেকসুর খালাস পেলেও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক সীমা চৌধুরী ধর্ষণের মামলার রায় নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এক বিদেশী নারী অভিযোগসহ থানায় এলে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ায় খবর পত্রিকায় এসেছে।

বাংলাদেশে প্রতিদিনের খবরে সহিংসতার যে ধরন পাওয়া যায় তা সহিংসতার প্রকৃত চিত্র তুলে ধবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। অসংখ্য ঘটনার খবর পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান না পেলেও প্রকাশিত ঘটনাগুলো যে কোনো বিবেকবান মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। নারী আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রতিরোধ ও নতুন নতুন কঠোর আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও নারী ও শিশু নির্যাতনের হার অনেক বেড়ে গেছে। নিচে গত ৫ বছরে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র এবং সারা দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র তিনটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

গত ৫ বছরে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র						
সময়	ধর্ষণ	এসিড নিক্ষেপ	গুরুতর আহত	অন্যান্য	মোট	শিশু নির্যাতন
১৯৯৭	১৩৩৬	১১৭	২০৬	৪১৮৪	৫৮৪৩	৪৫৩
১৯৯৮	২৯৫৯	১৩০	২০০	৪০৯৮	৭৩৮৭	৬৭৬
১৯৯৯	৩৫০৪	১২২	২৩৯	৪৮৪৫	৮৭১০	৫৫৯
২০০০	৩১৪০	১২৭	২৯৭	৬৯৭১	১০৫৩৫	৪৪৯
২০০১	৩১৮৯	১৫৩	৩৫১	৯২৬৫	১২৯৫৮	৩৮১
মোট	১৪১২৮	৬৪৯	১২৯৩	২৯৩৬৩	৪৫৪৩৩	২৫১৫

[সূত্র : পুলিশ সদরদপ্তর]

সারা দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র	
১ জানুয়ারী ২০০১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত	
এসিড নিক্ষেপের শিকার	২৯৭ জন
যৌতুকের কারণে নির্যাতিত	৪৩ জন
যৌতুকের কারণে নিহত	১৩৯ জন
যৌতুকের শিকার হয়ে আত্মহত্যা	৬ জন
ধর্ষণের শিকার	৭২০ জন
ধর্ষিত শিশুর সংখ্যা	১৭১ জন
অন্যান্য কারণে নির্যাতিত/হত্যা	১৫ জন

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ আগষ্ট, ৮ মার্চ সংখ্যা, ২০০২]

জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত নারী নির্যাতনের চিত্র

এসডি নিক্ষেপের শিকার	২০৭ জন
যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন	২৯৯ জন
ধর্ষণ	১৩৩৩ জন
ধর্ষণের পর হত্যা	১২৬ জন

[সূত্রঃ প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর, ২০০২]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংবাদপত্রে (দৈনিক যুগান্তর, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ইত্যাদি) প্রকাশিত নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো নিচে তুলে ধরা হল:

ঘটনা-১ : সিমির মৃত্যু (ডিসেম্বর, ২০০১) ঃ নারায়ণগঞ্জের চারুকলা ইন্সটিটিউটের ছাত্রী সিমি ঢাকার খিলগাঁও এ থাকতো। রাতে বাড়ি ফেরার পথে দোয়েল, খলিল, মোফাজ্জল, রিপনসহ আরো অনেক তাকে উত্ত্যক্ত করতো। পাড়ার ছেলেদের উত্ত্যক্তও টীজ করাকে মেনে নিতে না পেরে ২৩ ডিসেম্বর সিমি আত্মহত্যা করে।

ঘটনা-২ : সীমা হত্যা (অক্টোবর ১৯৯৬) : ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর চট্টগ্রামে সীমা চৌধুরী নামের এক গার্মেন্টস কর্মী পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অভিযুক্ত চার পুলিশ তদন্ত কারী পুলিশের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ মামলা দায়ের এবং আলামত ও সাক্ষ্য রক্ষা না করায় বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

ঘটনা -৩ : শিশু তানিয়া (মার্চ ১৯৯৮) : ১৯৯৮ সালের ১০ মার্চ ঢাকার আদালত ভবনের পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ৫ বছরের শিশু তানিয়া ধর্ষিত হয়। মামলাটি এখনও চলছে।

ঘটনা- ৪ : ফাহিমার আত্মহনন (মার্চ, ২০০২) : রাজশাহীর পুঠিয়ায় মহিমার আত্মহননের মত আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষকরা নেশা করে মাতাল হয়ে কিশোরী ফাহিমাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার মিরপুর টোলারবাগে ফাহিমা লোক লজ্জায় হাত থেকে রক্ষা পেতে মহিমার মত এই কিশোরী আত্মহত্যা করে।

ঘটনা-৫ : মহিমা খাতুনের (ফেব্রুয়ারি ২০০২) : রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় কাঁঠলবাড়িয়ার মাহিমা খাতুন অস্ত্রের মুখে একদল যুবক কর্তৃক গণধর্ষিত হয়। অস্ত্রের মুখে গণধর্ষণ ও সেই বর্বরতার ছবি তুলে প্রকাশ করার কিশোরী মহিমা খাতুন বিষপানে আত্মহত্যা করে।

নারী নির্যাতন : জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত

জন্মের পূর্বে	:	মেয়ে শিশুর ভ্রূণ হত্যা, গর্ভকালে স্বামীর মারধোর, গর্ভধারণে বাধ্য করা।
জন্মের পরপরই	:	নবজাতক মেয়েশিশু হত্যা, মানসিক ও শারীরিক পীড়ন ও দুর্ব্যবহার, নবজাতকে মেয়েশিশুকে খাদ্য ও চিকিৎসা প্রদানে বৈষম্য।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবে	:	বাল্যবিবাহ, পরিবারের বা আশেপাশে লোকজনের দ্বারা যৌন নিপীড়ন; খাদ্য ও শিক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন, মেয়ে শিশুদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি, মেয়েশিশু পাচার।
কিশোরী বয়সে	:	বিয়ে বা প্রেমের নামে প্রতারণা করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও গর্ভপাতে বাধ্য করা, প্রেমিকের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া, অর্থের বিনিময়ে জোরপূর্বক যৌন কর্মে লিপ্ত করানো, কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, যৌন কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করা।
যৌবন বয়সে	:	ঘনিষ্ট পুরুষ সঙ্গী দ্বারা নিপীড়ন বা দুর্ব্যবহার, বিবাহিত জীবনে স্বামী কর্তৃক ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও হত্যা, স্বামী বা ঘনিষ্ঠ মানুষ কর্তৃক খুন, মানসিক নির্যাতন, কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানী ও ধর্ষণ; প্রতিবন্ধি মেয়েদের নির্যাতন।

বৃদ্ধ বা প্রবীণ বয়সে: বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও নিপীড়ন।

[সূত্র: নারী নির্যাতন ধারণা, ধরন ও প্রতিরোধ, শাহীন রহমান, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ষ্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলাপমেন্ট জানুয়ারি মার্চ, ২০০২ সংখ্যা]

সারণী ঃ নারীর প্রতি সহিংসতা ০১ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, ১৯৯৯

সহিংসতার ধরন	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলা	আগষ্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	মোট
ধর্ষণ	৫২	৪৮	৬২	৯৮	৬২	৫৮	৮১	৬০	৬২	৭৪	৩৮	৩৫	৭৩০
হত্যা/খুন	২৫	৪৬	৫৩	৫৩	৪৫	৩০	৪৮	৪০	৪০	৭২	৩৮	৪২	৫৩২
আত্মহত্যা	২৭	৩০	১৪	৪৬	২০	২৪	২৮	২৯	২০	৬১	৩৯	৩৬	৩৭৪
যৌতুক	০৯	০৮	১২	১৩	০৭	১২	১৬	১৪	১১	২২	০৮	১০	১৪২
অপহরণ	০৬	১২	১৪	১৫	১০	১৩	০৫	০৯	১৯	১০	১০	১০	১৩৩
এসিড নিক্ষেপ	০৩	০৫	১০	১১	০৯	১৪	০৮	১২	১১	০৬	১০	০৬	১০৫
ফতোয়া	০২	০২	০৪	০২	০২	-	০২	-	০২	০৬	০১	০৩	২৬

তথ্যসূত্র: দি ইনষ্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইটস (আইডিআর), তথ্য সংরক্ষণ সেল ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ

১৯৯৯, সালে ৭৩০ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৭৩০ টি ধর্ষণের মধ্যে ২৭৫টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ৬৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। উক্ত বছরে সর্বোচ্চ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এপ্রিলে ৯৮টি এবং সর্বনিম্ন ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ডিসেম্বরে ৩৫টি। ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৩ বছরের বালিকা থেকে ৫৭ বছর বয়সের বৃদ্ধা পর্যন্ত। ৩ থেকে ১০ বছর বয়সের বালিকাদের ৮৫ জন, ১১ থেকে ২০ বছর বয়সী ১৮২ জন এবং ২১ থেকে উর্ধ্ব পর্যন্ত মোট ১০৬ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। এছাড়া বাকিদের বয়স জনান যায় নি। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৪৮৭টি এবং ১৯৯৮ সালে তা ছিল ৮৪৩টি। সার্বিক হিসাবে গড়ে প্রতিদিন ২টি করে ধর্ষণের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে অনেক ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট বা মামলা হয় না। দাম্পত্য জীবনে ধর্ষণ এবং নিকটাত্মীয় যাদের সাথে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ এমন ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যৌন নিপীড়ন জানাজানি হয় না। সরকারিভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ বিধান' প্রণয়ন করে ধর্ষণের জন্য গুরুতর শাস্তি প্রস্তাব করা হলেও প্রস্তাবিত আইনে ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। ধর্ষিত নারীকে সামাজিকভাবে হেয় হতে হয় বলে যেমন সকল ধর্ষণের খবর জনান যায় না, তেমনি আদালতে মামলা করাও হয় খুব কম। আবার হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহারের চাপ দেয়া হয় এবং নানাভাবে ধর্ষিত নারীর পরিবারকে নিগৃহীত করা হয়। ধর্ষণের নৃশংসতা নারীর জীবনকে নানাভাবে ধর্ষিত নারীর পরিবারকে নিগৃহীত করা হয়। ধর্ষণের নৃশংসতা নারীর জীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। শরীরের ক্ষতের চেয়েও মানসিক বিকারগ্রস্ততা জন্ম দেয়। একজন ধর্ষিত নারীর বিপদগ্রস্ততা সম্পর্কে এক গবেষণায় গুহঠাকুরতা উল্লেখ করেন, "…. অনেক ক্ষেত্রেই তার নিজের পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব তাকে প্রত্যাখ্যান করে। .....সেহেতু সেও চলে যেতে চায় অন্য কোনোখানে।" এভাবে আক্রান্ত নারীকে সকল পরিস্থিতি মেনে নিতে হয়, তাকে যেমনি মেনে নিতে হয় কোনো পুরুষের ধর্ষণ তেমনি মেনে নিতে হয় পুরুষ অভিভাবক কর্তৃক পরিবার থেকে প্রত্যাখ্যানের মতো আচরন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারী ধর্ষণের নৃশংস ঘটনাকে বিভিন্ন রচনায়, খবরে, বক্তৃতায় সাধারণত মা বোনের সম্ভ্রম হানি, মা বোনের 'ইজ্জত হরণ' ইত্যাদি শব্দে বর্ণনা করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিককালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের টনার পরও 'ধর্ষণ' শব্দটির পরিবর্তে শ্লীলতাহানি কিংবা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের পরামর্শ এসেছে। তবে এর স্পষ্ট প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যে এভাবে 'সম্ভ্রমহানী' 'শ্লীলতাহানী' 'ইজ্জতহানী' এ ধরনের শব্দ কখনো ধর্ষণের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠে না। ধর্ষণ শব্দটির মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচারের যে তীব্রতা প্রকাশিত হয়, তা 'সম্ভ্রমহানী'র মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। 'সম্ভ্রমহানী' শব্দটি ব্যবহার করলে মনে হয় আসলেই তার মান সম্মান চলে গিয়েছে। তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে ধর্ষিত হলেই সম্মানহীন। প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ নারীর জন্য 'সতীত্ব' 'সম্ভ্রম' 'শ্লীলতা' 'ইজ্জত' ইত্যাদি মতাদর্শিক শব্দ নির্মাণ ভাষার মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। একজন নারী যখন ধর্ষিতা হয় তখন তার

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভ্রমহানী ঘটেছে বলে ধর্ষকের অপরাধ লঘু বা হালকা করে দেয়া নয় বরং যথার্থ শব্দ ব্যবহার করে নির্দিষ্টভাবে অপরাধকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

হত্যা/খুন

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে মোট ৫৩২ জন নারীকে হত্যা বা খুন করা হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুসারে অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী খুন হয়েছেন (৭২ জন) এবং জানুয়ারি মাসে এই সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন (২৫ জন)। গড়ে প্রতিদিন ১ জনেরও বেশি নারী খুন হয়েছেন। খুনের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল যৌতুক। এছাড়াও পারিবারিক কলহ, ধর্ষণের পর হত্যা, পরকীয়া প্রেমের কারণে হত্যা, সন্ত্রাসী ঘটনায় হত্যা ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য। পারিবারিক পরিমণ্ডলের ঘটনাবলীতেই অধিকাংশ নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। যৌতুক ও পারিবারিক কলহের কারণে নারী তার নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জনদের হাতেই খুন হয়েছেন বেশি। এছাড়া ধর্ষণকারীদের হাতে ছাত্রী, গৃহবধূ, শিশু কিংবা কিশোরী খুন হয়েছেন।

আত্মহত্যা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ৩৭৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। গড়ে প্রায় প্রতিদিনই একজন নারী আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছেন। এই আত্মহত্যার কারণ নানবিধ। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী পারিবারিক কলহ, পরিবারের সদস্যদের প্রতি অভিমান, যৌতুকের দাবি, পরকীয়া প্রেম, ফতোয়া, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতি কালে সিমি বানুর আত্মহত্যা বাংলাদেশ চাঁপিয়ে দিয়েছে।

যৌতুক

বঙ্গীয় শব্দকোষে 'যৌতুক' এর অর্থ শ্বশুর-শাশুড়ি কর্তৃক দম্পতিকে প্রদত্ত উপহার। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধানে `Dowry' শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ হলো- যে অর্থ বা সম্পদ স্ত্রী তার স্বামীর জন্য নিয়ে আসেন বা পত্নীর সঙ্গে (বিবাহের সময়) যে ধন দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রীর জন্য যে উপহার দেন তাও যৌতুক। বিভিন্ন ভাষায় এর নাম ভিন্ন হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। প্রাচীনকালে গল দেশে (ফ্রান্স) স্ত্রী বিবাহের পর স্বামী গৃহে `Dowry' নিয়ে যেতেন। এথেন্সেও নব বধূ অর্থ ও অন্যান্য অস্থাবর ধন নিয়ে পতিগৃহে যাবেন এটিই ছিল সাধারণ রীতি। স্পার্টা ও রোমে `Dowry' এনে বধূ পতিগৃহে বিশেষ সম্মান লাভ করতেন। প্রাচীন আয়ারল্যান্ডে সোনা, রূপা, তামা, কাপড়, ঘোড়া, জিন, গরু, শূকর এমনকি জমি ও বাড়ি পর্যন্ত কনে পণ হিসেবে দেয়া হতো। প্রাচীন চীনেও বরের পিতা কন্যাপণ দিতে হতো। প্রাচীন ভারতেও কন্যাপণ প্রথা ছিল। বাংরাদেশ 'সাজা বিয়ে'র প্রচলন ছিল। 'সাজা বিয়ে'তে ছেলে পক্ষের দায়িত্ব মেয়েকে সাজিয়ে নেয়া। এই দায়িত্ব ছিল বাধ্যতামূলক। সাজানোর সকল সামগ্রী ছেলেপক্ষকে বহন করতে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল থেকেই `Dowry' প্রচলিত ছিল, কখনো তা কন্যাকে কিংবা কন্যা পক্ষকে দেয়া হতো আবার কখনো তা বরকে দেয়া হতো। প্রাচীন ভারত ও বাংলাদেশে কন্যাপক্ষকে ৪০-৫০ দশকের বিয়ের ক্ষেত্রে রূপান্তর শুরু হয়েছে। সনাতন 'সাজা বিয়ে'র স্থান দখল করেছে 'যৌতুক বিয়ে'। ১৯৯৯ সালে যৌতুকের শিকার হয়েছেন ১৪২ জন নারী। এর মধ্যে ৮৩ জন গৃহবধূ তাদের স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন এবং নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করেছে ৭ জন। অক্টোবর মাসে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ (২২ জন) এবং মে মাসে ছিল তা সর্বনিম্ন (৭ জন) । এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শুধু যৌতুকের জন্যই ২৯% নারী নির্যাতনের শিকার হন। পিতা মাতা কর্তৃক যৌতুকের জন্য স্ত্রীর ওপর চাপ প্রয়োগ করার বেদনা নিয়ে ১৯৯৯ সালে ১ জন পুরুষও আত্মহত্যা করেছেন।

সারণী ঃ যৌতুক সম্পর্কিত সহিংসতা

ধরন	বয়স						মোট	%	কেসের সংখ্যা
	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স অজ্ঞাত			
শারীরিক অত্যাচার	১	৭	১৬	৬	২	২৮	৬০	২০.১১	৩৭
শারীরিক অত্যাচার থেকে মৃত্যু		২৩	৬৬	২০	৫	৩১	১৪৫	৬০.৬৭	৯৬
এসিডের মাধ্যমে পোড়ানো		১	৬		১	২	১০	৪.১৮	৩
আত্মহত্যা		১	৪			২	৭	২.৯৩	৩
অপহরণ			১				১	১.৫	১
যৌতুকের জন্য তালাক	১	১	২			২	৬	২.৫১	৩
পরিত্যাগ		২	১	১		৬	১০	৪.১৮	৬
মোট	২	৩৫	৯৬	২৭	৮	৭১	২৩৯	১০০	১৪৯

তথ্য ঃ আইন ও শালিসকেন্দ্র ১৯৯৮।

অপহরণ

তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৫২৬টি, তন্মধ্যে ১৩৩ জন নারী অপহৃত হয়েছেন। নারী অপহরণের কারণের মধ্যে শত্রুতা, ধর্ষণাকাঙ্ক্ষা, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কারণগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো বলপূর্বক নারীর জীবনকে পর্যুদস্ত করা এবং পুরুষতান্ত্রিক দাম্ভিকতার অন্তর্ভুক্ত করা। অনেক ক্ষেত্রে অপহরণের ঘটনাকে পারিবারিকভাবে লুকানোর

Dhaka University Institutional Repository

প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, সমাজে জানাজানি হলেও নারীকেই বিপাকে পড়তে হবে। যে জন্য প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে সকল অপহরণের ঘটনার সংখ্যাগত ধারণা পাওয়া মুশকিল।

এসিড নিক্ষেপ:

সামান্য কারণে মানুষ ও নারীর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এসিড নিক্ষেপ। প্রেমে বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলে, মাস্তানরা কিশোরী থেকে শুরু করে গৃহবধুদের ওপর এসিড নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সম্পত্তি কিংবা ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে ঐ পরিবারের নিষ্পাপ ও অসহায় ঘুমন্ত শিশু ও নারীর ওপর প্রতিপক্ষরা এসিড নিক্ষেপ করতে দ্বিধা বোধ করে না। এসিড দগ্ধ হয়ে যারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসে আমরা শুধু তাদের খবর পত্রিকার পাতায় দেখতে পাই। এসিডের ভয়াবহ ছোবল থেকে শিশু থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাও রেহাই পায় না। এসিডের কারণে একজনের আক্রোশে একই পরিবারের অনেক জন আক্রান্ত হচ্ছে। শিশু ও নারীর ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেড়েই চলছে। বিভিন্ন সংস্থা ও পত্রপত্রিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০০১ সালে ১৭৬ জন এসিডদগ্ধ হয়। বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর গবেষণা রিপোর্ট জানা যায়, ২০০২ সালের প্রথম ছয় মাসে এডিস নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৩৯টি। এসিড দগ্ধ হয়েছে ১৫১ জন এ সময় এসিড নিক্ষেপের ফলে মারা যায় ২ জন।

সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যানে বিগত বছরগুলোতে এসিড নিক্ষেপের ফলে নারীর আক্রান্তের সংখ্যা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল:

ছক ঃ এসিড আক্রান্ত নারীর সংখ্যা

সাল	এসিড আক্রান্ত নারীর সংখ্যা
১৯৯৭	১৬৩ জন
১৯৯৮	১২০ জন
১৯৯৯	১৮৩ জন
২০০০	১৮৬ জন
২০০১	১৮৩ জন
২০০২	২০৭ জন

[সূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৩ মার্চ ২০০২, প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০০২]

Dhaka University Institutional Repository

এসিড নিক্ষেপ এর কেসষ্টাডি: বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশিত নারীর ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনাগুলো নিচে তুলে ধরা হল:

ঘটনা-১ : আমেনা বেগম (১৮ জুলাই, ২০০২): লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার ফসলবাড়ী ইউনিয়নের বুড়িরদীঘি গ্রামের আমেনা বেগম (২৮) নামে এক গৃহবধূকে তার স্বামী সফরউদ্দিন এসিডে ঝলসিয়ে হত্যা করে। আমেনা বেগমের সঙ্গে একই গ্রামের সফরউদ্দিনের বিয়ে হয় ৪ বছর আগে। যৌতুকের ৭ হাজার টাকার জন্য সফরউদ্দিন প্রায়শ স্ত্রীকে নির্যাতন করতো। গত ৬ জুলাই দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। তাপর থেকে আমেনা বেগম নিখোঁজ ছিলেন। গত ৯ জুলাই উল্লিখিত গ্রামের নদীর পাড়ে আমেনা বেগমের এসিড দগ্ধ লাশ পাওয়া যায় যা ছিল বীভৎস।

ঘটনা-২ : রুমি আক্তার (২ জুন, ২০০২): দুর্বৃত্তের ছোড়া এসিডে ঝলসে গেছে চাঁদপুরের মাঝিগাছা গ্রামের স্কুলছাত্রী রুমি আক্তারের মুখ। প্রেমের প্রস্তারে প্রত্যাখান করায় স্কুলের এক ছাত্র এসিড ছুড়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। এসিডে রুমি আক্তারের (১৩) মুখের বাম পাশ ও বাম হাত ঝলসে যায়।

ঘটনা-৩ : আয়না, শিপন, সালমা আক্তার (১৮, মে, ২০০২) : মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানাধীন কানাইনগর গ্রামের অধিবাসী আজিজুর হকের স্ত্রী আয়নাকে ৬ বছর পূর্বে বিয়ের আগে একই এলাকার জুম্মন কয়েক জন সহ ঘুমন্ত আয়নার মুখ চেপে ধরে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা বোতলে আনা এসিড ছুঁড়ে মারে। এসিডে আয়নার মুখমন্ডল ও বুক শিপনের মাথা ও সালমার মুখ ও হাত ঝলসে যায়।

ঘটনা-৪ : গৃহবধু পলি ও তার পরিবার (২৯ নভেম্বর, ২০০১) : অজ্ঞাতদের ছুড়ে দেয়া এসিডে সাহিদা আক্তার পলি (২৬), তার পুত্র বিপ্লব (৮) ও কন্যা নিপা (৭) দেবার সহিদুলও রেহাই পায় নি। সবার চোখ, মুখ ঝলসে গেছে, বিকৃত হয়ে গেছে এসিড তান্ডবে।

নারী পাচার

নারী পাচার নারীর প্রতি সহিংসতার এক চরম রূপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের কাজের লোভ দেখিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে দেয়া হয়। নারী পাচারকারীদের একটি সংঘবদ্ধ দল বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন বয়সী নারীদের পাচার করে। চাকরির আশায় প্রতারিত হয়ে এই নারীরা কখনো বিক্রি হয়ে যান কোনো পতিতালয়ে। কখনো বা তারা কোনো বাড়িতে ঝি চাকরানীর কাজ কিংবা অগ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গড়ে উঠা ছোটখাটো কারখানায় কাজ পান। অচেনা দেশে পাচারকৃত নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

নানা সমস্যার শিকার হন। পাচারকারী ধরা না পড়লে, পাচারকৃত কোনো নারী পালিয়ে আসতে না পারলে কিংবা কোনো গোষ্ঠী তাদের উদ্ধার করতে না পারলে এই পাচারের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না বলে পাচারের সঠিক তথ্য সম্পর্কে নিশ্চত হওয়া যায় না।

পতিতা উচ্ছেদ

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম পতিতালয় নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও ঢাকার নিমতলী থেকে পতিতাদের উচ্ছেদ করা হয়। পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকারিভাবে তাদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব করা হয়। পতিতাদের মতামতকে মূল্য না দিয়ে সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের মদদপুষ্টে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে পতিতালয় ত্যাগে বাধ্য করে। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার আগে ও পরে তাদের ওপর যে দৈহিক নির্যাতন ও মানসিক নিপীড়ন করা হয়েছে তা নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সহিংসতার নামান্তর বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু উচ্ছেদের প্রাক্কালে অসহায়, দরিদ্র ও পরিস্থিতির শিকার এই নারীদের পরবর্তী অবস্থার কথা বিবেচনায় আনা হয় নি। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে ২৭% নারী দারিদ্র্যের কারণে, ৪২% নারী বিক্রি হয়ে, ৭% নারী স্বেচ্ছায়, ১১% নারী পতিতালয়ে জন্ম নেয়ার কারণে এবং ৮% নারী অন্যান্য সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পতিতাবৃত্তিতে আসছেন। ৭% নারী পতিতাবৃত্তিতে স্বেচ্ছায় আসছেন এই তথ্য পাওয়া গেলেও গবেষক অন্যত্র দেখিয়েছেন প্রেমিক কর্তৃক মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, স্বামীর বহুবিবাহের কারণে কিংবা চাপে পড়ে অনেকে এই পেশায় আসছেন। তাই এ দেশে স্বেচ্ছায় আসা নারীও যে বাধ্য হয়েই এই পেশায় আসেন তা বলা যেতে পারে। দারিদ্র্যের কারণে যে এক ব্যাপক সংখ্যক নারী এই পেশায় আসতে বাধ্য হন এর প্রমাণ পাওয়া যায় ৩৩% পতিতা কর্তৃক পরিবারে নিয়মিত টাকা পাঠানোর ঘটনা থেকে। এই প্রেক্ষপটে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া নারী ও তাদের পরিবারের দুর্দশার দায়ভার রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরই বর্তায়। কেননা, রাষ্ট্রই তাদেরকে পতিতাবৃত্তির জন্য লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

গৃহপরিচারিকা নির্যাতন

নারীর প্রতি সহিংসতার আরেক রূপ হচ্ছে গৃহপরিচারিকা নির্যাতন। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালিকাদের কাজে নিয়োগ দেয়ার আগে তাদের প্রতি আপাত সহানুভূতিশীলতা প্রদর্শন করা হলেও পরবর্তী সময়ে এই সম্পর্ক অনেকটা দাস মালিকের সম্পর্কে রূপ নেয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত হচ্ছেন বিভিন্ন বয়সের নারী ও শিশু। বিভিন্ন সময়ে তাদের ওপর যে নিপীড়ন ও সহিংসতার ঘটনা প্রকাশিত হয় সেখানে পরিবারের নারী পুরুষ উভয়ের অত্যাচারের তথ্য পাওয়া যায়। নানা সন্দেহবশে গৃহকর্ত্রী কর্তৃক তারা শারীরিক ও মানসকিভাবে নির্যাতিত হন। এছাড়া গৃহপরিচারিকা ধর্ষণ কিংবা অবৈধভাবে গর্ভবতী হওয়ার ঘটনাও জানা যায়। সাম্প্রতিককালে নির্যাতনের শিকার হয়ে শিশু গৃহপরিচারিকাদের মৃত্যুর খবরও জানা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফতোয়া

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নির্যাতন ও শোষণের ইতিহাস পুরনো। এদেশে যারা ফতোয়াবাজদের ফতোয়ার শিকার হয়েছেন তাদের বেশির ভাগই নারী। ফতোয়ার শিকার ভূমিহীন, গৃহহীন, কৃষক, দিনমজুর ও দরিদ্র শ্রেণীর এসব নারীসহ তাদের পরিবারকেও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

আরবি ভাষা থেকে ফতোয়া শব্দটি এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ 'আইন বিষয়ক মত' । কিন্তু ফতোয়া আইনের মতো সহজ কোনও ব্যাপার নয়। বরং বিভিন্ন দিক থেকে আইন থেকে ফতোয়া ভিন্নতর। ফতোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচারক মর্যাদার কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কোনও সমস্যা উত্থাপিত বা প্রশ্নের মীমাংসা বা উত্তর দান। তাই একে পরামর্শ বলা যেতে পারে। যে ব্যক্তিবিশেষ ফতোয়া দেন তাঁকে 'মুফতি' বলে। আর তার প্রদত্ত ফতোয়াকে বলে 'ইফতা'। ইসলামি শরীয়াহর ভাষায় 'মুফতি' কোনো বিচারক নন। তিনি কোনো ধর্মীয় বিষয়ের আইন পরামর্শ দাতা। তাকে কুরআন ও হাদীসের পাশপাশি ফিকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত হতে হবে। তাকে বিচক্ষণ, সূক্ষ্মজ্ঞানী, চিন্তাশীল ও বিবেকবান হতে হবে। ফতোয়া বিষয়ে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' থেকে জানা যায়, ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ 'মুফতি কর্তৃক প্রদত্ত বিধানকে ফতোয়া বলা হয়। তবে ইসলামি আইনকানুন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে কেউ ফতোয়া দিতে পারেন না। এমনকি শুধুমাত্র আলেম হলেও ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা তাদের নেই। ফিকাহ্ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানী মুফতিই কেবল দিতে পারেন ফতোয়া, যা অনুসরণীয়। তবে বর্তমানে এদেশের এক শ্রেণীর ফতোয়াবাজরা ইসলামী শরিয়তের বিধান অক্ষুণ্ন রাখার নামে দেশের নিরক্ষর, অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নারীদের ওপর যেভাবে ফতোয়াবাজি করতে তাতে ফতোয়ার আভিধানিক অর্থও পাল্টে গেছে।

ফতোয়া দেয় কারা : গ্রামের মসজিদ, মাদ্রাসায় পড়ুয়া এক শ্রেণীর আলেম এ তাদের সমাজপতি অথ্যাৎ গ্রাম্য মোড়ল, মাতবর, জোতদার, ইউপি সদস্য বা চেয়ারম্যান একযোগে তাদের স্বার্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে ফতোয়া দিয়ে থাকে।

ঘটনা - ১ : মরিয়ম (২৫ জুন, ২০০০) : বিধবা মরিয়ম বিবির সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার দেবরের। পরে দেবর অভাগা মরিয়মকে বিয়ে করেনি। বিয়ে করে অন্য গ্রামে। মরিয়ম হয়ে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা। সন্তানের পিতৃপরিচয়ের জন্য মরিয়ম বিবি গ্রামের মাতব্বরদের কাছে যায়। মাতব্বরেরা সালিস বসিয়ে ফতোয়া দেয়। একশ' দোররা কার্যকর করা হবে। মরিয়মের সাথে বিয়ে হয় দেবরের। গত বছর ২৫ জুন চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের মুরাদপুরের মরিয়ম ও তার দেবরকে প্রকাশ্যে দোররা মারা হয়। মওলানা কাশেম তখন উপস্থিত ছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা- ২ : সাহিদা (২৯ নভেম্বর, ২০০০) : নওগাঁর প্রত্যন্ত জনপদ কীর্তিপুর ইউনিয়নের আতিথাডাঙ্গা গ্রামের সাইফুল সাহিদা দম্পতির কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্বামী সাইফুল রাগের মাথায় সাহিদাকে বলে, তোকে তালাক দিমু। অবশ্য এ ঘটনার পর তারা আগের মতোই সংসার করতে থাকে। কাটি প্রতিবেশী মাওলানা আলহাজ আজিজুর হক শুনতে পায়। ঘটনার ১ বছর পর সাইফুলের অনুপস্থিতিতে মাওলানা উক্ত তালাকের ঘটনা শরিয়নত মতো শুদ্ধ করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে চাচাতো দেবর শামসুলের সাথে সাহিদাকে হিল্লা বিয়ে দেয়। সাহিদাকে তিন দিন শামসুলের সাথে ঘর করতে হয়। তিন দিন পর শাসসুল সাহিদাকে মৌখিকভাবে তালাক দেয়। তালাকের পর আগের স্বামী সাইফুল তাকে ঘরে তুলতে অস্বীকার করে। সাহিদার নির্যাতনের সংবাদের ভিত্তিতে হাইকোর্ট উদ্যোগী হয়ে বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে। এ বেঞ্চ সুয়োমোটো রুল জারি করেন সরকারের বিরুদ্ধে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭ নম্বর ধারার ধিান ভঙ্গ এবং বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪৯৪, ৫০৮ ও ৫০৯ ধারা লঙ্ঘন করার জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে ফতোয়া বাজদের জন্য কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না সে ব্যাপারে ১৪ ডিসেম্বর সশরীরে আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নওগাঁর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি একটি রুল জারি করা হয়। একই সাথে আদালত ফতোয়াবাজকে আদালতে হাজির করার জন্য জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেন। সুয়োমোটো রুল জারির পর নওগাঁ থানার ওসি নজরুল ইসলাম পূর্বের তারিখ দিয়ে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের ৭ ধারা লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৬ জনকে আসামী করা হয়।

১১.৫ নারীর মানবাধিকার

বেইজিং সম্মেলনে নারীর মানবাধিকার ও আইনগত অধিকারের বিষয়গুলো অতিশয় গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ও নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে নারী তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে বৈষম্যের শিকার।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিপুণ কর্মকান্ডে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ১৯৯০-৯১ সালে ছিল ৩৮ শতাংশ, ১৯৯৫-৯৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫১ শতাংশে পেঁ্যাছে।। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে নারীরা আরো অনেক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নিরাপত্তার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আশ্রয় ইত্যাদি আরো অনেক অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সমতার কথা সংবিধানে জোর দিয়ে বলা হলেও নাগরিক হিসাবে নারী এসব থেকে বঞ্চিত।

পিতামাতাকে দেখতে যাওয়া বা সেখানে কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার স্বাধীন ইা থেকে মহিলারা প্রায়শই বঞ্চিত হয়। যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রেও তাকে অংশ নিতে দেওয়া হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক ব্যপার স্যাপার, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পানের অভিভাবকত্ব, নারীর প্রজনন অধিকার, চাকুরী করা বা চাকুরী বাছাই করার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না বললেই চলে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ছাড়াও সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীর সঙ্গে অসম আচরণ করা হয়। ইসলামী শারিয়া অনুসারে একজন মুসলমান নারী তার পিতার সম্পত্তির যতটা তার একজন ভাই পায় তার অর্ধেকটা দাবী করতে পারে। কিন্তু সে তার প্রাপ্য অংশের পুরোটা নেয় না এই কারণে যে তাতে করে বাবার বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। নারীরা ঋণ বা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অর্থ মঞ্জুরী থেকেও বঞ্চিত- এটা সামাজের জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের একটা ফল, যদিও এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই।

নারীর ভূমিকা সম্পর্কে সামাজিক মনোভাব এখনো গৎবাঁধা রয়ে গেছে, মনে করা হয় যে, নারীর ভূমিকা শুধু সন্তান লালন-পালন আর ঘর সংসার দেখাশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। পর্দা প্রথায় যদিও কিছু পরিবর্তন আসছে তবু এখনো সামাজিকভাবে একে মূল্য দেওয়া হয়। নারী ও পুরুষের ব্যক্তিগত আন্তঃসম্পর্কে এবং আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষের শ্রেয়তা আর নারীর ন্যূনতার ধারণা বেশ গভীরে প্রোথিত। নারীর প্রতি বৈষম্যের অন্যতম নিকৃষ্ট রূপ যৌতুক প্রথার ক্রমবর্ধমান চর্চা। যৌতুক ইসলামের বিধান নয়। কিন্তু এটা সামাজিক প্রথা বটে। সাংস্কৃতিক রীতি-আচার ও ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে নারী অধিকার চর্চা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। একটা দেখা যাচেছ সাম্পপ্রতিককালে গ্রাম্য মোড়ল-মাতব্বরদের বিচার ও শাস্তিদানের ঘটনাগুলোতে।

গ্রাম্য মাতব্বর গোষ্ঠী নানা অপকর্মের দায়ে নারীর বিচার করে ও শাস্তি দেয়, আদালত বর্হিভূত উপায়ে শরীয়ার নামে তারা রায় বা ফতোয়া দেয়। এটা গ্রাম্য সালিশ কার্যকর হতে হলে এবং সালিশের রায় স্বীকৃতি হতে হলে উভয়পক্ষের সম্মতি ও উপস্থিতি প্রয়োজন। সালিশের এখতিয়ার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং এ ধরণের অন্যান্য যে সব বিষয়ে দেশের আইনে বিধান রয়েছে সেগুলো সালিসের এখতিয়ার ভুক্ত নয়। কিন্তু দেখা যাচেছ বৈবাহিক কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভিত্তিতে নারীদের বিচারের ঘটনা বৃদ্ধি পাচেছ। এভাবে সমাজে মানুষ হিসাবে নারী তার মানবেতর অমর্যাদা মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্থানীয় সালিশে নারীর অংশ গ্রহনের অধিকার নেই বরং উল্টো সে প্রায়ই ফতোয়া, কুসংস্কার এবং ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার (প্রায়শঃ উদ্দেশ্যমূলক) শিকারে পরিণত হয় এবং ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার চর্চাও অত্যন্ত ক্ষীণ এবং দুর্বল (রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে) নারীর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার চর্চার ব্যাপারে সাধারণভাবে সমাজ এখানো রক্ষনশীল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন বলে তাদের জনপ্রিয়তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্য দিকে তাদের নির্বাচনী এলাকা অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও বাজেটের পরিমাণ তাদের পুরুষ সহকর্মীদের বাজেটের সমান বা কমও হয়ে থাকে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উত্তর মানবাধিকার লংঘন ঃ

বাংলা০দেশের কথিত গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সারাদেশের জনগণ পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রহরায় ভোট দানের পর বিজয়ী দল ও জোট ইতোমধ্যে সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনায় রত। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনের শুরু থেকে শেষ অবধি নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফলে নির্বাচনের পরপরই বিজয়ী ও পরাজিত দল উভয়েরই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব আমরা সচারচার লক্ষ্য করে থাকি, তা এবার আরও প্রকট হয়েছে আর এসব কিছুই দেশের বিদ্যমান সুশাসন বা গভর্নেন্স সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে যেভাবে নির্বাচনের আগে পিছে ভয়াবহ মানবাধিকার লংঘন ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, নিকট ইতিহাসে তার নজীর নেই। যদিও এদেশের রাজনীতি দুর্বৃত্তায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণের খপ্পরে পড়ায় নির্বাচনকালে খানিকটা অরাজকতা স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু গত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খুন, জখম, সন্ত্রাস, হামলা, গুম, নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষন ও শ্লীলতাহানী, ছিনতাই, ডাকাতি, বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুট, চাঁদাবাজী, সম্পত্তি দখল ও লুটপাট, হুমকী ও ভয়ভীতি প্রদান, ধর্মীয় উপশনালয়ে হামলা ও প্রতিমা ভাংচুর, দেশত্যাগে বাধ্যকরা ইত্যাদি বর্বর ঘটনা যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, তাতে তা স্বাভাবিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে পৌছায়। সেই সঙ্গে এই আক্রমণ একটি ধর্মীয় সম্পপ্রদায়ভুক্ত মানুষ এবং বিশেষত নারীকে টার্গেটে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয় এসবের ফলে এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় অস্থির হয়ে নিজ দেশে পরবাসী জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ক্ষেত্রেও এই লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে। এবারের সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের রূপ ও কারণ নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও, এটা অস্বীকার করার কোন জো নেই যে, এই হামলার মূল্য টার্গেট হয়েছে নারী। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার লক্ষ্যে প্রতিহিংসার ঘড়গ নেমে এসেছে নারীর উপরই। আক্রমণকারীরা বা হামলাকারীরা তাদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নারীদের উপর। আক্রান্ত এলাকায় শিশু থেকে মায়ের বয়েসী নারীরাও এ থেকে রেহাই পায়নি। উল্লেখ্য যে, এবার মূলত রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নির্বাচপূর্ব ও নির্বাচনউত্তর সন্ত্রাস ও নির্যাতন চলেছে। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগত ভাবে এবং ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে দুর্বল হওয়ায়, তাদের উপরই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ছোবল পড়েছে সবচেয়ে বেশি। আর এর ফলে

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনে খপ্পরে পড়েছে হিন্দু নারীরা। জনগণের দুর্বল অংশের ততোধিক দুর্বল নারীরাই হামলাকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আবার সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের অতি রাজনীতিকরণ এ সময়কালে সংঘটিত লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বা নারী নির্যাতনের বিষয়টি অনেকাংশে আড়াল করে ফেলে। ফলে সাম্প্রদায়িক হামলা চলাকালে সংঘটিত ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনকে পরিকল্পিত অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে দুস্কৃতিকারীদের বিচার করাটা দূরহ হয়ে পড়ে। এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রীক ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের ঘটনার হোতাদের তাই দোষী হিসাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করার বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেছে। অনেক সময় দুঃখজনকভাবে নারীকে ধর্ষনকারী ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী হতে দেখা যায়। অথচ এক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া হয় যে, ধর্ষণকারীর দলীয় সম্পৃক্ততা আবিস্কার করার চাইতে কৃত অপরাধের বিচারটাই অধিক কাম্য হওয়া উচিৎ। আসলে এভাবেই যেন নারী নির্যাতন আমাদের দেশে অনিবার্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এক্ষেত্রে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দ্বারা চালিত রাষ্ট্রযন্ত্র যে কোন নাজুক পরিস্থিতি থেকে নারীদের রক্ষা করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। উপক্ষোর বরফজলে নারীদের নির্যাতনের ঘটনা ও অভিগাতকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা নিয়ে অহেতুক কূটতর্ক চলে। এবারেও বেসরকারী উদৌগে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনের ঠিক পর থেকে মধ্য ডিসেম্বর (২০০২) পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হামলা, ধর্ষনের সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ বলে দাবি করা হলেও, পুলিশ সদর এসময়কালে হামলার নথিপত্র থেকে এ সংখ্যা মাত্র ৪টি বলে উল্লেখ করে। অথচ এক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া হয় যে, ধর্ষণের সংখ্যাগত তথ্য কিংবা কমিয়ে বা বাড়িয়ে দেখার বদলে ধর্ষণ নামক জঘন্য অপরাধটির বিচারের জন্য সোচচ ার হওয়াটাই জরুরী বিষয়।

১১.৬ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নারী ঃ

নারীকে উন্নয়ন মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত রয়েছে নারী ০উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। সর্বোচচ পর্যায়ে রয়েছে জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ। এর মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন মূল্যায়ন কমিটি, সংসদীয় কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটি এবং তৃণমূল পর্যায়ে রয়েছে উইড কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের মেকানিজমকে কার্যকরী করার জন্য নারীর চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তৃণমূল পর্যায়ের নারীর বক্তব্য প্রশাসনের সর্বোচচ পর্যায়ে পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন, যার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সমূহ বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে সময়ের চাহিদা পূরণে আরও কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

১১.৭ নারী ও সশস্ত্র সংঘাত ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো বিদেশী আগ্রাসন বা আন্তঃসীমান্ত সশস্ত্র সংঘাত নেই। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঐতিহাসকি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে পার্বত্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সেনা দখলদারিত্বের অবসান হয়েছে। তবে কিছু কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে তরুণী মেয়েদের অপহরণ এবং নারী ও শিশুদের আন্তঃসীমান্ত সশস্ত্র বিরোধের ফলে শান্তিভঙ্গের ঘটনার খবর আসে। তাছাড়া শিথিল সীমান্ত পরিস্থিতি, নারী ও শিশুদের আন্তঃসীমান্ত অপহরণ, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, গোল্ডেন ক্রিসেন্ট চোরাচালান রুটে অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য পাচার চলছে, যার ফলে সমাজে অপরাধবৃত্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরণের পরিস্থিতির চরম শিকার হচেছ নারী ও শিশুরা।

১১.৮ নারী ও দারিদ্র ঃ

বিশ্বব্যাংক দারিদ্রকে সংজ্ঞায়িত করেছে অনুন্নত জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত করে। বিশ্বব্যাংকের মতে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা, উচচ শিশু মৃত্যু ও ব্যাপক অপুষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা যে জনসমষ্টির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তারাই দরিদ্র। এই হিসাবে বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তারাই দরিদ্র। এই হিসাবে বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী দারিদ্রের কবলে নিমজ্জিত। আর এ জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই হচেছন এ দেশের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ যারা সূচকের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বহুগুন পিছিয়ে আছেন। তাছাড়া পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হবার অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র। বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী একজন নারী তার বাবার সম্পত্তির যে অংশ পেয়ে থাকেন তা তার ভাইয়ের প্রাপ্ত অংশের অর্ধেক। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী তার উত্তরাধিকার আইনের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া দেনমোহরের অর্থ থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়। নারীর উপার্জিত অর্থের উপর ও অনেক ক্ষেত্রে তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, নিজের উপার্জনের উপর শতকরা ৩৫ জন মহিলা পোশাক শ্রমিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর শতকরা ৪৩ জন উল্লেখ করেছেন তারা তাদের উপার্জিত অর্থ অন্যের সঙ্গে যৌথ সিদ্ধান্তে খরচ করেন। শতকরা প্রায় ২২ জন উল্লেখ করেছেন যে নিজস্ব উপার্জনের উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

বাংলাদেশের দারিদ্র এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। দারিদ্র এদেশের সমাজের কাঠামোগত প্রক্রিয়াগুলোর গভীরে প্রোথিত বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত ফ্যাক্টরের ফসল ; বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনার চিত্র এই সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

কাঠামোর প্রক্রিয়াগুলোতেই প্রতিফলিত। আয় ও জীবিকা প্রধান দুটি ফ্যাক্টর, আর আছে পাঁচটি জটিল প্রক্রিয়াগত মাত্রা ; যে গুলো পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখে। এগুলো হলো ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগ, অসুস্থতাজনিত ব্যয়, নিরাপত্তাহীনতা, যৌতুক এবং পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যু। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন। অসুস্থতাজনিত ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিবারের সদস্য বা গবাদিপশুর রোগবালাইয়ের জন্য খরচ। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে চুরি, ডাকাতির ফলে ক্ষয়ক্ষতি, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, মামলা-মোকদ্দমা, শারীরিক হুমকী, চাঁদাবাজি, পুলিশি হয়রানী, আইনগত ব্যয়, ধর্ষণ, নারীদের বিতাড়ণ বা পরিত্যাগ এবং সাধারণভাবে আইন শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি। আর মেয়ের বিয়েতে যৌতুকের খরচের বোঝা চাপে বাবার কাঁধে। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে আয়ের যে ক্ষতি হয় তার বার্ষিক পরিমান প্রায় ৮ হাজার টাকা, বা গড় গ্রামীন পারিবারিক উপার্জনের প্রায় ১৬ শতাংশ।

দারিদ্র্যের প্রভাব নারী ও পুরুষ উভয়েরই একই রকম হলেও নারীদের অবস্থা বেশি নাজুক। এটা এ কারণে যে, স্বামী ছেড়ে দিলে এবং তালাক দেওয়ার পরেও ছেলেমেয়ের পুরো দায়দায়িত্ব বহন করতে হয় মেয়েদের। অত্যন্ত গরিব জনগোষ্ঠীর ৭৫ শতাংশ নারী। সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে রয়েছে নারীদের পরিচালিত পরিবার গুলো (বাংলাদেশে এ রকম পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ)। আবার নারী উপার্জনকারী পরিবার গুলোর মধ্যে (মোট গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ) এসকল পরিবারে দারিদ্র্যের প্রকোপ পুরুষ উপার্জনকারীদের উপর নির্ভরশীল পরিবার গুলোর চেয়ে বেশি। বাংলাদেশে নারীরা একটি সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত গ্রুপ। স্বাস্থ্য, বিবাহ, শিশু, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সমতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত ২০টি সূচকে দেখা যায়, বাংলাদেশে নারীর অবস্থান বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। নারীর দারিদ্র্য সমস্যার বহুমুখীতা ও বহুমুখী জটিল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষন থেকেও এই ইঙ্গিত মেলে যে, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত মহিলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অধীনস্থ অবস্থান এবং ক্ষমতাহীনতা দরিদ্র মহিলাদের জীবনে নানান মাত্রা যুক্ত করে।, যা একজন দরিদ্র পুরুষের বেলায় ঘটে না। মহিলাদের অধস্তন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ, উন্নত প্রযুক্তি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুরুষের তুলনায় গ্রামীন দরিদ্র মহিলারা অনেক কম পায়। নারীরা এই অবস্থান মেনে নেয় কারণ শৈশব থেকেই তারা গৃহে আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বাস করে। সুতরাং বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ যে নারীরা, তাদের জন্য কেবল একটি বঞ্চনার দশা নয়, একটি নাজুক অবস্থাও বটে।

১১.৯ পরিবেশ ও নারী ঃ

পৃথিবীর সব কিছু ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানব নির্মিত অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও জীব জগত সমন্বয়ে যা

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি তাই পরিবেশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থায় টেকসই ও পরিবেশগতভাবে উপযুক্ত ভোগ ও উৎপাদন, ধরণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নারীর একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ২১ এজেন্ডায় এর প্রতিফলন রয়েছে।

উন্নয়নে নারী, নারী এবং উন্নয়ন, জেন্ডার এবং উন্নয়ন - এসব নীতিমালা ছাড়াও নারী এবং পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নতুন নীতিমালার উদ্ভব ঘটেছে। একে নারী পরিবেশ এবং উন্নয়ন বলা হয়। মূলত '৮০ -এর দশকে এই ধারাটি বিকশিত হয়ে নারী, পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন নীতিমালায় পরিণত হয়। এখানে বলা হয় যে, প্রকৃতি এবং নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য সমান্তরাল ভাবে বিদ্যমান। উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রাশ্চাত্যের বিজ্ঞান -প্রযুক্তির ধাপটি তৃতীয় বিশ্বে পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। আর এ দশা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের বিশেষত নারীদের লোকজ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে ; কেননা লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রম বিভাজন নারীকে প্রকৃতির কাছে ঘনিষ্ঠভাবে ঠেলে দিয়েছে। আর নারীর এই প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠতাই পুরুষের চাইতে নারীকে সহজাতভাবে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ ব্যবস্থাপক করে তুলেছে। এই নীতিমালা তাই টেকসই উন্নয়নের ভাবনার কেন্দ্রে স্থাপনের দাবি জানায়। মূলত নারী, পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়ন-এর ধারণা থেকেই ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদের উদ্ভব ঘটেছে। রোজি ব্রাইদোতি, মারিয়ে মিজ, ভারতের বন্দনা শিবা এই ধারণার প্রতিকৃৎ।

বাংলাদেশে এটা একটি সাধারণ চিত্র যে গ্রামীণ নারী তার গৃহের আঙ্গিনায় সব্জি ফলের বাগান এবং ফল গাছ লাগিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের আয়ের উৎস ফলের বাগান। বাংলাদেশের দরিদ্র নারী পরিবারের খাদ্য সরবরাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জননের জন্য বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল । নারী গৃহপালিত পশু ও ক্ষুদ্র পর্যায়ে দুগ্ধ খামার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। এই সমস্ত গৃহপালিত পশুর ৯০% খাদ্য নারী ঝোপঝাড় এবং বন থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। এ এটা প্রতিদিনের চিত্র । নারী বনজ সম্পদ থেকে গৃহস্থালির নানবিধ প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বাণিজ্যিক ব্যবহারও করে থাকেন। যেমন বাড়ির ছাদের আচছাদন দেয়া, বাড়ীর আঙ্গীনায় বেড়া দেয়া ইত্যাদি । গ্রামীণ অনেক পরিবার বনজ উপর নির্ভশীল। নারী তার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে এ জ্ঞান অর্জন করে থাকেন। নারী গাছ থেকে নানা ধরনের জিনিস তৈরী করে থাকেন। এর বেশীর ভাগ সে জীবিকার জন্য ব্যবহার করেন। ক্ষুদ্র শিল্প যেমন, বেত ও বাঁশের জিনিষ, রেশম শিল্পের জন্য গুটি পোকার চাষ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র এবং বাড়ীর দরজা জানালা তৈরীর জন্য উপাদান সংগ্রহ করে বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রি করে অনেক নারী জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। গাছ গাছালী থেকে প্রাপ্ত উপাদান অনেক ক্ষেত্রে দুঃস্থ গ্রামীণ গৃহস্থালীতে জীবিকা নির্বাহের মূল উৎস। নারী এ ধরণের জৈব উপাদানের মূখ্য সংগ্রাহক ও ব্যবস্থাপক। ফল,

Dhaka University Institutional Repository

সব্জী, ভেজষ, লতাগুল্ম, জ্বালানীকাঠ, কয়লা, পানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রাত্যহিকভাবে সংগ্রহ করতে হয় বলে গ্রামীণ নারীর জীবন পুরোপুরিভাবে প্রকৃতি নির্ভর।

বিশ্বে আজ বনজ সম্পদের অভাব দেখা দিয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী জ্বালানী কাঠের সংকট বিরাজমান। তবে বাস্তবতা হলো জ্বালানী সংকটের ফলে নেতিবাচক প্রভাবের সবচেয়ে বড় শিকার নারী। জ্বালানী কাঠের সংকটের ফলে জ্বালানী সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে বড় শিকার নারী। জ্বালানী কাঠের সংকটের জন্য জ্বালানী সংগ্রহের জন্য সময় এবং অর্থ দুই বেশি ব্যয় হচ্ছে যা নারী অন্য যে কোনো গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে পারতেন। উন্নয়নশীল দেশে নারী ৯.৭ ঘন্টা খাবার পানি ও জ্বালানী সংগ্রহে ব্যয় করেন। বাংলাদেশেও নারী প্রতিদিন গড়ে ৫ ঘন্টা করে নারী জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করছেন। অথচ পূর্বে হাতের কাছে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যেত; বেশিরভাগ সময় নারী অবসর সময় জ্বালানী সংগ্রহ করে রাখতেন, এমনকি ক্ষুদ্র পর্যায়ে বিক্রি করতেন। বর্তমানে প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে রান্নার জন্য তাকে বিকল্প জ্বালানী সংগ্রহ করতে হচ্ছে। নিম্নমানের জ্বালানী স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। রান্নাঘরে দৈনিক গড়ে ৫ ঘন্টা কর্মরত নারীরা অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের শিকার।

বাংলাদেশে সাদা বিপ্লবের নামে খুলনা ও অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের জন্য কৃষি জমিতে লবণ পানি ঢুকিয়ে সুন্দরবন এবং কৃষি জমি ধ্বংস করা হচ্ছে। চিংড়ি চাষ শুধু জমির উর্বরতা এবং সুন্দরবন ধ্বংসই করছে না এটা সামাজিক পরিবেশ ও নষ্ট করছে। শুধু তাই নয় দীর্ঘদিন চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে জড়িত নারী হোয়াইট প্যাচ ডিজিজ নামক ভাইরাসজনিত এক ধরণের ব্যাধিতে আক্রান্ত।

বাংলাদেশের সামদ্রিক জলচছাস ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় একজনের জীবনে সামাজিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় বনে আনে। লক্ষ্য করা গেছে যে, একজন পুরুষ অবলীলায় আশ্রয় কেন্দ্রে যান এবং আশ্রয় নেন। পক্ষান্তরে একজন নারীর পক্ষে সর্বদাই সম্ভবপর হয় না। নারী গৃহস্থালী সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজেকে অনেক সময় রক্ষা করতে পারে না। বন্যা উত্তর পর্যায়ে দেখা গেছে ৮৫% লাশ নারী ও শিশুর। কারণ তারা গৃহে থাকেন এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে বন্যার পানিতে ভেসে গিয়ে মারা যান। অনেকক্ষেত্রে নারী তার পোশাকের কারণে দুর্বল। বন্যা ও জলোচছাসের সময় বহু নারী শাড়ি পেঁচিয়ে মারা যান আর বেঁচে গেলেও অনেকক্ষেত্রে পুরুষের ভীড়ে রিলিফ পান না। এভাবে বন্যার পরে প্রায়ই ১০০% নারী নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট পার্টনারশিপ কর্তৃক বন্যাত্তোর ৭ জন নারীর জীবনের উপর গবেষণায় দেখা যায় যে, একজন নারীর স্বামী যদি বন্যায় মারা যান তাহলে তিনি সামাজিক এবং আর্থিক কোনোভাবেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ তাকে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হন এবং নতুন করে পারিবারিক জীবন যাপন শুরু করেন।

পরিবেশের বিপর্যয় থেকে নারী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক এবং বাহককে রক্ষা করার জন্য নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন জরুরি। ইতোমধ্যে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন এবং জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছে। বস্তুত, পরিবেশ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য এবং নারীর উন্নয়ন কৌশল তৈরীর জন্য নারীকে পরিবেশের ব্যবস্থাপক হিসেবে স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি। সুতরাং পরিবেশ সংক্রান্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় নীতিগত পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক, বহু বিষয় সম্বলিত এবং আন্তঃখাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর কার্যকর অংশগ্রহন ও ভূমিকা অপরিহার্য। উন্নয়নের ওপর জাতিসংঘের সাম্প্রতিক বিশ্বসম্মেলন, সেই সঙ্গে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের আঞ্চলিক প্রস্তুতি সম্মেলনগুলোর সবগুলোই স্বীকার করেছে যে, যেসব টেকসই উন্নয়ন নীতি নারী ও পুরুষকে সমভাবে সম্পৃক্ত করে না, সেগুলো শেষ পর্যন্ত সফল হবে না। পরিবেশের ক্ষেত্রেও সেটা সমভাবে প্রযোজ্য। সকল মানবের কল্যাণে বাসযোগ্য বিশ্ব নির্মাণের জন্য নারীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও অবদান তাই একবিংশ শতাব্দির পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচ্য সূচির কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান যদি স্বীকৃত ও সমর্থিত না হয় তাহলে টেকসই উন্নয়ন একটি অলীক স্বপ্নই থেকে যাবে।

১১.১০ নারী ও অর্থনীতি ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ আছে। সব নাগরিক তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আর্থিক মজুরী পাবে। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব অবস্থা সম্পুর্ণ ভিন্ন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন, সামাজিক কু-সংস্কার, শিক্ষার অভাব, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, বৈষম্যমুলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, কর্মসংস্থানগত সমস্যা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি সংকুচিত হয়েছে। নারী শ্রমশক্তির কয়েক বছর আগের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসাবে মোট শ্রমশক্তির ৪৫.৮% শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ হচেছ ১৯.৮% এবং নারী ৮২.৫%। বিআইডিএস এর এক গবেষণায় ড. আতিউর রহমান দেখিয়েছেন যে, নারীরা সপ্তাহে পুরুষের তুলনায় ২১ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করে থাকে। বর্তমান বাংলাদেশে পুরুষ ও মহিলাদের শুধু কর্মক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়, মজুরিগত বৈষম্য দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে নারীরা তাদের শ্রমের জন্য পুরুষের তুলনায় অনেক কম মজুরী পেয়ে থাকে। পেশাগত দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, চিকিৎসক, শিক্ষক, নার্স ও সরকারী চাকরি ব্যতীত চা, পোশাক এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারীরা সবচেয়ে কম মুজুরী পেয়ে থাকে। এসব পেশায়

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের পেনশন বা বৃদ্ধ বয়সে সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা নেই। নারীদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার পেছনে নারীরাই মূলত দায়ী। কেননা এদেশের বেশিরভাগ নারীই গৃহের ভেতরে কাজ করতে পছন্দ করে। তারা সমাজের সনাতনী আচরণ ভাঙতে চায় না।

১৯৯৫-১৯৯৬ এ শ্রমশক্তির জরিপে দেখা যায়, শ্রমজীবি নারীর শতকরা ৭৮.৭ ভাগ কৃষিকাজ ও মাছধরায়, শতকরা ৪০ জন বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত, শতকরা ১৮ জন দিনমজুর, শতকরা ২৫.৩ ভাগ কর্মী এবং ২২.৩ ভাগ স্বকর্মে নিয়োজিত। চাকুরি ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা বেশির ভাগ নিয়োজিত শিক্ষা, চিকিৎসা ও নার্সিং পেশায়। ২,০০০ পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানায় তিন লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক কাজ করছেন। যার শতকরা হার মোট শ্রমিকের ৯০ ভাগ। প্রতিমা পাল মজুমদার তার গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা নানাভাবে শোষনের শিকার হন, যা শ্রমবাজারে প্রবেশের পূর্বে তাদের কাছে ছিল প্রায় অপরিচিত। যে আর্থিক নিরাপত্তার আশায় তারা মুজুরী কর্ম গ্রহন করেছিলেন সেই আর্থিক নিরাপত্তাই তারা বহুক্ষেত্রে পান না। বেতন যদিও বা পান তা ঠিক সময়ে পান না। তাছাড়া, যেহেতু তারা নিয়োজিত হন অস্থায়ী কর্মগুলোতে তাই চাকুরীর নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। শ্রম আইন গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বেলায় মানসম্পন্ন হয় না। এর উপর কর্মক্ষেত্রের রয়েছে ব্যাপক নারী-পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্য। বাংলাদেশে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা এমনিতেই নানাক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হন। এর ব্যাপকতা আরও বিস্তৃত হয় যখন তারা মজুরী কর্ম গ্রহন করেন। এই বৈষম্য দেখা গেছে মজুরীতে, পদোন্নতি প্রাপ্তিতে, বেতন সহ ছুটি বোনাস ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে। এমনকি শ্রম ঘন্টাতে। তাই মজুরী শ্রমের বদৌলতে মহিলারা তাদের ভোগমান পূর্বের তুলনায় কিছুটা উন্নত করতে পারলেও জীবন-যাপনের অন্যান্য মানদন্ডের বিচারে তাদের জীবনে উন্নতি না হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন অন্য আর এক ধরণের দারিদ্র্যের মধ্যে।
এদেশেরে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের স্বল্পতার পেছনে কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। যথা - নারীদের শিক্ষার স্বল্পতা (দারিদ্র্য সীমার নীচে বাসরত) বিরাট সংখ্যক নারী কোন শিক্ষাই পায় না), দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে নারীদের সচেতনার অভাব এবং চাকুরীর সুযোগ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অভাব ইত্যাদি। নারীর ভূমিকার ব্যাপারে সামাজিক বিধি নিষেধ এবং রীতিনীতি ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যা স্বল্পতার পেছনে কাজ করে পরিবার ভিত্তিক কুটির শিল্পের মধ্যে একটি বিরাট অংশ অবৈতনিক শ্রমিক হিসাবে কর্মরত নারীরা। ১৯৯৫-৯৬ সালে পুরুষদের মধ্যে অবৈতনিক শ্রমিকদের হার ছিল ১৬ শতাংশ যেখানে নারীর অবৈতনিক হার ছিল ৩৪ শতাংশ।

কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ফলে নারীদের একটি অংশ কৃষি থেকে সরে এসে মেনুফ্যাকচারিং শিল্পে যোগ দিতে হচেছ। বেশিরভাগ মহিলাকেই জড় হতে দেখা যায় নিম্ন মজুরীর শ্রমঘন মেনুফ্যাকচারিং শিল্পগুলোতে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী শ্রমিক কাজ করে তৈরী পোশাক শিল্পে। দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প এবং চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে। এভাবে দেখা যায় কর্মসংস্থান সেক্টরে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান অবদান সত্ত্বেও তাদের কাজের পরিবেশ প্রায়শই শ্রম আইনের পরিপন্থী। নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার যথা- মুজুরী, প্রশিক্ষন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দর কষাকষির সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত। নারী শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত কম দাবীশীল মনে করা হয়। কলকারখানাগুলোতে ব্যবস্থাপনার উর্ধতন পর্যায়ের পদগুলো অবধারিতভাবে পুরুষরাই পায়।

বাজার বহির্ভূত উপাদান কর্মকান্ড, সন্তান জন্মদান ও শিশু লালন পালন ইত্যাদি মিলে সাধারণবাবে দেখা যায় নারীর কাজের বোঝা বেশি। তাদের তিনগুন বেশি বোঝা বহন করতে হয়, কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, পরিবারের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন- ছেলেমেয়ের শিক্ষা এবং বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ নেই বললেই চলে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজার অর্থনীতিতে অধিক সংখ্যক নারী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হচেছ এবং এর ফলে সামাজিক কাঠামো গুলো ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচেছ। কিন্তু অসমতাপূর্ণ উত্তরাধিকার আইন, সামাজিক চিন্তা চেতনা, যৌতুক ও বিবাহ বিচেছদের ব্যাপরে সাংস্কৃতিক রীতি- আচার এসব কিছু মিলে বাংলাদেশের সংখ্যা গোষ্ঠী নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে পুরুষদের অধীনে। বাংলাদেশের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার দিলেও বর্ণিত অবস্থাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বিরাজমান। বাংলাদেশ পিতৃতান্ত্রিক এবং এ সমাজ সর্বতোভাবেই পুরুষতান্ত্রিক- এই সত্যটি দেশের নারীদের অবস্থান, সম্পদ, কর্মস্থান ও নিজেদের অবস্থা উন্নতির সুযোগ ইত্যাদির পেছনে বিরাট অবদান রয়েছে। এদেশের নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে একটা বিরোধিতা কজে করে। এখানে মায়েদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দেখা যায় কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে নারীদের অবস্থান নিম্ন।

ছক ঃ ২০০০ সাল পর্যন্ত শহর ও গ্রামীণ এলাকায় নারীর শ্রমশক্তির চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

বছর	গ্রাম	শহর	মোট	প্রকল্পের অংশগ্রহণ
১৯৮০	২১৯৮	৩১২	৩২০ মিলিয়ন	১১.০ শতাংশ
১৯৮৫	৪০০৯	৪০৬	৪৫০৬ মিলিয়ন	১৩.৫ শতাংশ
১৯৯০	৫৫৮৫	৮৪৯	৬৪৩৪ মিলিয়ন	১৬.৬ শতাংশ
১৯৯৫	৭,৬৪৪	১৩২৯	৮৯৭৩ মলিয়ন	২০.৪ শতাংশ
২০০০	১০,১৪১	২০৬১	১২২০২ মলিয়ন	২৫.০ শতাংশ

সূত্র ঃ বাংলাদেশের মেয়েরা, মাহমুদ কবীর।

Dhaka University Institutional Repository

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে ২০০২ সালে বিভিন্ন পেশার নারী শ্রমিকের প্রাপ্ত মাসিক মজুরী ও কর্মময় দেখানো হল ঃ (২০০২ সালের এপ্রিল মাসে নারী শ্রমিকদের বক্তব্য অনুযায়ী ছকটি তৈরী করা)

পেশা (নারী)	মজুরি (টাকা)	কর্মময় সময় (ঘন্টা)
ইটের ভাটার নারী শ্রমিক	দৈনিক মজুরি ৬০ টাকা মাসিক মজুরি ১৮০০ টাকা	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা সময় ঃ ১০ ঘন্টা
মাটি কাটা, রাস্তা কাটা, রাজমিস্ত্রির যোগালী নারী শ্রমিক	দৈনিক মজুরি ৮০-৯০ টাকা মাসিক মজুরি ২৪০০ থেকে ২৭০০ টাকা	সকাল ৮টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত সময় ঃ ৯ ঘন্টা
গৃহপরিচারিকা	মাসিক বেতন / মজুরি ৭০০ থেকে ১২০০ টাকা	সকাল ৭টা থেকে রাত ৮/১১ পর্যন্ত সময় ঃ ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা
গার্মেন্টসের শ্রমিক	মাসিক আয় ওভারটাইমসহ ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকা	সময় ঃ ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা

সূত্র ঃ বাংলাদেশের মেয়েরা, মাহমুদ কবীর।

বাংলাদেশে একজন গ্রামীণ নারীর জীবনে একটি বছর ঃ

বৈশাখ (১৫ এপ্রিল- ১৪ই মে) পুকুর থেকে মাটি আনা, শাক-সবজি লাগান, পানি দেয়া, আগাছা পরিস্কার ও মাচার ব্যবস্থা করা, নানান ধরণের আচার বানানো।

জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে- ১৪ জুন) আমসত্ত তৈরী, তরিতরকারীর চাষাবাদ

আষাঢ় (১৫ই জুন - ১৪ জুলাই) মাছ ধরার জাল ও ফাঁদ বানানো, মাছের পোনা তৈরী, কাঁথা, মাদুর ও কাপড়-চোপড়, সেলাই করা পাটের শিকা প্রস্তুত করা।

শ্রাবণ (১৫ জুলাই - ১৪ আগষ্ট) ধান মাড়াই, পরিস্কার, সিদ্ধ শুকানো এবং ধান বানা, গরুর খাদ্যের জন্য নারা শুকানো, শীতল পাটি বানানো।

ভাদ্র / আশ্বিন (১৫ সেপ্টেম্বর - ১৪ অক্টোবর) বর্ষা পরবর্তী স্যাঁতস্যাতে ও ছাতাপড়া ঘর-দোর পরিস্কার, পরবর্তী ফসলের জন্য ধানের গোলা বা তুলি মেরামত, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত।

কার্তিক (১৫ অক্টোবর - ১৪ নভেম্বর) শাক-সবজী কলাই, মরিচ, তিল, তিষি বোনা।

অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর - ১৪ ডিসেম্বর) ধান ভানা ও চাল জমা করা ও পিঠা তৈরী।

পৌষ (১৫ ডিসেম্বর - ১৪ জানুয়ারী) নতুন ধানের পিঠা, চিড়া মুড়ি তৈরী।

মাঘ (১৫ জানুয়ারী - ১৪ ফেব্রুয়ারী) খেজুর গুর তৈরী, পিঠা বানানো।

Dhaka University Institutional Repository

ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী - ১৪ই মার্চ) ঘরদোর ঠিক করা, মেঝ উঁচু করা, ঘর লেপা, তরকারী আবাদ, সরিষা, তিল, তিষি তোলা।

চৈত্র (১৫ই মার্চ - ১৪ই এপ্রিল) ঘরদোর পরিস্কার ও মেরামত, শাক-সবজি বোনা, তালের পাখা বানানো।

যদিও 'ক্যাশ ইকোনমি' বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অগণিত সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারীর জীবনকে সচল করে রেখেছে। ২০০২ সালে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র পরিবারের সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছে। এই ঋণগ্রহীতার অধিকাংশই গ্রামীণ নারী। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, নিজেরা করি, প্রশিকা প্রভৃতি এনজিও নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে কাজ করছে।

১১.১১ নারী ও প্রচার মাধ্যম ঃ

লৈঙ্গিক সচেতনতা বৈশ্বিক প্রচার মাধ্যমে নিদারুনভাবে অনুপস্থিত। সাম্প্রতিক বছরগুলো তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বেইজিং নরী সম্মেলন উত্তর বৈশ্বিক বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্ব আজ উন্মুক্ত। আকাশ সংস্কৃতি খুলে দিয়েছে সব কটি জানালা। আজ আমরা বিভিন্ন অসংখ্য চ্যানেল রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টিপে আমাদের টেলিভিশনে হাজির করছি। বেইজিং নারী সম্মেলনের মূল ফোকাস ছিল নারীকে প্রচার মাধ্যমে সদর্থক অর্থে উপস্থাপন করা হবে, প্রতিটি প্রোগ্রামে লৈঙ্গিক সচেতনতা থাকতে হবে। অথচ শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমে নারী আজ পণ্যে পরিনত। এর পেছনে নারীর অনগ্রসরতা দায়ী। কারন প্রচার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ম্যানেজমেন্টে নারী অংশগ্রহণ নেই। আছে পুরুষ প্রাবল্য। তাই আমরা সকল বিজ্ঞাপন এমনকি শেভিং ক্রিম, ব্লেড, রেজরের বিজ্ঞাপনে নারীর দূর্দান্ত উপস্থিতি দেখি। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনে নারীকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে একটি বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখি একটি ছেলে শিশু পিতার পাইলটের পোশাক পরে বিমান চালানার স্বপ্ন দেখে আর মেয়ে শিশু মায়ের নুপুর পরে নৃত্যশিল্পী হতে চায়। অর্থাৎ আমাদের প্রচার মাধ্যম নির্ধারন করে দিচ্ছে কোনটি নারীর কাজ, আর কোনটি পুরষের। অথচ নারীর সদর্থক কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করাই ছিল বেইজিং সম্মেলনের দাবী। যদিও নারী শিক্ষা, এসিড প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর ডকুমেন্টারী, ও বিজ্ঞঅপন প্রচররিত হচ্ছে। তথাপি তা পরিমানে সামান্য আমাদের সংবাদপত্রগুলো ধর্ষিতার ছবি চাপে, ধর্ষকের ছবি ছাপেনা। সংবাদপত্রেও নারীর নেতিবাচক খবরগুলো প্রাধান্য পায়। হলুদ সাংবাদিকতার এখন জয়জয়কার। আজও আমরা প্রচার মাধ্যমে নারীকে প্রকৃত মানুষ রূপে প্রতিভাত হতে দেখিনি। গড়ে ওঠেনি সুষ্ঠু নীতিমালা।

Dhaka University Institutional Repository

১১.১২ নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বেইজিং ঘোষণায় বলা হয়েছে, শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা, উন্নয়ন ও প্রগতির লক্ষ্য অর্জনের এক অপরিহার্য হাতিয়ার। অধিকাংশ নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল পর্যায়ে লিঙ্গীয় অসমতা রয়েছে। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যত আড়ম্বর দেখা গেছে কিন্তু ফলাফর তার আশানুরূপ নয়। প্রাথিমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। স্কুলগামী মেয়ে শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন, মেয়ে শিশুদের জন্য দেশব্যাপী ছাত্রী উপবৃত্তি প্রবর্তন, গ্রাজুয়েশন স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করা প্রভৃতি কারণে নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৮ জনে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপকহারে থেকেই যাচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে অসমতা। বাংলাদেশের নারী সাক্ষরতার হার হচ্ছে মাত্র ৩৮.১% যা পুরুষের ৫৫.৬% এর তুলনায় অনেক কম (তথ্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২, পৃষ্ঠা ১৬৭), ১৯৯৯ সালের এস.এস. সি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণের দেখা গেছে মেধা তালিকায় মেয়েদের অবস্থান ছেলেদের তুলনায় অনুজ্জ্বল। শতকরা হিসেবে মেধাতালিকায় মেয়েদের উপস্থিতি ৩০%

শতকরা হিসাবে মেধা তালিকায় মেয়েদের উপস্থিতি ৩০ এরও নীচে। সরকারী কলেজে ছাত্রী সংখ্যার ৩২.৮২% অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩.৭০% ছাত্রী পড়াশুনা করছে। মেয়েদের শিক্ষার এই চিত্রটি বিশেষ করে উচ্চতর পর্যায়ে বেশ নৈরাশ্যজনক। যদিও আগের চাইতে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি হয়েছে, তথাপিও এখনে আমাদের সমাজে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো বিয়ে দেয়া। আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায় দেখা যায় নারীদের বিজ্ঞান বিমুখতা। কারিগরি ও ভিত্তিমূলক প্রতিষ্ঠাসমূহে নারী শিক্ষার্থী অত্যন্ত নগণ্য, মাত্র ৫ শতাংশ। কৃষি অন্যান্য পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থী ১৪ শতাংশ নারী। বলাবাহুল্য এই অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অর্থনীতি ও উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের নিয়ে আসতে চাইলে কারিগরি বিষয়ে নারীদের শিক্ষাখাতে মাসিক খরচের পরিমানেও লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। টাকার অংকে শিক্ষাখাতে একজন ছেলের জন্য যেখাবে ব্যয় হয় মাসে ২৫ টাকা সেখানে একজন মেয়ের জন্য মাসে ১১ টাকা ব্যয় হয়। অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর দিকে নারীদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেড়েছে। নারী শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব একটি বিরাজমান সমস্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের অবস্থা

প্রতিষ্ঠান	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সর্বমোট সংখ্যা	নারী (%)
ডিগ্রী কলেজ	৪৯৬১৫৯	৩১.৯
মেডিকেল কলেজ	১১০৪৬	৩৯.৪
ডেন্টার কলেজ	৫২৫	৩৮.৯
বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী	৩২৪৬	৪.৭
ল' কলেজ	১৬৪৫	১১.৪
হোমিওপ্যাথীক কলেজ	৩২১৫৫	২২.৯
জেনারেল ইউনিভার্সিটি	১০৯৫৮	২১.৯
এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি	৪৩০০	১৩.৭
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি	৫০৬২	১১.৩

তথ্য ঃ ব্যানবেইস, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭।

উপরের চিত্রে ছাত্রীদের হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থা সুস্পষ্ট। দেশীয় ও বৈদেশিক সকল প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের চেয়ে লক্ষ যোজন এগিয়ে।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক শিশুকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে, যারা হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে অথবা কখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি (কম পক্ষে ১৫ লক্ষ শিশু) ব্রাক, বিএসিই, ইউসেপ, জিএসএস, প্রশিকা এবং অনুরূপ আরো অনেক এনজিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূরক এবং ফিডার সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব এনজিও কর্মসূচির প্রভাব সম্পর্কে যদিও কোন সমন্বিত পরিসংখ্যান নেই, তবুও হিসাব করে দেখা গেছে এই সব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশে বেশী মেয়ে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৩০ এবং ঝরে পড়ার হার অত্যন্ত কম (২% - ৭%)।

১১.১৩ মেয়ে শিশু

বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে নারী উন্নয়নের জন্যে, যে বারোটি ক্ষেত্র বিবেচনা করা হয়েছে তার মধ্যে কন্যাশিশু অন্যতম। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্যে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে

Dhaka University Institutional Repository

কৌশলগত নয়টি লক্ষ্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলনের (জুন-২০০০) সেই নয়টি কৌশলগত দিক হচ্ছে ঃ-

- প্রথম ঃ কন্যাশিশুর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ।
- দ্বিতীয় ঃ কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে নেতিবাচক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তৎপরতা বিলোপ।
- তৃতীয় ঃ কন্যা সন্তানের অধিকার বাড়ানো এবং কার্যকর করা এবং তার চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করা।
- চতুর্থ ঃ শিক্ষার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা।
- পঞ্চম ঃ স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা।
- ষষ্ঠ ঃ শিশু শ্রমভিত্তিক অর্থনৈতিক শোষণ দূর করা এবং কর্মজীবী তরুণীদের নিরাপত্তা দেয়া।
- সপ্তম ঃ কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল করা।
- অষ্টম ঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কন্যাশিশুর সচেতনতা বৃদ্ধি।
- নবম ঃ কন্যার মর্যাদা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অর্থাৎ সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতা, নারী-পুরুষ ও সামগ্রিকবাবে সমাজের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ার ভূমিকা শক্তিশালী করা।

২০০২ সালে কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, "নিরাপত্তা কন্যাশিশু ঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ"। ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করা এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনের মূল উদ্দেশ্য। যাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কন্যাশিশুরাই যে মূল চাবিকাঠি এ বিষয়টি সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়। আবহমান কাল থেকেই নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আয়-উপার্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার। মানুষ হিসেবে মৌলিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। যা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এর বিরূপ ফলাফল দীর্ঘমেয়াদী ও সুদূরপ্রসারী।

কন্যাশিশুদের শারীরিক নিরাপত্তা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। শারীরিক সহিংসতা, খুন, মানসিক নিপীড়ন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার ইত্যাদি তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এ সকল নির্যাতনমূলক ঘটনা আমাদের সমাজে আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খবরের কাগজের পাতায় এবং টেলিভিশনের পর্দায় যা প্রতিনিয়ত প্রদর্শিত হচ্ছে। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা মেয়ে শিশুদের অনুকূলে নয়। নারী ও শিশুদের নিপীড়নের ও নিরাপত্তাহানির অন্যতম কারণ হলো তাদের প্রতি সমাজে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের সম্পর্কে আমাদের সমাজে একটি অত্যন্ত নেতিবাচক ও অমর্যাদাকর মনোভাব বিরাজ করছে। যার মূল কথা হলো পুরুষের প্রাধান্য এবং নারীর অধস্তনতা। এ মানসিকতা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু পুরুষরাই নয়, অনেক নারীও এ মনোভাব পোষণ করে ফলশ্রুতিতে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, এমনটি সাহিত্য কৃষ্টিতেও তাদেরকে হেয় করে দেখানো হয়। নারী ও কন্যাশিশুদের নিপীড়ন ও বঞ্চনা এ অবমাননাকর পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিণতি। প্রতিনিয়ত হেয় প্রতিপন্ন ও অবমূল্যায়নের ফলে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ যেন 'গ্রহণযোগ্য' হয়ে পড়েছে। এমনটি অনেক নারীর কাছেও।

ব্যাপক বৈষম্য এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিকভাবে নারী ও কন্যাশিশুদের অনেক মূল্য দিতে হয়। এর ফলে অনেক ব্যক্তি ইতিমধ্যে খুন হয়েছে কিংবা আত্মাহুতি দিয়েছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়েছে। "অপুষ্টির দুষ্টচক্র" সৃষ্টির মাধ্যমে জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হচ্ছে। নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য প্রকৃতি যেন আমাদের উপর নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

কন্যাশিশু তথা নারীদের উন্নয়নে সরকারও কতগুলি নীতি ও সুস্পষ্ট আইনের প্রবর্তন করেছে (যেমন জাতীয় শিশু নীতি-ডিসেম্বর ১৯৯৪, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- ১৯৯৭, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০০২, যৌতুক নিরোধ আইন- ১৯৮০ ইত্যাদি)। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে কন্যাশিশুদের অবস্থা নিতান্তই করুণ। তারা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছে। তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্র তুলে ধরাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

কন্যাশিশুর সংখ্যা

শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু। এই সংজ্ঞায় বাংলাদেশের মোট শিশুর সংখ্যা ৬ কোটি ১৭ লাখ ৫০ হাজার। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪৯.৬ শতাংশ। জাতীয় আদম শুমারী অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে মোট শিশুর সংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৪০.৬ শতাংশ। এর মধ্যে কন্যাশিশুর সংখ্যা রয়েছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজার। কন্যাশিশুদের এই পরিসংখ্যান থেকে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে- তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকার সর্বোপরি নিরাপত্তা অর্থাৎ তাদের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নে ব্যাপক মাত্রায় কাজ করা প্রয়োজন।

কন্যাশিশুর অধিকার

শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশুদের জন্য মৌলিক অধিকারগুলো হলো, "জীবন, বেঁচে থাকা ও বিকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও ভাল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবার অধিকার"। এ অধিকারসমূহ সকল শিশুর জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, জন্মলগ্ন থেকেই অধিকাংশ কন্যাশিশু এ সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত। জন্মের পরপরই কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভের জন্য যে সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন তার কোনোটিই করা হয় না। বরং এক আত্মঘাতি সামাজিক সামাজিক ব্যবস্থার বেড়াজাল তৈরি করে তাদেরকে অবহেলা, নির্যাতনের রোষাণলে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলা হয়। অধিকাংশ কন্যাশিশুই দৈহিক নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে বড় হয়। অনেক পরিবারেই কন্যাশিশুদের সাধারণত স্বল্প ও নিম্নমানের খাবার খেতে দেয়া হয় এবং চিকিৎসা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কম সুবিধা দেয়া হয়। শুধুমাত্র লিঙ্গ ভেদের কারণে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, যা মানবাধিকার লংঘনের সামিল।

কন্যাশিশুর শিক্ষা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে নারী ও শিশুদের নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সকর গবেষণারই প্রধান সুপারিশ হলো- কন্যাশিশু তথা নারীদের শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কারণ তারা শিক্ষিত হলে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের উপর তাদের আস্থা বাড়ে। নিজেদের অধিকার ও বিচার বিবেচনা প্রয়োগের সম্ভাবনা বাড়ে। অর্থনৈতিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভের সুযোগ বাড়ে। পরিবারে পুষ্টির মান বৃদিধ পায়।

আমাদের দেশে একটি বিষয় অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির হারের ক্ষেত্রে ছেলে শিশু ও কন্যাশিশুর মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত কম। ইউনিসেফের তথ্যানুসারে প্রাইমারি স্কুলে মোট ভর্তির হার কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে ৯৫ শতাংশ এবং পুত্রশিশুর ক্ষেত্রে ৯৯ শতাংশ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার মেয়েদের ৬৫ শতাংশ এবং ছেলেদের ৬৬ শতাংশ। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে মেয়েদের শিক্ষার হার কমে যায়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার ১৫ শতাংশ, ছেলেদের ভর্তির হার ৩০ শতাংশ। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, কিশোরীরা বেশ কিছু কারণেই উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অভাব, বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তার অভাব ও আবহামানকালের কুসংস্কার।

কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য

বাংলাদেশে স্বল্প ওজনের নবজাতকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। যা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। এ সকল শিশু সাধারণত অসুস্থ হয় ও অপুষ্ঠিতে ভোগে। এদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা যথাযথভাবে গড়ে উঠে না। ফলে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে।

কন্যাশিশুদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা আমরা কতগুলি পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়েই দেখতে পারি। যেমন, পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলেদের থেকে কন্যাশিশুরা শতকরা ১৬ ভাগ কম ক্যালরী পায়। ৫-১৪ বছর বয়সী কন্যাশিশুরা ছেলেদের তুলনায় শতকরা ১১ ভাগ কম ক্যালরী পায়। ফলে ১-৪ বছর বয়সী কন্যাশিমুর শতকরা ৯ ভাগ মারাত্ম অপুষ্টিতে ভোগে, যেখানে অপুষ্ট পুত্রশিশুর সংখ্যা শতকরা ৬ ভাগ। অপুষ্টি ও চিকিৎসার অভাবে

Dhaka University Institutional Repository

কন্যাশিশুদের মৃত্যুহারও বেশি। যেমন, ১ থেকে ৪ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মৃত্যুহার একই বয়সী ছেলে শিশুর তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ বেশি। এ বিভাজন শুধু শিশুকালেই নয়- কৈশোর, যৌবন এবং পরিণত বয়সেও চলে এর পুনরাবৃত্তি। তবে সময়ের পরিক্রমায় এর আঙ্গিক পরিবর্তন হয় মাত্র। ফলে অধিকাংশ কিশোরী ও নারী রক্তশূন্যতায় ভোগে। অপেক্ষাকৃত বেশি আয়োডিনের ঘাটতির ফলে কন্যাশিশুদের মেধারও যথাযথ বিকাশ হয় না। পরিসংখ্যান অনুসারে ৫-১১ বছর বয়সী ছেলেশিশুদের শতকরা ৪৭ ভাগ, কন্যাশিশুদের শতকরা ৫৩ ভাগ আয়োডিনের অভাবে ভোগে। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ নারী রক্তশূণ্যতায় ভোগে। প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ১০-১২ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ স্বাভাবিকের তুলনায় কম উচ্চতাসম্পন্ন ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। অপর দিকে একই বয়সের ছেলেদের মধ্যে এই হার শতকরা ৪৭ ভাগ। এ ছাড়াও ছেলেদের তুলনায় কন্যাশিশুরা যে সব রোগে বেশি ভোগে সেগুলো হলো- কুষ্ঠ, গলগন্ড ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব।

কৈশোরে বিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব বিবাহত্তোর জীবনেও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। বিশ বছর বয়সী একজন নারীর তুলনায় একজন কিশোরীর প্রসবকালীন মৃত্যু ঝুঁকি ২ থেকে ৫ গুন বেশি থাকে। অপর দিকে এসব কিশোরী মাতার সন্তানদেরও এক বচর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায় কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ।

কন্যাশিশুর শ্রম

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কন্যাশিশুর জন্য শ্রম-প্রদান এক অনিবার্য বাস্তবতা। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পে ১৮-১৯ বছর বয়সী ৪ লক্ষ নারী শ্রমিক কাজ করছে। যাদের মাসিক গড় বেতন ৭০০ টাকা থেকে ১৪০০ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে গৃহপরিচারিকা হিসেবেও বিপুল সংখ্যক কন্যাশিশু কাজ করছে। এক জরিপ অনুযায়ী শুধুমাত্র ঢাকাতেই আনুমানিক ২,২৫,০০০ কন্যাশিশু গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করে। এদের মধ্যে মাসিক বেতন পায় শতকরা ৫৭ ভাগ। বেতনের পরিমাণ ৫০০ টাকার নিচে থেকে শুরু করে ২০০০ টাকার বেশি দেখা যায়। শতকরা ৭১ ভাগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এসব শিশু শ্রমিকদের উপার্জিত আয় সরাসরি শিশুদের কাছে না গিয়ে তাদের মা-বাবার কাছে যায়।

কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন

বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক কন্যাশিশু নানামুখী সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। যেমন, ২০০১ সালে নির্যাতনের শিকার হয়েছে প্রায় ৬৪৬ জন শিশু। তাদের মধ্যে ধর্ষিত হয়েছে ১৩৮ জন। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৭৯ জন। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৪৮ জন। আহত হয়েছে ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

জন। অপহৃত হয়েছে ২৯১ জন। বাংলাদেশ থেকে বছরে ২৫ হাজার নারী শিশু পাচার হচ্ছে। এসিড নিক্ষেপে শিকার হয়েছে ৩৩ জন।

সাল	ধর্ষণ	এসিড নিক্ষেপ	গুরুত্ব আহত	অন্যান্য	মোট	শিশু নির্যাতন
১৯৯৭	১৩৩৬	১১৭	২০৬	৪১৮৪	৫৮৪৩	৪৫৩
১৯৯৮	২৯৫৯	১৩০	২০০	৪০৯৮	৭৩৮৭	৬৭৬
১৯৯৯	৩৫০৪	১২২	২৩৯	৪৮৪৫	৮৭১০	৫৫৯
২০০০	৩১৪০	১২৭	২৯৭	৬৯৭১	১০৫৩৫	৪৪৯
২০০১	৩১৮৯	১৫৩	৩৫১	৯২৬৫	১২৯৫৮	৩৮১
মোট	১৪১২৮	৬৪৯	১২৯৩	২৯৩৬৩	৪৫৪৩৩	২৫১৫

সূত্র ঃ পুলিশ সদর দফতর (দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট, ২০০২)

নারী ও শিশু নির্যাতনের এটি একটি আংশিক চিত্র। কারণ এ ধরনের অনেক ঘটনাই পুলিশের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তই বেসরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ নির্যাতনের ব্যাপকতা আরো বেশি। যেমন, শিশু অধিকার ফোরাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০২ জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত গত আট মাসে মোট ৫,১৩৪ জন শিশু হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। দুঃকজনক হলেও সত্য যে, এদের অধিকাংশ কন্যাশিশু।

শিশু অপহরণ ও হত্যা

একটি শিশু একটি জাতির, দেশের ভবিষ্যৎ। সেই ফুলের মতো নিস্পাপ শিশুকে অপহরণ করে হত্যা করতে ঘাতকচক্ররা দ্বিধা করছে না। কোমলমতী এসব শিশু হত্যার ধরন এতই রোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক যে, ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। শিশু অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবি এবং শেষে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় ঢাকাসহ সারাদেশের স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন এখন সবচেয়ে বেশি আতংকগ্রস্ত। ছেলেমেয়ে একটু চোখের আড়াল হলেই এবং স্কুল থেকে ফিরে আসতে একটু দেরি করলেই অজানা ভয় ও আতংকে বাবা-মা অস্থির হয়ে পড়েন। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে আগস্ট মাত্র ৭ মাসে ঢাকায় ৩টি, কুমিল্লায় ১টি এবং গাইবান্ধায় ১টি সহ মোট ৬টি নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডে ফুলের মতো নিস্পাপ ৬জন শিশু বাবা-মায়ের বুক খালি করে চলে গেছে। শিহাব, বাপ্পী, রত্না, হৃদয়, ডন, তৃষার মায়ের মতো আর কত মায়ের কোল এভাবে খালি হবে, আর কতকাল নিস্পাপ এবং কোমল প্রাণ শিশুর ওপর এমন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চলবে? শিশু-কিশোরদের অপহরণ ও হত্যার ঘটনা এত বেড়ে গেছে যে, বাবা-মা সহ সবার মনে ভয় ধরে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে ছকের মাধ্যমে ২০০০ থেকে ২০০২ এর জুন পর্যন্ত অপহৃত শিশু-কিশোরদের সংখ্যা নিচে দেখানো হল ঃ

সাল	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	সর্বমোট (ছেলে+মেয়ে)
২০০০	৬৬	২৪০	৩০৬ জন
২০০১	৭৬	১১৭	১৯৩ জন
২০০২ (জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত)	৪৭	১২২	১৬৯ জন
		সর্বমোট	৬৬৮ জন

(সূত্র ঃ ডেইলি স্টার, দৈনিক যুগান্তর, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক প্রথম আলো)

ঘটনা-১ ঃ তৃষা হত্যা (১৭ জুলাই, ২০০২)

গাইবান্ধার স্থানীয় মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ১১ বছরের ফুটফুটে তৃষা। মূল আসামী মেহেদী হাসান মর্ডার্ন তার স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বিভিন্ন সময় তাকে প্রেম নিবেদন ও উত্যক্ত করত। তৃষার বাবা-মার পক্ষ থেকে মর্ডার্নের পিতাকে এ ব্যাপারে জানালেও এর প্রতিকার পাওয়া যায়নি। গত ১৭ জুলাই আসামী মর্ডান, শাহীন ও আশা শলাপরামর্শ করে তৃষাকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মতে ওইদিন বিকাল ৩টায় ওই তিন বখাটে যুবক পুরাতন হাসপাতাল সড়কের আফজাল হোসেন মুন্সীর পানের দোকানের সামনে অবস্থান নেয়। বিকাল ৪টা ২০ মিনিটের দিকে তৃষা স্কুল ছুটি শেষে ওই পথে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে দোকানের কাছাকাছি এলে ওই তিন বখাটে যুবক তৃষাকে অপহরণের জন্য এগিয়ে যায়। আসামিদের ধাওয়ায় ভীত সন্ত্রস্ত তৃষা সোজা পথ ছেড়ে সে সময় খাঁ পাড়ার গলি ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে ইউসুফ আলীর পুকুর পাড়ে গিয়ে পৌঁছে। এ সময় আসামিরা তাকে ঘিরে ফেলে। নিরুপায় তৃষা নিজেকে রক্ষার জন্য পুকুরে লাফিয়ে পড়ে এবং সাঁতার জানা না থাকায় পানিতে ডুবে যেতে থাকলে হাত তুলে বাঁচার আকুতি জানায়। কিন্তু তৃষাকে রক্ষায় আসামিরা এগিয়ে আসেনি। ফলে তৃষার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনা -২ ঃ রত্না জবাই (১১ আগস্ট, ২০০২)

প্রতিবেশীর ছেলে ইমনের সঙ্গে খেলা নিয়ে সামান্য ঝগড়া-বিবাদের জের ধরে রাজধানীর সবুজবাগের দক্ষিণ মান্ডা এলাকায় রত্না নামের ছয় বছরের শিশুকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে রত্নার প্রতিবেশী একই পরিবারের ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। রিকশাচালক এনামুলের

Dhaka University Institutional Repository

বড় মেয়ে রত্নার মতো একটি অবুঝ শিশুকে হত্যার ঘটনা আদিম বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। রত্নার মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। রত্নার লাশ দেখে সবাই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।

ঘটনা-৩ ঃ শিশুকন্যা নওশীন হত্যা (৯ মে, ২০০২)

গত ৯ মে রাজধানীর বাড্ডায় সিমেন্ট ব্যবসায়ী তারেক হোসেন পলাশের কাছ থেকে ছিনতাইকারীরা ৩০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিলে স্থানীয় লোকজন ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করে। ছিনতাইকারীরা বেবিট্যাক্সি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় লোকজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ওই গুলিতে বাবার কোলে থাকা শিশু নওশীন (২০ মাস) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। মামলার চার আসামির মধ্যে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে, অপর দু'জন পলাতক।

শিশু-কিশোরী নিখোঁজের চিত্রঃ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানুয়ারি ২০০০ থেকে জুন ২০০২ পর্যন্ত নিখোঁজ হওয়া শিশু-কিশোরীর সংখ্যা নিচে দেয়া হল-

সাল	ছেলে শিশু	মেয়ে শিশু	সর্বমোট জন
২০০০	২৯৪	২৯০	৫৮৪
২০০১	৩৩৩	৩১৮	৬৫১
২০০২ (জানুয়ারি-জুন)	১৩২	১৮৯	৩২১
সর্বমোট	৭৫৯	৭৯৭	১৫৫৬

(সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তার, ডেইলি স্টার, দি বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক প্রথম আলো।)

বর্তমানে বিশ্বে কন্যাশিশু-পুত্রশিশুর শুধুর সমঅংশিদারিত্বই নয়, সমমূল্যায়ন এবং সমভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কন্যাশিশু-পুত্রশিশুর সমউন্নয়ন কোনো অনুগ্রহের বিষয় নয়, বরং সমাজের অগ্রগতির জন্য এটি পূর্বশর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ

তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত ফলাফল

১২.১ ভূমিকা

বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্য পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ -

১. নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানা।

২. সরাদেশের একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করা।

৩. বেইজিং সম্মেলনের প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলো নারীর অগ্রগতি ও অবনতির সন্ধান এবং তুলনাকরণ।

৪. গ্রন্থনির্ভরতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে এদেশের শিক্ষিত শ্রেণীর আলোচ্য বিষয়ে অভিমত জানা।

৫. সমীক্ষার ফলাফল থেকে ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারন।

সমীক্ষায় অংশগ্রহন কারী

শাহবাগস্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমীর ৪৫ তম আইন ও প্রশাসন কোর্সে অংশগ্রহনকারী ৫০ জন সহকারী কমিশনারের উপর এ সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই ৫০ জন সহকারী কমিশনার সারা দেশে ৩১টি কালেক্টরেটে কর্মরত। এরা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এদের উত্তর থেকে সমগ্র দেশের একটি চিত্র বেরিয়ে এসেছে। প্রশ্নমালা ভিত্তিক এ সমীক্ষায় তারা তাদের অভিমত প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে নারী ১৩জন, পুরুষ ৩৭ জন।

১২.২ সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

১। বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন	সংখ্যা	হার (%)
সিংহভাগ	১	২%
মধ্যম	১০	২০%
সামান্য	৩৯	৭৮

৫০ জন উত্তর দাতার কাছ থেকে বাংলাদেশে প্লাট ফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে উত্তর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে একজন মাত্র সিংহভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে বলেছে। ১০ জন উত্তর দিয়েছেন মধ্যম

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন, ৩৯ জন উত্তর দিয়েছেন সামান্য বাস্তবায়ন হয়েছে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ উত্তরদাতার অভিমত হচ্ছে বাংলাদেশে পিএফএ সামান্য বাস্তবায়ন হয়েছে।

২। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীদের দারিদ্র্যের মাত্রা

দারিদ্র্যের মাত্রা	সংখ্যা	হার (%)
বৃদ্ধি পেয়েছে	২৫	৫০%
পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	২০	৪০%
হ্রাস পেয়েছে	৫	১০%

উত্তর দাতাদের অর্ধেকই বলেছেন নারীর দারিদ্র্যের মাত্রা বেড়েছে। ৫০ জন উত্তর দাতার মধ্যে মাত্র ৫ জন (১০%) বলেছেন নারীর দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে। আর ২০ জন বলেছেন পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান। পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান মানে অবনতির স্মারক। উপাত্ত থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে নারীরা আরো দরিদ্র হয়েছে।

৩। শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ক্ষেত্রে বেইজিং উত্তর বাংলাদেশে নারীর অবস্থা

অবস্থা	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	৭	১৪%
অগ্রগতি	২০	৪০%
পূর্বের অবস্থা	১৮	৩৬%
অবনতি	৫	১০%

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে ৫৪% এর অভিমত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীর অগ্রগতি হয়েছে। যা একটি ইতিবাচক দিক।

৪। শিক্ষার কোন স্তরে নারীদের সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি ঃ

শিক্ষার স্তর	সংখ্যা	হার (%)
প্রাথমিক	৪০	৮০%
মাধ্যমিক	৬	১২%
উচ্চশিক্ষা	৪	৮%

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে ৮০% অভিমত হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কম অগ্রগতি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। সামগ্রীক বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপক বাজেট বরাদ্দের একটা ইতিবাচক দল পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে সরকার এবং এনজিওরা কৃতিত্বের দাবীদার। প্রতিটি স্তরে সমান অগ্রগতি না হলে নারীর ক্ষমতায়ন এক কথায় অসম্ভব।

৫। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতির অবস্থা

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত	-	-
অগ্রগতি	১০	২০%
পূর্বের অবস্থা	৩৫	৭০%
অবনতি	৫	১০%

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্চে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়েছে এমন কোন অভিমত পাওয়া যায়নি। মাত্র ১০ জন (২০%) বলেছেন অগ্রগতি হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও নারীদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কম বাজেট বরাদ্দ এক্ষেত্রে অন্যতম কারন।

৬। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা	সংখ্যা	হার (%)
অনেক বেড়েছে	৪০	৮০%
পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	৮	-
সহিংসতা কমেছে	২	-

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে ৫০ জনের মধ্যে ৪০ জনের অভিমত (৮০%) হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশের প্রতিদিনের পত্রপত্রিকা দেখলেও এ তথ্যের সভ্যতার প্রমাণ মেলে। গত ২ বৎসর যাবৎ নারীর প্রতি সহিংসতা জ্যামিতিক হারে বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রে

সহিংসতার ক্ষেত্র	সংখ্যা	হার (%)
এডিস নিক্ষেপ	২০	৪০%
ফতোয়া	৫	১০%
যৌতুক	৪	৮%
পারিবারিক নির্যাতন ও হত্যা	৬	১২%
ধর্ষন	১৫	৩০%
অন্যান্য	-	-

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে সহিংসতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিমত এসেছে। অন্যান্যতে কেউ অভিমত দেননি। এক্ষেত্রে ২০ জন (৪০%) এর অভিমত বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রে এসিড নিক্ষেপ। এর পর ধর্ষনের অবস্থান। এক্ষেত্রে ১৫ জন (৩০%) অভিমত দিয়েছেন। আলোচ্য তথ্যাদি থেকে বেরিয়ে এসেছে এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষন বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের প্রধান দুটি ক্ষেত্র। এসব ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হলেও কার্যকর বাস্তবায়ন না হওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক গুন বেড়েছে।

৮। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	২০	৪০%
পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	১৫	৩০%
অবনতি	১৫	৩০%

মাত্র ২০ জন (৪০%) এর অভিমত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি হয়েছে। প্রত্যাশিত অগ্রগতির ক্ষেত্রে কেউ অভিমত দেননি। বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এখানো দুরের পথ।

Dhaka University Institutional Repository

৯। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীদের অগ্রগতি

ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	১২	২৪%
পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	৩০	৬০%
অবনতি হয়েছে	৮	১৬%

উপযুক্ত উপাত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। মাত্র ১২জনের (২৪%) অভিমত অগ্রগতি হয়েছে। পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অভিমত এসেছে ৩০ জন (৬০%)। অবনতি হয়েছে বলেছেন ৮ জন (১৬%)। অর্থাৎ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অগ্রগতির মাত্রা বেশ শ্লথ।

১০। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে রাজনীতির নারীর অংশগ্রহন

অংশগ্রহন	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অংশগ্রহন	-	-
অংশগ্রহনে বৃদ্ধি	১৫	৩০%
পূর্বের অবস্থা	৫	১০%
অংশগ্রহন হ্রাস পেয়েছে	৩০	৬০%

উপযুক্ত তথ্যাদি থেকে বেরিয়ে এসেছে বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন হ্রাস পেয়েছে। ৫০ জনের ক্ষেত্রে ১৫ জনের অভিমত হচ্ছে অংশগ্রহন বৃদ্দি পেয়েছে। প্রত্যাশিত অংশগ্রহনের পক্ষে কোন অভিমত আসেনি। নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি ঘটেছে মূলত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। জাতীয় নির্বাচনে ঘটেনি বরং হ্রাস পেয়েছে। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উত্তর নারীর প্রতি সহিংসতহা নারীকে রাজনীতি বিষয়ে আতংকিত করে তুলেছে।

১১। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি

প্রশাসনিক ক্ষেত্র	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	৪০	৮০%
পূর্বের অবস্থা	১০	২০%
অবনতি	-	-

Dhaka University Institutional Repository

৫০ জনের মধ্যে ৪০ জনের (৮০%) অভিমত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি হয়েছে। তবে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়েছে। তবে অবনতিও হয়নি। এটা একটি ইতিবাচক দিক।

১২। নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	৮	১৬%
পূর্বের অবস্থা	৩৭	৭৪%
অবনতি	৫	১০%

নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে ৩৭ জনের অভিমত পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান। ৫ জনের অভিমত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অবনতি হয়েছে। অর্থাৎ বেইজিং উত্তর বাংলাদেশে নারীর জন্য পর্যাপ্ত প্রত্যাশিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

১৩। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার

মানবাধিকার	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	-	-
পূর্বের অবস্থা	৫	১০%
অবনতি	৪৫	৯০%

৫০ জনের মধ্যে ৪৫ জন উত্তরদাতাই বলেছেন বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে। এ সত্যিই এক নির্জল বাস্তবতা।

১৪। তথ্যমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি

তথ্যমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি	সংখ্যা	হার (%)
সদর্থক উপস্থিতি বেড়েছে	১০	২০%
পূর্বের অবস্থা	৫	১০%
নঞর্থক উপস্থিতি বেড়েছে	৩৫	৭০%

Dhaka University Institutional Repository

৭০% অভিমত হচ্ছে তথ্য মাধ্যমে নারীর নঞর্থক উপস্থিতি বেড়েছে। যা বেইজিঙ নারী সম্মেলনের নির্দেশনার পরিপন্থী।

১৫। নারী ও পরিবেশ বিপর্যয়

পরিবেশ	সংখ্যা	হার (%)
পরিবেশ বিপর্যয়	৩৭	৭৪%
পূর্বাস্থা	১০	২০%
পরিবেশ বিপর্যয় কথোর্দ	৩	৬%

৭৪% অভিমত হচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয় বেড়েছে। নারীর জীবন হুমকির স্বরূপ।

১৬। মেয়ে শিশুর অবস্থার অগ্রগতি

মেয়েশিশুর অবস্থা	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	১০	২০%
পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	১৫	১০%
অবনতি	২৫	৫০%

উত্তরদাতাদের অর্ধেকের অভিমত হচ্ছে মেয়ে শিশুর অবস্থার অবনতির হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মেয়ে শিশু ধর্ষণ, অপহরন, অপহরন উত্তর হত্যা প্রভৃতি কারণে অবনতির ক্ষেত্রে উত্তর বেশী এসেছে।

১৭। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে সার্বিকভাবে নারী সমাজের অগ্রগতি

নারী সমাজের অগ্রগতি	সংখ্যা	হার (%)
প্রত্যাশিত অগ্রগতি	-	-
অগ্রগতি	১০	২০%
পূর্বের অবস্থা	২০	৪০%
অবনতি	২০	৪০%

সুস্পষ্ট বেরিয়ে এসেছে নারী সমাজের অগ্রগতির চেয়ে অবনতি হয়ে বেশী। নারীর ক্ষমতায়নের উল্টো স্রোত সমাজে প্রবাহিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবস্থা

লৈঙ্গিক বৈষম্য	সংখ্যা	হার (%)
বৃদ্ধি	২৫	৫০%
পূর্বস্থা	১০	২০%
হ্রাস	১৫	৩০%

উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে লৈঙ্গিক বৈষম্য প্রত্যাশিতভাবে হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। লৈঙ্গিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি একটি অলীক কল্পনা মাত্র।

সার্বিকভাবে সমীক্ষা থেকে যে মূল তথ্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর অবস্থার ক্ষেত্র বিশেষ উন্নতি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

বাংলাদেশে নারীর সমস্যা সমূহ

১৩.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত অধ্যায় সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নারীর সমস্যা সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.২ সরকারি কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা:

- সিওও সনদের মত আন্তর্জাতিক সনদ বা চুক্তিগুলির কতগুলি ধারায় সংরক্ষণ বজায় রাখা;
- আইএলও, শিশু সনদ, মানবাধিকার ঘোষণা ও এমনকি পরিপূর্ণভাবে অনুমোদিত পিএফএ বাস্তবায়নের নিম্নমান এবং কোন কোন ধারার সঙ্গে বাস্তবায়নগত অসঙ্গতি;
- সমন্বয় ও ফলোআপের ক্ষেত্রে ঘাটতি - বিশেষ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে;
- বেইজিং পিএফএ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের অভাব;
- সরকারের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে বিলম্বিত বাস্তবায়ন;
- আন্তঃ পরিদপ্তর জটিলতা : কে কি করছে, কখন করছে- তা অনেক সময়ই জানা যায় না;
- অতিমাত্রায় আনুষ্ঠানিকতা এবং অধিকাংশ সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতার অভাবে শ্লথ অগ্রগতি;
- গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনা তথ্যব্যবস্থার অভাব;
- তুলনীয় প্যারামিটারসহ নারী পুরুষের বিভাজিত প্রাথমিক তথ্য উপাত্তের অভাব;
- সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির অভাব। সরকারি কর্মসূচিগুলি তেমন একটা সৃজনশীল নয়। এক্ষেত্রে নমনীয়তার অভাব রয়েছে এবং তা ধীরগতিসম্পন্ন;
- সরকার এখনও এনজিওদের বিশেষজ্ঞতাকে উদ্দীপ্ত, সক্রিয় ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি; দেখা গেছে কোন কোন খাতে সরকার ও এনজিও একই কাজ করছে। সরকার ও এনজিওরা পরস্পর পরিপূরক হিসেবে কাজ করলে অনেক অধিক্রমণ বা ওভারল্যাপিং এড়ানো যেত;
- পরিবীক্ষণ মেকানিজম যথাযথভাবে স্থাপিত হয়নি;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অপর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ এবং নারী উন্নয়নে সম্পদের সত্যিকারের ব্যবহার খুবই কম এবং তা খুবই অসন্তোষজনক;
- সিডও সনদ ও শিশু অধিকার সনদ এখনও আমাদের আইনী ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত হয়নি;
- বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন খুবই দুর্বল ও অপর্যাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৩.৩ এনজিওদের কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

- সমাজের খুব সামান্য অংশের কাছে পৌঁছতে পেরেছে এনজিওরা
- কার্যক্রমের আওতা সীমিত
- ওভারল্যাপিং বা অধিক্রমণ বেশি
- সরকার ও এনজিওদের মধ্যকার সমন্বয় সহযোগিতার অভাবে এই অধিক্রমণ ও পুনরাবৃত্তি ঘটে। ফলে পিএফএ বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে ওঠে
- অনেক সাধারণ ইস্যুতে সংহতি অর্জনে একতাবদ্ধ হবার তাৎপর্যকে অনেক এনজিওর নারীরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে না
- এনজিওদের প্রধান অবদান মূলত সচেতনীকরণ ও সংবেদনীকরণ প্রক্রিয়াভিত্তিক হওয়ায় এর পরিমাণগত ফল পরিমাপ করা খুবই কঠিন
- সামাজিক উন্নয়ন খাতে এনজিওদের প্রত্যক্ষ কার্যক্রম কম এবং দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কোন ইতিবাচক অগ্রগতি সাধনে তারা সমর্থ হয়নি
- এনজিওরা এখনও দেশের প্রতিরক্ষা খাতের বিশাল অঙ্কের ব্যয় বরাদ্দকে কমিয়ে এনে তা সামাজিক উন্নয়ন খাতে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়নি
- এনজিওরা এখনও সরকারি মার্কেট পলিসি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি
- নারী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ রূপকার হিসাবে এনজিও ও নারী সংগঠনগুলিকে সনাক্ত না করা
- গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে নারী সংগঠনগুলি এখনও জড়িত নয়
- সংসদে বর্ধিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের জন্য নীতিমালা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এনজিওরা এখনও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি
- অভিন্ন উত্তরাধিকার আইন পাশের জন্য সংসদে কোন বিল আনতে এনজিওরা এখনও তেমন একটা গণদাবি সৃষ্টি করতে পারেনি
- যৌতুক, সহিংসতা, পাচার, ধর্ষণ ইত্যাদি বন্ধ করতে এনজিওরা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে জনচেতনা সৃষ্টি করতে পারেনি এবং এইসব প্রতিবাদকে সংহত করে একটি পরিপূর্ণ আন্দোলনে রূপ দিতে পারেনি।

১৩.৪ পিএফএ -র বিবেচনার কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীর সমস্যাসমূহ

❑ দারিদ্র্য

- নারীরা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার

Dhaka University Institutional Repository

• নীপীড়নমূলক জেন্ডার সম্পর্ক নেতিবাচভাবে নারীদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ, নিরাপত্তা ইত্যাদির উপর প্রভাব ফেলে

• দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র নারীর অসহায়ত্ব অনেক বেশি

• খুব ক্ষমতাহীন হওয়ায় দরিদ্র নারীরা দারিদ্র্যের জালে তুলনামূলকভাবে দ্রুত আটকা পড়ে

• দেখা যায় ২,০০,০০০ গ্রামীণ দরিদ্রের পুরুষের শহরে আগমন ঘটলে, গ্রামীণ দরিদ্র নারীর শহরে আগমন সংখ্যা হয় ৩,০০,০০০ জন

• সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন ও তার প্রকৃত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার প্রেক্ষিত সংযুক্তকরণে খুব সামন্যই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

❑ শিক্ষা

• বর্তমানে প্রায় ১০% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদৌ ভর্তি হয় নাই। তাই স্কুলে না যাওয়া শিশুরা হল চরম দরিদ্র পরিবারের যাদের কাছে পৌঁছানো খুব কঠিন এবং যাদের বিদ্যালয়ে পড়ার মাণ্ডল বেশ চড়া

• যারা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় তাদের ৪০% পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শেষ করে না

• একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি ও ঝরে পড়ার জন্য অপয় হার খুব বেশি, ছাত্র ছাত্রীদের ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছুতে ৬ বছরের বেশি সময় লেগে যায়

• এমনকি শিক্ষা সমাপ্তির পরও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মান তৃতীয় শ্রেণীর। ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা লাভ করে না

• নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা ও ফলো আপ না থাকায় আরো নব্য সাক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে না

• জেন্ডার বৈষম্যমূলক পাঠক্রম

• কার্যকর শিক্ষাদানের সময় খুব স্বল্প

• শিক্ষকেরা পেশাগতভাবে থেকে বিচ্ছিন্ন এবং খুবই দুর্বলভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়

• পরিবারে নারী শিক্ষার প্রতি কম অগ্রাধিকার প্রদান

• শিক্ষার ধারাবাহিক সুযোগ সুবিধার অভাব

• শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই স্কুলে ভর্তি, ঝরে পড়া ও স্কুলে থাকার অনুপাতে ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য।

❑ স্বাস্থ্য

• স্বাস্থ্যখাতে জেন্ডার ইস্যু-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সম্পদ বরাদ্দ খুব কম

• নারীরা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

- স্বাস্থ্যসেবায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পূর্ণরূপ অনুপস্থিত
- এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি নারীদেরই সবচেয়ে বেশি। পতিতালয় সম্পর্কিত গবেষণা থেকে জানা যায়, ০.৬ জন নারী এই ধরনের রোগে সংক্রামিত। ভাসমান পতিতাদের ক্ষেত্রে এর হার আরও অনেক বেশি
- এসটিডি সংক্রমণের হারও অনেক বেশি।

❑ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী

- কোটা ব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে
- পিতৃতান্ত্রিক নিয়মনীতিতেই রাজনৈতিক দলগুলো চলে এবং কেবলমাত্র পুরুষকেই নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়। পার্টির কর্তৃত্ব কাঠামোতে নারীদের কোন সংগঠনিক ভিত্তি নেই
- নারীদের এখনও তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থন নেই
- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নারীদের জন্য নির্বাচনী এলাকা পুরুষের চেয়ে ১০ গুণ বড়
- একমাত্র সাধারণ ও নির্বাচিত আসনে রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে এবং মনোনয়নপ্রাপ্ত সংরক্ষিত আসনের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।
- একটির পরিবর্তে ৩ টি নির্বাচনী এলাকা নারীকে দেওয়া
- রাজনীতি দুর্বৃত্তায়ন ও কালো টাকার প্রভাব
- দলের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে জয়ী হওয়া কঠিন
- অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও সম্পদের অভাবে নারীর অর্থাভাব
- রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নাররিা এখনও পিছিয়ে আছে
- ব্যাক আপ সাপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় জোরালো রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কার্যক্রমের অভাব
- রাজনৈতিক জ্ঞান ও পদ্ধতিতে নারীর পশ্চাদপদতা
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে চরম বৈরী আর্থ-সামাজিক অপপ্রচার
- প্রথানুগত ও রক্ষণশীল সমাজকাঠামো নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল
- নারীদের মধ্যে রাজনীতির জন্য আবশ্যক আচরণগত ও বাস্তব দক্ষতার অভাব
- নির্বাচিত ইউপি নারী সদস্যদের ধর্ষণ ও তাদের প্রতি সহিংসতা
- এনজিওদের বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক অপতৎপরতা প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করছে
- নারী নির্যাতন এখনও ব্যাপকভাবে বৈরী প্রভাব ফেলছে এবং পরিবেশকে শত্রুতাপূর্ণ ও প্রতিকূল করে তুলছে।

Dhaka University Institutional Repository

❑ নারী ও পরিবেশ

- পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর সুযোগের অভাব
- পরিবেশ গবেষণার জেন্ডার ধারণা ও পরিপ্রেক্ষিত প্রতিফলনের অভাব
- পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রমহড়া (এমনকি পাশের দেশগুলিতেও) শান্তি ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ যা নারী ও শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

❑ নারী ও সশস্ত্র সংঘাত

- কেবল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরই যথেষ্ট নয়
- প্রবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা কার্যক্রম ও গ্রহণ করা দরকার।

❑ সমস্যা সমূহ

- সহিংসতা, ধর্ষণ, খুন, পাচার ও শিশু পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি
- পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘন
- ফতোয়া ও ধর্মীয় অনুশাসন নারীর জীবন ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ
- ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বিশেষত নারীর ভূমিহীনতার কারণে জেন্ডার দারিদ্র্য
- হাজতকালীন নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি
- রাজনীতি ও সমাজের দুর্বৃত্তায়নে কারণে বৈরী পরিবেশ
- মৌলবাদী বনাম এনজিও/নারীদলের মধ্যেকার সাম্প্রতিক সংঘাত
- এইচআইভি ও এসটিডি সংক্রমণের হুমকি মহাদেশব্যাপী বৃদ্ধিপ্রাপ্তি
- আর্সেনিক দূষণের হুমকির কবলে দেশের উল্লেখযোগ্য অংশ এবং দরিদ্র ও নারীর জীবন হুমকির সম্মুখীন
- শিক্ষার চরম নিম্নমান 'সর্বজনীন সাক্ষরতা' ও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচিকে হীনবল করে তোলে ও সরকারি অর্থভাণ্ডারের অপচয় ঘটায়
- 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা,' 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ইত্যাদি লক্ষ্য এখনও অনর্জিত রয়ে গেছে
- বিশ্বায়ন ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, অর্থনীতির উদারীকরণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, নারীদের অসহায়ত্ব বৃদ্ধি এ সমস্তই নারীর টিকে থাকার প্রতি হুমকিস্বরূপ
- বড় বড় বাঁধ ও বেড়ি বাঁধ নির্মাণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে নারীরা তাদের ঘরবাড়ি হারায় • ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা দৈহিক নির্যতনের হুমকির সম্মুখীন; তাদের জোরালো নীতিগত সহায়তা ও ব্যাক আপ দরকার। এসব ক্ষেত্রে জরুরি মনোযোগ স্থাপন ও আশু কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। অন্যথায়, কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে অতীতের অর্জিত অনেক সাফল্যও বৃথা যাবে
- নারীর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রসঙ্গটি এখনো এজেন্ডা-রূপে আসেনি
- ২০০৫ সালের পরে রেডি মেইড গার্মেন্টস ও অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ কী হবে সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ
সুপারিশ ও উপসংহার

১৪.১ ভূমিকা

এই অধ্যায়ে পিএফএ এর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী সমস্যসমূহ দুরীকরণে সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪.২ সুপারিশমালা

- বেইজিং পিএফএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি মেশিনারীকে আরো আন্তরিক হতে হবে;
- জেন্ডার সমতার ধারণাটিকে রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচিতে বিবেচনা ও যুক্ত করতে হবে;
- জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য সরকারি ও বিরোধী দলকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে;
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে;
- চাকুরিতে কোটার পর্যায়সহ গেজেটেড ও ননগেজেটেড উভয় ক্ষেত্রেই নারীর কোটা বৃদ্ধি করতে হবে;
- সিডও সনদের একটি ধারার উপর এখন পর্যন্ত আরোপিত সংরক্ষণ প্রত্যাহার করতে হবে এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য এর পূর্ণ অনুমোদন ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
- আমাদের সংবিধান, সিডও সনদ ও বেইজিং পিএফএ-র আলোকে বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করতে হবে;
- নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে গৃহীত নতুন আইনকানুনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- রাষ্ট্রকে নারীর সাংবিধানিক অধিকারের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;
- সামষ্টিক অর্থনীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে;
- নারীর জন্য শ্রমবাজারে প্রবেশের অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- বেইজিং পিএফএ-র যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে;
- স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- বেইজিং পিএফএ-র যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে;
- স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে;
- নারী উন্নয়নে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির দৃঢ় অঙ্গীকার থাকতে হবে;
- ভূমি সংস্কার বা পুনঃবন্দোবস্ত কর্মসূচির অধীনে সরকারি জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারীপ্রধান পরিবার বা পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় সদস্য হিসাবে জমিতে নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- এই অঞ্চলে নারীর মানবাধিকার সুরক্ষায় সার্ক কমিটি থেকে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৩ পিএফএ -র বিবেচনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ করণীয়:

ভবিষ্যৎ করণীয় :দারিদ্র

- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মধ্যেকার যোগসূত্রের উপর গুরুত্বরোপ
- দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টায় জেন্ডার ভারসাম্য স্থাপন
- ব্যাপক ঋণ সুবিধার মধ্য দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সরকারি খাতের ঋণে নারীর আরও বেশি অংশ
- দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতমদের কাছে পৌঁছুতে যৌথ (সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজের) প্রচেষ্টা
- নীতিনির্ধারণী পদে অধিক সংখ্যক নারী নিয়োগ
- নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে আরো বেশি সংখ্যক আন্তঃখাত কর্মসূচি গ্রহণ
- নির্বিচার বৈষম্যপূর্ণ বিশ্বায়ন ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি বন্ধ করা
- অ-কৃষি খাতে (পল্লী শিল্পকাখানা, মৎস চাষ, ও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ) নারীর অধিক কর্মস্থান সৃষ্টি
- জেন্ডার ভারসাম্যপূর্ণ সরকারি বিনিয়োগ/ব্যয় নীতিমালা এবং সরকারি খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা তৈরি
- দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য রূপান্তরিত রেশম ব্যবস্থা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও রিলিফ অপারেশন
- সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করা
- দরিদ্র নারীদেরকে বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি ও বিপণন সুবিধাদি প্রদান
- কৃষি, সামাজিক বনায়ন ও নারীদের যোগসূত্র তৈরিতে অধিক বিনিয়োগ
- সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারে নারীর সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংশোধন
- নারীদের ও বালিকাদের চরম দরিদ্র হ্রাস এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান উন্নত করতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ
- ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণেরর মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

- আয়-উপার্জনমূলক কার্যক্রমের জন্য কারিগরী দক্ষতা প্রশিক্ষণ।

ভবিষ্যৎ করণীয়: শিক্ষা

- ক্ষতিপূরণ কর্মসূচির মাধ্যমে যাদের কাছে পৌছুনো খুব কঠিন এমন শিশুদের টার্গেট করা
- জেন্ডার প্রেক্ষিত সংযুক্ত করতে শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু পুনরায় রচনা করা
- উদ্ভাবনী শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ
- এনজিও মডেলের মত সৃজনশীল শিক্ষার মডেল অনুসরণ করা
- বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে মাতৃশিক্ষা দান
- নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষাখাতে আরও বেশি বরাদ্দ।

ভবিষ্যৎ করণীয় :স্বাস্থ্য

- পর্যাপ্ত বরাদ্দ
- উদ্ভাবনী প্রকল্প
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সচেতনীকরণ
- দারিদ্র্য বিমোচন
- পানি ও ন্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয় :ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ক্ষমতায়ন
- সমস্ত জেলাকে আওতাভুক্ত করার জন্য এই আসনসংখ্যা ৩০ থেকে ৬৪ তে বৃদ্ধি করা
- সাধারণ আসনের কিছু আসন নারীদের জন্য মনোনয়ন প্রদানের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপ প্রয়োগ
- দলের অন্তর্ভুক্তিকরণ নির্বিশেষে নারীদের একটি শক্তিশালী মোর্চা গঠন;
- ইউপি নারী সদস্যদের সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান
- রাজনীতিবিদ, বিচারক, সাংসদ, ইউপি সদস্য, সর্বোপরি প্রশাসন ও পুলিশের সচেতনীকরণ
- পেশাজীবীদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টি
- নারীর জন্য রাজনৈতিক শিক্ষা
- নির্যাতনকারীদের শাস্তিপ্রদান ও আইন প্রয়োগের দ্বারা সহিংসতা হ্রাস

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
- উপর থেকে শক্তিশালী প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।

ভবিষ্যৎ করণীয় :পরিবেশ

- দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনের ঘোষণা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নারীর ভূমিকা বাস্তবায়িত হতে হবে
- টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের পথে সমস্ত আইনগত, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা
- জাতীয় ও বহুজাতিক সাহায্যপুষ্ট পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিবেশবাদীসহ নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা
- পরিবেশ দূষণ রোধে স্থানীয় নারীদের জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- কৃষি, বনায়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মধ্যে জেন্ডার যোগসূত্র স্থাপন করা
- যে কোন উপায়ে আর্সেনিক বিপর্যয় রোধ করা।

ভবিষ্যৎ করণীয় :সশস্ত্র সংঘাত

- শান্তিচুক্তি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে
- সহিংসতা হ্রাস করে নারী ও তরুণীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে
- সীমান্ত উত্তেজনা দূর করতে হবে
- মাদকদ্রব্য পাচার, সোনা ও অস্ত্রের চোরাচালানী ইত্যাদি আন্তঃদেশ ও ও আন্তঃসরকার পদক্ষেপের মাধ্যমে দমন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪.৪ সমাপ্তিভাষ্য

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রায় পৃথিবীর সবদেশেই এখন নারীর প্রতি বৈষম্যগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে তা নিরসনের জন্য সরকারী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ক্রিয়াশীল বেসরকারী প্রতিষ্টানসমূহ। বৈষম্যমূলক আইনের অবসান ঘোষনার লক্ষ্যে সংবিধানে সংশোধন আনা থেকে আরম্ভ করে নতুন মহিলা মন্ত্রণালয়, বিভাগ সৃষ্টি, অধিকতর বাজেট বরাদ্দ, ইকুয়্যালিটি অ্যাক্ট ইত্যাদি আর দৃষ্টান্ত নয়, সাধারন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সৌদি আরব, যে দেশে নারীর গাড়ি চালনা বারন ছিল, কিংবা কুয়েত যে দেশে নারীর ছিল না ভোট দেওয়ার অধিকার তারা সবাই এখন নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের উদ্দেশ্যে স্বপ্রনোদিত হয়ে সিডও সনদ পরিগ্রহন করেছে, বাস্তবায়ন করছে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা। বাংলাদেশেও এরূপ কর্মযজ্ঞে সরব। সঙ্গত কারনে এটা আমাদের জন্য সুদীপ্ত এক আশার আলো। একই সঙ্গে উদ্বেগের বিষয় হলো এত আন্দোলন, এত অঙ্গীকার এত প্রচেষ্টার পরও প্রকৃতই নারী মানুষের মত বিবেচিত হচ্ছে কি? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর জবাব নঞর্থক। নারী অনেক এগিয়েছে সত্য , পাশাপাশি পিছিয়েছে অনেক বেশী। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোন পরিবর্তন কোথাও হয়নি। নারী হত্যা, ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, পাচার আজ প্রতিদিনকার মামুলী বিষয়। গোটা বিশ্বই এখনো পরিচালিত হচ্ছে পুরুষ ভাবধারার নিরিখে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনার আন্তরিক বাস্তবায়ন নারীকে ক্ষমতায়িত করতে পারে। তবে এজন্য প্রয়োজন সামগ্রিক প্রয়াস। এক্ষেত্রে সরকারকেই নিতে হবে মুখ্য ভূমিকা। সর্বোপরি সকল বিপ্রতীপতার বাতাবরন ভেদ করে নারীর ভার নারীকেই নিতে হবে। এরূপ নির্দেশনাই মহীয়সী বেগম রোকেয়া দিয়েছেন-

> 'বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদরে অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।'

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

- মাহতাব, নাজমুন্নেছা "বেইজিং +৫, কমিটমেন্ট এ্যান্ড এ্যাজিভমেন্ট" অবজারভার ম্যাগাজিন, উইমেন ২০০০, শুক্রবার, জুন,৯, ২০০০। পৃঃ ২-৪
- মাহতাব, নাজমুন্নেছা "বাংলাদেশ স্ট্যাটাস এ্যান্ড এ্যাচিভমেন্ট অব উইমেন" মার্চ,২০০২
- সুলতানা, আবেদা "রাজনীতি ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" লোক প্রশাসন সাময়িকী পঞ্চদশ সংখ্য , জুন ২০০০। পৃঃ ১৩১-১৫২
- নারী উন্নয়ন বার্তা, মহিলা ওশিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আগস্ট ২০০১।
- নারী বার্তা, উইমেন ফর উইমেন এর নিউজলেটার , পঞ্চম বষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০০১।
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া ২০০০, ইউএনডিপি।
- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ইউএনডিপি, ১৯৯৪
- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) , পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭।
- ইনস্টিটিউলনাল রিভিউ অব উইড ক্যাপাবিলিটি অব জিওবি, ১৯৯৮
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র, পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী , আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা,১৯৯৭
- আখতার, তাহ্মিনা, মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী,ঢাকা ১৯৯৫
- আখতার, ফরিদ, সম্পাদিত , শতহ বছরে বাংলাদেশের নারী , নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা,১৯৯৯
- আলম, মুহম্মদ সাইফুল, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক বিরোধী আইন, মুনীর প্রকাশক, ঢাকা, ২০০০
- ইসলাম, এ কে এম সিরাজুল, ইসলামে নারী মানবাধিকার, মা প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৮৮
- খাতুন, খাদিজা, সম্পাদিত, নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫।
- গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, কৃষিতে নারীশ্রম, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, ঢাকা, ১৯৯০
- গাইন, ফিলিপ, নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, ঢাকা, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

- নারীগন্থ প্রবর্তনা, নারীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থ : প্রাথমিক শিক্ষার আলোকে পর্যালোচনা, নারী উন্নয়ন বিষয়ক কমর্শালা, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৭
- পারভেজ, আলতাফ, বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, জনঅধিকার, ঢাকা, ২০০০
- বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারীর অধিকার (মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক অংগীকারের বাস্তবায়ন চাই, ঢাকা, ১৯৯৯।
- বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নারী ও মানবধিকার, ইনস্টিটিউট ফর ল এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৬।
- বেগম নীলুফার, সম্পাদিত, সরকারি কর্মকান্ডে মহিলা নির্বাহী বিকাশে সমস্যা, সিভিল অফিসার প্রশিক্ষণ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭
- বেগম, মালেকা, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন, অন্য প্রকাশ., ঢাকা, ২০০০
- বেগম, হামিদা আখতার, সম্পাদিত,নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪
- বেগম মালেকা, বাংলাদেশে নারী চিত্র: আশির দশক, জ্ঞান প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৮
- বেগম, মালেকা, অনুবাদক, জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন : বেইজিং ঘোষণা ও কমৃপরিকল্পনা, রাজকীয়ডেনমাকৃ দুতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭
- বেগম, মালেকা ও আলী , খন্দকার সাখাওয়াত, সম্পাদিত, ফতোয়া: ১৯৯১-১৯৯৫, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭
- মাহবুব, এম আর, সম্পাদক, নারী অধির, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬
- মজুমদার, প্রতিমা পাল ও চৌধুরী সালমা, পোশাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা, একতা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৪
- রাহমান, শাহীন, জেন্ডারা প্রসঙ্গ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৮
- রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার, রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, খান নুরুল ইসলাম, অনুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১
- রীয়াজ, আলী,সম্পাদনা, বাংলাদেশের নারী, চারদিক, প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৫।
- শফিউল্লাহ, সাদেক, কর্মরত মহিলাদের দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা, সমাজকল্যাণ বিভাগের জনসংযোগ ও প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৭৯
- হক, মাহমুদ শামসুল, বাঙালি নারী: হাজার বছরের বাঙালি নারী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০
- হক, মফিজুল, নারীপুরুষ বৈষম্য, বিশ্লেষণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯
- হক, এনামুল, দারিদ্র বিমোচন ও তৃণমূল উন্নয়ন, আমা, ঢাকা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

- হক, এ,কে এম হেদায়তুল্লা ও বালা, হীরালাল, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ১৯৮৮
- হক, জাহানারা ও বেগম হামিদা আখতার, সম্পাদিত, নারী ও গণ মাধ্যম, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৭
- হায়দার, আহাদ,সত্যরাণী হত্যাকান্ড: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ নারী নেতৃত্বের বিকল্প নেই, রুপান্তর প্রকাশনা, খুলনা, ১৯৯৭
- হাসীন, শাকিলা, নারীও মৌলবাদ, ঈক্ষণ, ঢাকা, ১৯৯৮
- হোসেন, সেলিনা, মেয়ে শিশু, ইউনিসেফ, ঢাকা, ১৯৯০
- আখতার, রাশেদা, উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও: গ্রামীণ নারীর আর্থ সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিও মূল্যাবোধের পরিবর্তন: একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ক্ষমতায়ন, ১; ১৯৯৬, ১-১৬
- আজিম, আয়শা, নারী জাগরণ ও বাংলাদেশেরপ্রশাসনে নারীদের ভুমিকা, লোক প্রশাসন সাময়িকী ২য় সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, ৪৩-৫১
- ইসলাম, নাজনীন, গৃহস্থালির বাইর কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ: প্রতিবন্ধকতার ধরন ও প্রকৃতি, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কমিউনিকেশন এ্যাড সোসাইটি, ১:১৯৯৭,৪৫-৬৬
- কাদের, সৈয়দ রওশন, পৌরসভা/সিটি র্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভুমিকা, ক্ষতায়ন, ১: ১৯৯৬, ১৭-৩০
- খান, জরিনা রহমান, বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক/প্রশাসনিক সাংস্থায় অংশগ্রহণ, সমাজ নিরীক্ষণ,২২: ১৯৮৬,৪৩-৫৪
- খাতুন, খাদিজা, শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন, ২: ৯৮,১৩-২৬
- খানম, রাশিদা আখতার, পরিবেশ নারীবাদ ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, সমাজ নিরীক্ষণ,৭৮: নভেম্বর, ১৯৯৯,৪১-৬৪
- গুহঠাকুরতা, মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ,৬২: নভেম্বর, ১৯৯৬,১-১৪
- গুহ ঠাকুরতা, মেঘনা, সহিংসতা এবং নিপীড়ন: নারী আন্দোলনের প্রক্রিয়া, সমাজ নিরীক্ষণ, ৬৬: নভেম্বর ১৯৯৭, ১০৬-১৩৩
- চন্দন, আজাদুর রহমান, ধর্ষণ, খুন ও নারী নির্যাতন: প্রতিকারহীন, না প্রতিরোধযোগ্য বাস্তবতা: উন্নয়ন পদক্ষেপ , ৪: ১২, ১৯৯৮, ৭-১৩
- চৌধুরী, ফারাহ দীবা, পঞ্চাশ জাতীয় সংসদ নিবার্চন: ঢাকা শহরের নারী সমাজের প্রতিক্রিয়া, সমাজ নিরীক্ষণ, ৪৫: ১৯৯২, ৫৬-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

- জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দীন খান, গ্রামীণ ও নারী সমাজ, সমাজ নিরীক্ষণ ২০: ১৯৯৬,৫৬-৭০
- জোহরা, ফাতেমা, বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন ৫ মহিলা পরিপ্রেক্ষিত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি পত্রিকা, ৩১৩১-২৪০
- দাস, সীমা, প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য উন্নয়ন পদক্ষেপ ৩:৮ ১৯৯৭, ৫৮-৬৩
- নবী, বেলা, সিডও পরিস্থিতি : বাংলাদেশ, উন্নয়ন পদক্ষেপ,৪:১১ ১৯৯৮,৪৬-৫৩
- পারভীন, শামীম, কৃষিতে নারী : অরদান ও প্রাপ্তি, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫:১৬, ১৯৯৯, ২৩-২৯
- পারভীন, নিলুফার, দারিদ্র দুরীকরণে নারীর ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা , ক্ষমতায়ন,২:৯৮,৩৯-৪৬
- ফারুক, মোঃ ওমর, মহিলাদের আর্থ সামাজিক অনগ্রসরতা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, উন্নয়না বির্তক,৬:১ ১৯৯৭,৩৮-৪৮
- বানু, আয়েশা, নারী প্রধান খানা : দারিদ্র্য বনাম সচ্ছলতা কতিপয় সুচক নির্ণয় সমাজ নিরীক্ষণ ৫৭, আগস্ট ১৯৯৫,১-১৫
- বেগম, মালেকা, নারীর সমঅধিকারের প্রশ্ন জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সমাজ নিরীক্ষণ, ২২ ১৯৮৬,৮১-৯৯
- বোস, শিপ্রা, জেন্ডার, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: ধারণা ও কর্মকৌশল, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫:১৬,১৯৯৯, ৪৭-৫১
- ভূইয়া, আবুল হোসাইন আহমেদ, নারী ও সমাজ: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে, ক্ষমতায়ন,১:১৯৯৬ ৩১-৪৬
- মাহমুদ, সিমীন, কৃষিতে নারীর ভূমিকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ৭,১৯৯০,১৮৭-২১২
- মাসদিত, মুনিইং সুপাত্র, নারীরা কেন রাজনীতি করবে, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ২৮:১৯৯৭,১০৩-১১৪
- মাহবুবুজ্জামান, আ, ক,ম, বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের উপর বন্যার আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া লো প্রশাসন সাময়িকী, দশম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭,৩১-৫৯
- রহমান, শাহীন,জেন্ডার এবং উন্নয়ন: কতিপয় ধারণগত দিক, উন্নয়ন পদক্ষেপ,৩: ১০,১৯৯৭, ৩৯-৪৫
- রমান, শাহীন, জাতীয় নারী উন্নায়ন কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৪: ১২,১৯৮৯,৪৮-৫৫
- রহমান, শাহীন, নারীর মানবধিকার, উন্নয়ন পদক্ষেপ ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৬,৫৪-৫৬
- শবনম, লাবনী, স্থানীয় সরকারের নারী: তৃণমূলে জাগরণ , উন্নয়ন পদক্ষেপ৫:১৬,১৯৯৯, ৭৫-৭৫
- সাহা, সুব্রত কুমার, নারী উন্নয়ন ও কিছু কথা, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৪:১১, ১৯৯৮, ৬১-৬৩
- সুলতানা আবেদা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়ন ভিত্তি: একটি বিশ্লেষন , ক্ষমতায়ন ২: ৯৮, ৪৭-৫৬
- হক, জাহানারা, বাংলাদেশে নারী ও নারী শিশু ধর্ষণ হত্যা ও নির্যাতন: একটি সাম্প্রতিক চিত্র, ক্ষমতায়ন ২: ৯৮,২৭-৩৮
- হোসেন, শওকত আরা, নারী: রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন , ক্ষমতায়ন, ২: ৯৮, ১-১২

Dhaka University Institutional Repository

- হোসাইন নাসিম আখতার, নারীদের অধস্তনতা ও বাংলাদেশের সমাজ, সমাজ নিরীক্ষণ, ২৯: ১৯৮৮, ৫৬-৪
- Ahmed, Mohiuddin, Working women In rural Bangladesh: A case study Community Development Library, Dhaka, 1983.
- Ahsan, R,M.et al. Role of women in Agriculture, Centre for Urban Studies, Dhaka,1986.
- Akanda, Latifa and Shamim, Ishrat. Women and Violence: A Comparative study of Domestic violence against women and girls, Unicef, No-6
- Against for Equal partnership an NGO/Alternative report.
- Bangladesh, NGO committee on Beijing plus five, Bd, Feb-2000
- Review Report, Beijing plus 5, National committee for Beijing plus five review Bangladesh, AOAB

Dhaka University Institutional Repository

বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য পরিচালিত সমীক্ষা

লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

('বেইজিং নারী সম্মেলনের অঙ্গীকার উত্তর বাংলাদেশের বাস্তবতা' শীর্ষক গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত)

প্রশ্নমালা

সাক্ষাৎকার তারিখ সময় স্থান

ক গ্রুপ প্রশ্নমালা

১। নাম ঃ

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ

৩। বর্তমান পদ ঃ

খ গ্রুপ প্রশ্নমালা

[আপনার অভিমতের ঘরে টিক চিহ্ন দিন]

১। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সহ এই সম্মেলনে ১৮৯ টি দেশ অংশ গ্রহন করে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপ রেকা হিসেবে একটি কর্মপরিকল্পনা প্লাটফরম ফর এ্যাকশন গৃহীত হয়। এই ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে প্লাটফরম ফর এ্যাকশন কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে?

সিংহভাগ	মধ্যম	সামান্য

২। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বর্তমান বাংলাদেশে নারীদের দারিদ্র্যের মাত্রা।

বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	হ্রাস পেয়েছে

৩। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বেইজিং উত্তর বাংলাদেশের নারীর অবস্থা।

বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান	হ্রাস পেয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

৪। শিক্ষার কোন স্তরে নারীদের সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি হয়েছে ?

প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চ শিক্ষা

৫। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতির অবস্থা

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

৬। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা

অনেক বেড়েছে	পূর্বের অবস্থা	সহিংসতা কমেছে

৭। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ?

এসিড নিক্ষেপ	ফতোয়া	যৌতুক	পারিবারিক নির্যাতন ও হত্যা
ধর্ষণ	অন্যান্য		

৮। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি।

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

৯। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অগ্রগতি

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

১০। বাংলাদেশে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বেইজিং সম্মেলন উত্তর অগ্রগতি।

প্রত্যাশিত অংশগ্রহণ	অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	পূর্বের অবস্থা	অংশগ্রহণ হ্রাস

১১। বেইজিং নারী সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

১২। নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অগ্রগতি।

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বেইজিঙ সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার।

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

১৪। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে তথ্য মাধ্যমে নারীর সদর্থক উপস্থিতির অগ্রগতি।

সদর্থক উপস্থিতি	পূর্বের অবস্থা	নঞর্থক উপস্থিতি

১৫। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের নারীদের অবস্থা।

পরিবেশ বিপর্যয় বৃদ্ধি	পূর্বের অবস্থা	পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস

১৬। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে মেয়ে শিশুদের অবস্থা।

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

১৭। বেইজিং সম্মেলন উত্তর বাংলাদেশে সঠিক ভাবে নারী সমাজের অগ্রগতি।

প্রত্যাশিত অগ্রগতি	অগ্রগতি	পূর্বের অবস্থা	অবনতি

১৮। লৈঙ্গিক বৈষম্যের অবস্থা।

বৃদ্ধি পেয়েছে	পূর্বের অবস্থা	বৈষম্য হ্রাস

তথ্য প্রদানে সহায়তা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
ক ঃ নীতি								
১। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে মশিবিমকে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনে তার কর্মকান্ড পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব মিশন ষ্টেটমেন্ট প্রণয়ন।	মশিবিম এর নিজস্ব কর্মকান্ড এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা। [এইচঃ ২০৫(বি)]	মশিবিম এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	ক) মন্ত্রণালয় এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা বিশেষতঃ উইভ ফোকাল পয়েন্ট; নারী সংগঠন এবং এনজিও'এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মিশন ষ্টেটমেন্ট প্রণয়ন। খ) এ মিশন ষ্টেটমেন্টে থাকবে ঃ - নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের উল্লেখ। - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দায়িত্বাবলী ও কার্যের সুনির্দিষ্ট বন্টন। - নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বিকাশ ও সচেতনতা সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাকে স্পষ্টীকরণ। - নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকার সাথে সংগতি রেখে প্রকল্প ও কর্মসূচী প্রণয়ন। - নারী উন্নয়ন, নারীর সমতা, উন্নয়নের স্রোতধারায় আনয়ন, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার এবং উন্নয়নে এ সকল শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ। - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তীত ভূমিকার সামঞ্জস্যতা বিধানের উদ্দেশ্যে মিশন ষ্টেটমেন্টের উপর মাঝে মাঝে পর্যালোচনার ব্যবস্থাকরণ।	মশিবিম, মবিঅ	উইভ ফোকাল পয়েন্ট, নারী সংগঠন, এনজিও এবং অন্যান্য সরকারী সংগঠন।	- মশিবিম এর ভূমিকা ও অন্যান্য সংস্থা'র সাথে এর সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক মিশন ষ্টেটমেন্ট প্রণীত হবে। - নারী উন্নয়ন বিষয়ক মুখ্য সংজ্ঞার সাথে মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে সাধারণ ধারণার সৃষ্টি হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে।
খ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাবলী								
২। মশিবিম'এর এ্যালোকেশন অব বিজনেসের সংশোধন।	মিশন ষ্টেটমেন্ট এবং মশিবিম এর পরিবর্তীত ভূমিকাকে প্রতিফলিত করা। [এইচ২ঃ২০৪(সি)]	মশিবিম এবং এর সংস্থাসমূহ।	ক) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অব বিজনেসের সংশোধনঃ - নীতি ও প্রকল্প কর্মসূচী বিষয়ক নীতি বিশ্লেষণ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সম্বলিত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা। - এ্যালোকেশন অব বিজনেসে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অঙ্গীকার যেমন, প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশনের প্রতিফলন। খ) এ্যালোকেশন অব বিজনেসের সংশ্লিষ্ট দফার খসড়া সংশোধনী প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।	মশিবিম	মন্ত্রিপরিষদ, আইন মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।	- এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধিত হবে। - মশিবিম এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থার মধ্যে দায়িত্ব বন্টন স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			গ) আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শমূলক সভার আয়োজন। ঘ) মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য খসড়া সংশোধনীর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন। ঙ) রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক সম্মতির পর মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধনীসমূহের সংযোজন। চ) সকল স্টাফের মধ্যে সংশোধনী বিষয়ক তথ্যের প্রচার।					
৩। শিশু একাডেমীকে উইং হিসেবে রেখে মন্ত্রণালয়ের অধিন শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।	শিশু বিষয়ক উদ্যোগী এজেন্সীর দায়িত্বকে মহিলা বিষয়ক উদ্যোগী এজেন্সীর দায়িত্ব থেকে পৃথক করা। [এইচ ২ঃ ২০৫(বি)]	মশিবিম	ক) এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধনের সাথে সাথে এই কার্যক্রম গ্রহণ। খ) সংস্থাপন এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপন।	মশিবিম	সংস্থাপন ও অর্থমন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শিশু একাডেমী।	- শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে।	অতিরিক্ত সম্পদের প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী।
৪। মন্ত্রণালয়ের পলিসি এবং এ্যাডভোকেসী ইউনিট গঠন।	নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের পলিসি ও এ্যাডভোকেসী ভূমিকাকে শক্তিশালী করা। [এইচ২ঃ২০৫(বি)]	মশিবিম	ক) উন্নয়ন বাজেটের অধীন নিয়মিত ইউনিট হিসেবে প্রকল্প আকারে মন্ত্রণালয়ে একটি ইউনিট গঠন। খ) এই ইউনিটের জন্য নারী উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ৪-৫ জন ষ্টাফের নির্বাচন। গ) বিভিন্ন স্তরের মহিলাদেরকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা গ্রুপ গঠন। এই উপদেষ্টা গ্রুপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করবে এবং ইউনিটের তদারকি ও নির্দেশনা প্রদান করবে। ঘ) মন্ত্রণালয়ের সচিবকে এই উপদেষ্টা গ্রুপের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব প্রদান। ঙ) উপদেষ্টা গ্রুপ কর্তৃক এই ইউনিট এবং উপদেষ্টা গ্রুপের কর্মপরিধি (TOR) প্রণয়নের ব্যবস্থাকরণ, যার মূল বিষয়গুলো হবে ঃ - পিএফএ এবং জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অনুসরণ, যার মধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার প্রচার, বিভিন্ন সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের সাথে অনুসরণ বিষয়ক আলোচনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে; - ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ এর সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশমালার অনুসরণ;	মশিবিম	পরিকল্পনা, আইএমইডি, অর্থ, সংস্থাপন, প্রকল্প ও কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সংস্থা।	- ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হবে। - পলিসি, এ্যাডভোকেসী এবং জেন্ডার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। - উপদেষ্টা গ্রুপ গঠিত হবে। - পিএফএ'এর আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে উপদেশনা দানে মশিবিম কর্মক্ষম হবে। - বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভার মাধ্যমে ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ এর বিভিন্ন সমীক্ষা প্রতিবেদনগুলোকে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ সহ অনুসরণ কর্মসূচী গৃহীত হবে। - নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নে উইড ফোকাল পয়েন্টগণের ভূমিকা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	অতিরিক্ত মানব সম্পদসহ লজিষ্টিক সহায়তার প্রয়োজন হবে।	অবিলম্বে।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			- উইড ফোকাল পয়েন্টকে কার্যকর সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে কৌশল উদ্ভাবন এবং এর বাস্তবায়ন; (২৮নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) - এনসিডাব্লিউডিকে কার্যকর ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আলোচনা করণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ; (৮নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অন্যান্য ইউনিট যেমন, এনডাব্লিউটিডিএ'কে প্রশিক্ষণ উপকরণ উদ্ভাবনে এবং নারী উন্নয়নে সম্পদের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান; (১০নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) - পলিসি লিডারশীপ এবং এ্যাডভোকেসীর জন্য তথ্যের প্রয়োজনে প্রস্তাবিত লাইব্রেরী এবং ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রকে সহায়তা প্রদান; (১০নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) - মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেটের পরিপূরক হিসেবে এবং কৌশলগত চাহিদার কথা বিবেচনা করে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মসূচী এবং প্রকল্প কার্যাবলীর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নক্সা প্রণয়নে কারিগরী সহায়তা প্রদান; - নারী সংগঠনগুলোর সাথে মাঝে মাঝে আলোচনার বিষয়ে কৌশল উদ্ভাবন; - বিদ্যমান গবেষণা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং গবেষণার অগ্রাধিকার চিহ্নিত করণ;			- বিদ্যমান সম্পদের প্রাপ্তিতা বৃদ্ধি পাবে। - বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। - মশিবিম কর্তৃক কৌশলগত গবেষণা কর্মসূচী গৃহীত হবে।		
৫। মশিবিম এবং মবিঅ'র লোকবলের পর্যালোচনা করণ।	মশিবিম এবং মবিঅ'র কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা। [এইচ২ঃ২০৫(বি)]	মশিবিম, মবিঅ	ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা'এর প্রতিটি ইউনিটের কার্যাবলী পর্যালোচনা করণ। খ) সংখ্যা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় লোকবলের চাহিদা নিরূপণ। গ) বিদ্যমান ষ্টাফের সংখ্যা মূল্যায়ন সহ কার্যবন্টন পর্যালোচনা। ঘ) বিদ্যমান ষ্টাফের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সহ চাহিদার নিরীখে নূতন নিয়োগের বিষয়ে প্রস্তাব প্রণয়ন। লোকবল বৃদ্ধির চেয়ে বিদ্যমান লোকবলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান।	মশিবিম, মবিঅ, জামস	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	- লোকবলের পরিমাণ ও চাহিদা চিহ্নিত হবে। - চাহিদার নিরীখে প্রস্তাব প্রণীত হবে। - কার্য বন্টন সংশোধিত হবে।	প্রয়োজন নেই।	স্বল্প মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			ঙ) মিশন ষ্টেটমেন্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত ভূমিকার আলোকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর লোকবলের কার্যবন্টন সংশোধন।					
৬। মশিবিম'র প্রশাসনিক কাঠামোতে বিভিন্ন নারী সংগঠনের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করণ।	মশিবিম'র বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন ভূমিকাকে শক্তিশালীকরণ এবংপ্রতিনিধিত্বের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে নারী সংগঠনের কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। [এইচ ২]	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি, জামস।	ক) বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো যেমন- এনসিডাব্লিউডি, জাতীয় মহিলা সংস্থা, প্রস্তাবিত পলিসি এ্যডভোকেসী ইউনিট ইত্যাদিতে সদস্যের গঠনাবলী পর্যালোচনা। খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নারী সংগঠনের অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন। গ) আলাপ-আলোচনা, সভা, নিয়মিত পর্যালোচনা এবং অনুসরণের মাধ্যমে নারী সংগঠনগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ।	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি, জামস।	নারী সংগঠন।	- মশিবিম এর বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নারী সংগঠনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। - কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয়ের উৎকর্ষতা ঘটবে। - বৃহত্তর সমাজের কাছে নারী প্রতিনিধির দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে।
৭। মশিবিম এবং মবিঅ'এর পরিকল্পনা কর্মক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।	মশিবিম এবং মবিঅ এর পরিকল্পনা ইউনিট শক্তিশালী করা। [এইচ ৩]	মশিবিম এবং মবিঅ এর পরিকল্পনা ইউনিট।	ক) পরিকল্পনাসহ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ইউনিটে পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবল নিশ্চিতকরণ। খ) পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ লোক নিশ্চিতকরণ। গ) প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালীকরণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটের প্রধানের পদটি উন্নীতকরণ। ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের লোকবল সহ বিদ্যমান কর্মক্ষমতাকে পর্যালোচনা। ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটে পর্যাপ্ত সংখ্যক লোকবল প্রদান। চ) পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং জেন্ডার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লোকবলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করণ। ছ) পরিকল্পনা ইউনিটের অধীনে এমআইএস গঠন (এমআইএস -কে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে)।	মশিবিম,মবিঅ।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	- পর্যাপ্ত এবং অভিজ্ঞ লোকবল নিয়োগ পাবে। - লোকবল প্রশিক্ষণ পাবে। - এমআইএস'এর উন্নয়ন সহ ইউনিটের সহায়তাকারী ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে। - প্রকল্প প্রস্তাব অধিক সংখ্যক পর্যালোচিত হবে।	কারিগরী সহায়তা।	স্বল্প মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			জ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনার জন্য অগ্রাধিকার চিহ্নিত করণ সহ নীতিমালা ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন। ঝ) ম্যাক্রো পলিসি প্রণয়ন কালে ইনপুট সরবরাহের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন ও জিইডিএর সাথে যোগাযোগ নিবিড় করণ। ঞ) নারী উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করণ।					
৮। এনসিডাব্লিউডি' এর জন্য সহায়ক সুবিধাদি প্রদান।	নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী কাঠামো হিসেবে এনসিডাব্লিউডি -কে কার্যকর ভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ করা। [এইচ২ঃ২০৫(বি)]	এনসিডাব্লিউডি	ক) বাহিরের বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দান। খ) বাহিরের বিশেষজ্ঞের প্রতিরূপ হিসেবে কাজ করার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান। গ) বাহিরের বিশেষজ্ঞের কার্যপরিধিতে নিম্নোক্ত দায়িত্বাবলী সন্নিবেশিত করা হবে ঃ - এনসিডাব্লিডি সভার মাধ্যমে ঈপ্সিত ফলাফল অর্জনের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে সচিবকে পরামর্শ দান। - এনসিডাব্লিউডি'তে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাব বা কোন নীতির খসড়া প্রণয়ন। - আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এনসিডাব্লিউডি'এর আলোচ্যসূচী প্রণয়ন।	মশিবিম	এনসিডাব্লিউডি	- বিশেষজ্ঞকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দায়িত্ব পাবে। - এনসিডাব্লিউডি সভাকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে একজন বাহিরের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে।	কারিগরী সহায়তার জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হবে।	অবিলম্বে।
৯। প্রশিক্ষণ রিসোর্স সেন্টার হিসেবে মবিঅ'এর জাতীয় নারী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী পুনর্গঠন।	নারী ও পুরুষ জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়ে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করা।	এনডাব্লুটিডিএ, জিওবি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।	ক) একাডেমীকে নিম্নোক্ত নূতন ভূমিকার আলোকে শক্তিশালীকরণ ঃ - লোকবল উন্নয়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ লোকবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; - উইড ফোকাল পয়েন্ট, সরকারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বাহিরের রিসোর্স গ্রুপের সাথে আলোচনা, কর্মশালার মাধ্যমে নারী/জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন কোর ম্যাসেজ যেমন- সমতা, সমদর্শিতা, নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ইত্যাদির সংজ্ঞা দান করা; - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তার সংস্থাসমূহের লোকবল, উইড ফোকাল পয়েন্ট, পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, প্রশিক্ষকদের নিয়ে কোর ম্যাসেজগুলোর উপর ওরিয়েন্টেশন এবং ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করা;	মবিঅ	উইড ফোকাল পয়েন্ট, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, এনজিও বিশেষজ্ঞ, জিও কোর প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।	- উইড/গ্যাড এর বিভিন্ন কোর ম্যাসেজের স্পষ্ট এবং কার্যে ব্যবহারযোগ্য সংজ্ঞা দান সহ বিভিন্ন এজেন্সীতে তা ব্যবহৃত হবে। - বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন ও ব্রিফিং সেশন আয়োজিত হবে। - ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপিত হবে। - সেন্টারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।	কারিগরী সহায়তা এবং পরামর্শমূলক সভার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			- বাহিরের বিশেষজ্ঞ গ্রুপ, সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় এনভাব্লিটিডিএ জেন্ডার বিষয়ক এবং উইভ ফোকাল পয়েন্ট সংশ্লিষ্ট কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া; - অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং এনজিও প্রদত্ত প্রশিক্ষণের তালিকা প্রণয়ন করা; খ) এনভাব্লিউটিডিএ কর্তৃক নারী উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন। গ) বাহিরের কারিগরী সহায়তা নিয়ে এ শাখার অধিনে নারী উন্নয়ন বিষয়ক একটি লাইব্রেরী এবং ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন।					
১০। মবিঅ'এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবলুপ্তি সাধন।	মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তিত ভূমিকার প্রেক্ষিতে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। [এইচ২ঃ২০৩(সি)]	মশিবিম, মবিঅ	ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় এনে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ ঃ - জেলা ও থানা পর্যায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং হস্ত শিল্প ও তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ভকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং মহিলাদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে অবলুপ্তি সাধনের যুক্তিকতা; - সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কৌশলগত কর্মসূচী গ্রহণ; - প্রস্তাবটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ; খ) এনভাব্লিউটিডিএ'কে প্রশিক্ষণের রিসোর্স সেন্টার হিসেবে পুনর্গঠন। (৯নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	- মবিঅ'র মাঠপর্যায় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবলুপ্তি ঘটবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	মধ্য মেয়াদী
১১। ক্ষুদ্র তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে জাতীয় মহিলা সংস্থাকে শক্তিশালীকরণ।	তৃণমূল পর্যায়ের নারী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম শক্তিশালী করা। [এইচ২ঃ ২০৩(বি)]	জামস, নারী সংগঠন।	ক) জাতীয় মহিলা সংস্থা'র সকল প্রকল্প ও কর্মসূচী বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ। এ সকল সংগঠন গুলোর কার্যাবলী কার্যকর ভাবে সমন্বয় ও তত্ত্বাবধায়ন করাই হবে জাতীয় মহিলা সংস্থার মূল কাজ। খ) সভার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তরের সাথে জাতীয় মহিলা সংস্থার সংযোগ বৃদ্ধি। গ) সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করণ।	জামস	এনজিও, নারী সংগঠন।	- অধিক সংখ্যক নারী সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	স্বল্প মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
গ ঃ দক্ষতা এবং যোগ্যতা								
১২। মশিবিম, মবিঅ এবং জামস' এর ভূমিকা ও মিশনের উপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ লোকবলের মানোন্নয়নের কৌশল উদ্ভাবন।	মশিবিম, মবিঅ এবং জামস'এর লোকবলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা। [এইচ ২ঃ ২০৫(বি)]	মশিবিম, মবিঅ, জামস	ক) সংস্থাসমূহের কার্যাবলী, মিশন ষ্টেটমেন্ট, ভূমিকা ও কার্যক্রমকে পর্যালোচনা। খ) বিভিন্ন স্তরের লোকবলের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ। গ) বাহিরের বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দীর্ঘ মেয়াদী ষ্টাফ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।	মশিবিম, মবিঅ, জামস।	এপিডি, বিপিএটিসি, বার্ড।	- লোকবল প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপিত হবে। - দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত হবে।	সম্পদের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে।	মধ্য মেয়াদী ও চলমান।
১৩। নারীর চাহিদা এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর ভালভাবে কার্য সম্পাদনে সমর্থ করা। [এইচ ২]	মবিঅ'এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা।	ক) সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে বর্তনকৃত দায়িত্বাবলী পর্যালোচনা। খ) প্রতিটি পদের কার্যাবলীতে যাচিত জ্ঞান ও যোগ্যতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করণ। গ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘ) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের বিদ্যমান লোকবলকে পর্যালোচনা। ঙ) নতুন কার্যালয়গুলোতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ নিশ্চিত করণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। চ) জেলা ও থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের পদ উন্নীত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ। ছ) থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম অফিসার প্রদান। জ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করণ।	মশিবিম, মবিঅ।	মন্ত্রিপরিষদের প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট।	- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হবে। - মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। - বিভিন্ন সমন্বয় সভায় মাঠ পর্যায়ের মহিলা কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। - মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সহায়ক সুবিধাদি প্রাপ্ত হবে। - পদ মর্যাদা উন্নীত হবে। - যানবাহন সংগৃহীত হবে। - প্রোগ্রাম অফিসার পদায়িত হবে।	লজিষ্টিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী এবং চলমান।
ঘঃ কর্মসূচী								
১৪। বিভিন্ন সেক্টরাল নীতিতে নারীর চাহিদা সন্নিবেশিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ।	জেন্ডার সমতাকে সকল নীতির মূল স্রোতধারায় আনা। [এইচ ২ঃ ০৪(সি)]	সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ।	ক) নারীর চাহিদা সন্নিবেশিত করে বিভিন্ন সেক্টরাল মন্ত্রণালয় যাতে তাদের নিজস্ব নীতি পর্যালোচনা করে সে সব বিষয়ে এনসিডাব্লিউডির মাধ্যমে নির্দেশনা প্রণয়ন করে জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত পরামর্শমূলক সভার আয়োজন। অংশগ্রহণ করে খসড়া নীতির উপর মতামত প্রদান।	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি	সকল মন্ত্রণালয়।	- সেক্টরাল নীতি সংশোধিত হবে। - নারীর চাহিদা, আগ্রহ এবং অগ্রাধিকার এতে সন্নিবেশিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে এবং চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেক্টরাল নীতি প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়টি পরিবীক্ষণ সহ এনসিডাব্লিউডি -কে তা অবহিত করণ। (সকল জাতীয় কর্মপরিকল্পনার ১নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)			- অগ্রগতির উপর এনসিডাব্লিউডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রতিবেদন পেশ হবে।		
১৫। নারীর চাহিদা, আগ্রহ এবং অগ্রাধিকারকে সন্নিবেশিত করে সকল মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট এবং কার্যাবলীর সংশোধন।	নারীর অগ্রগতিতে সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা'র ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করা। [এইচ ২ঃ২০৩]	সকল মন্ত্রণালয়	ক) সকল মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন গুলো যাতে তাদের এ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং অধ্যাদেশ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ মর্মে এনসিডাব্লিউডির মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানোর উদ্দেশ্যে খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন। খ) এ কাজে কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (সকল জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) গ) সংশোধনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এনসিডাব্লিউডি -কে অবহিত করণ।(সকল জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়।	- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধিত হবে। - কর্পোরেশন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা'র অধ্যাদেশ সংশোধিত হবে। - এনসিডাব্লিউডি' এর নিকট নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন পেশ হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে ও চলমান।
১৬। নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নের লক্ষ্যে একটি বিশদ ও সমন্বিত দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন।	নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা আনয়নে নারী উন্নয়ন ইস্যু ও জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়নে সরকারী পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং নারী উন্নয়ন কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	সকল সেক্টরাল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, সরকারী প্রশিক্ষক, পরিকল্পনবিদ, ব্যবস্থাপক ও উন্নয়ন কর্মী।	ক) সমন্বিত জেন্ডার প্রশিক্ষণ কৌশল প্রণয়ণের উদ্দেশ্যে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ও বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা। খ) কৌশল বাস্তবায়নে নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যে ৯(নয়) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের গঠন ঃ - মশিবিম, এনটিসি (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, স্কাইসোয়াম, আইএমইডি (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়; গ) প্রশিক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপকে উপদেশনাদানের উদ্দেশ্যে রেফারেন্স গ্রুপ গঠন। উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, এনজিও, নারী সংগঠন, উইড ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ, জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক, রিসোর্স পারসন, উইড সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স, এলসিজি সাব-গ্রুপ, এদের সমন্বয়ে এই রেফারেন্স গ্রুপ গঠিত হবে। ঘ) সরকারের সেক্টর প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলো এর বাস্তবায়ন ইউনিট হিসেবে কাজ করবে।	মশিবিম, এনটিসি, (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়)	এসইআইডি, স্কাইসোয়াম।	- কার্যপরিধি মোতাবেক ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, রেফারেন্স গ্রুপ বাস্তবায়ন ইউনিট গঠিত হবে। - জাতীয় জেন্ডার প্রশিক্ষণ কৌশল উদ্ভাবিত হবে। - সরকারী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটে জেন্ডার ইস্যু সন্নিবেশিত হবে। - সরকারী পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং উন্নয়ন কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জেন্ডার সচেতন নীতি, কর্মসূচী এবং প্রকল্প উদ্ভাবিত হবে।	আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হবে।	দীর্ঘ মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			ঙ) এ গ্রুপগুলোর প্রধান দায়িত্ব নিম্নরূপঃ - ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ কর্তৃক সমন্বিত নীতি প্রণয়ন সহ বাস্তবায়ন ইউনিটকে নির্দেশনা দান। মশিবিম এবং এনসিটিসি'এর নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নে উদ্যোগী এবং প্রভাবকের ভূমিকা পালন; - রেফারেন্স গ্রুপের মূল কাজ হবে উপদেশনা মূলক; - বাস্তবায়ন ইউনিট এই কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। (ইনষ্টিটিউশনাল রিভিউ ভলিয়ম -১ এর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ সকল গ্রুপের কার্যপরিধি দ্রষ্টব্য)					
১৭। সকল পর্যায়ে বিশেষতঃ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করণ।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা'র সকল পর্যায়ে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। [জি১ঃ১৯২(এ), ১৯৫(এ)]	সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা'র মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারী।	ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থায় কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিসংখ্যান গ্রহণ। খ) শূন্য পদের তালিকা তৈরী সহ ল্যাটারাল এন্ট্রির সুযোগ রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উইড ফোকাল পয়েন্টগণকে নির্দেশনাদান। গ) সকল পর্যায়ে যাতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় সে বিষয়ে এনসিডাব্লিউডি'এর মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘ) এর অগ্রগতির পরিবীক্ষণ। ঙ) অগ্রগতির বিষয় এনসিডাব্লিউডি কে অবহিত করণ। (সেক্টরাল পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, উইড ফোকাল পয়েন্ট।	-মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংখ্যা নিরূপিত হবে। - ব্যবস্থাপনা এবং উচ্চতর পর্যায়ে নারীর সংখ্যাগত অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। - পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন প্রণীত এবং এনসিডাব্লিউডি-তে তা আলোচিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে এবং চলমান।
১৮। বিভিন্ন গভর্নিং বডির নীতি নির্ধারক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করণ।	বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার ইত্যাদির বিভিন্ন গভর্নিং বডি, নির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। [জি১ঃ১৪২(এ)]	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার ইত্যাদি।	ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনে গঠিত বিভিন্ন নির্বাহী কমিটি, গভর্নিং বডি ইত্যাদিতে যাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হয় সে বিষয়ে এনসিডাব্লিউডি'এর মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/ সংস্থাকে নির্দেশনা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) উইড ফোকাল পয়েন্টগণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণের পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ। গ) সংশ্লিষ্ট এজেন্সীগুলোকে অনুলিপি প্রদান সহ এনসিডাব্লিউডি কে অগ্রগতির বিষয় অবহিত করণ।	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি	নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়, সংস্থাসমূহ।	- বিভিন্ন নির্বাহী কমিটি ও গভর্নিং বডিতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - নিয়মিতভাবে পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণীত এবং এনসিডাব্লিউডিতে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে এবং চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			ঘ) সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোতে যাতে এক-তৃতীয়াংশ মহিলা প্রতিনিধিত্ব থাকে তা নিশ্চিত করণ।					
১৯। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ সংস্থায় মহিলাদের কাজের সুবিধা বৃদ্ধি করণ।	নারীর জন্য উন্নতর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা। [এফ ১]	মহিলা কর্মীবৃন্দ।	ক) বিভিন্ন সেক্টরাল মন্ত্রণালয়/সংস্থায় ডেকেয়ার সুবিধা, মাতৃদুগ্ধদান, আবাসন ও যাতায়াতের বিদ্যমান সুবিধাদি পর্যালোচনা করে এর চাহিদা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ। খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে দিয়ে ডে-কেয়ারে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ। গ) মন্ত্রণালয়গুলোকে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের অনুরোধ জ্ঞাপন। ঘ) স্থানীয় সরকার কাঠামোর সহায়তায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আবাসন সুবিধাদি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। ঙ) আবাসন সুবিধাদি প্রদানের দায়িত্ব নিতে পারে এমন বিভিন্ন সংস্থাকে চিহ্নিত করণ। চ) প্রদত্ত সুবিধাদি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তথ্য কণিকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। ছ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত ভাবে এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ। (সকল সেক্টরাল কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম	শিক্ষা বিভাগ, এনজিও, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ।	- ডে-কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - ডে-কেয়ারের কর্মচারীগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। - মহিলা হোস্টেল নির্মাণের বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা চিহ্নিত হবে।	প্রশিক্ষণ ও নির্মাণকার্যের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী এবং চলমান।
২০। মহিলা ও শিশুদের জন্য সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থায় আলাদা এবং পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করণ।	মহিলাদের জন্য সম্পদ বন্টনে অধিকতর সমতা আনয়ন পরিবীক্ষণ করা।	মহিলা ও কন্যা।	ক) সেক্টরাল উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় সম্পদ বন্টন কালে যাতে সকল মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়, সে বিষয়ে এনসিডাব্লিউডি'এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে নির্দেশনা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) এ বিষয়ের উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ। গ) জেন্ডার বিষয়ক জাতীয় বাজেট প্রণয়নে বাহিরের কারিগরী সহায়তা গ্রহণ। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ পরিবীক্ষণ করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে তথ্য	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি।	পরিকল্পনা কমিশন, উইড ফোকাল পয়েন্ট, অর্থ মন্ত্রণালয়।	- বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী ও কন্যাদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শিত হবে। - নারী ও কন্যাদের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	স্বল্প মেয়াদী এবং চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			সরবরাহের জন্য উইড ফোকাল পয়েন্টবৃন্দকে নির্দেশ প্রদান। (সকল সেক্টরাল কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)					
২১। পরিকল্পনা প্রক্রিয়া, পদ্ধতি সম্বলিত ফরমেট ও চেকলিষ্ট সংশোধন।	পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্বলিত ফরমেট এবং চেকলিষ্টে নারীর চাহিদা ও অগ্রাধিকার সন্নিবেশিত করা।	পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ।	ক) বিদ্যমান পরিকল্পনা পদ্ধতি, ফরমেট ও চেকলিষ্টে নারীর চাহিদা, উদ্বেগ ও অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করণের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে আলোচনা সভার আয়োজন। খ) অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে এনসিডাব্লিউডি'র মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব প্রণয়ন। গ) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ। (সকল সেক্টরাল কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম, এনসিডাব্লিউডি।	পরিকল্পনা কমিশণ।	- পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরিত হবে। - পরিকল্পনা পদ্ধতি, ফরমেট ও চেকলিষ্ট সংশোধনে উদ্যোগ গৃহীতহবে। - নারীর চাহিদা, আগ্রহ এবং অগ্রাধিকারকে বিবেচনায় এনে পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্বলিত ফরমেট ও চেকলিষ্ট সংশোধিত হবে।	আলোচনা সভার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী।
২২। মশিবিম এর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষ শক্তিশালীকরণ।	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষকে অধিক কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ করা। [ডি ১ঃ ১২৫(এল)]	মশিবিম এর নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষ।	ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষের বিদ্যমান দায়িত্ব, কার্যাবলী, লোকবল এবং সংযোগ পর্যালোচনা। খ) এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্যাতন প্রতিরোধ কোষকে শক্তিশালীকরণের জন্য কৌশল উদ্ভাবন। গ) নির্যাতন প্রতিরোধ কোষের কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদিকে বিবেচনায় আনয়ন ঃ - বিদ্যমান ক্ষমতা এবং আবশ্যক ক্ষমতা; - জনবল উন্নয়ন; - সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিশেষতঃ আইন সহায়তাকারী সংস্থার সাথে সংযোগ; - আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরস্থ সংযোগের সুযোগ; - অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা;	মশিবিম	আইন, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	- নির্যাতন প্রতিরোধ কোষের কার্যক্রম পর্যালোচনা সহ এর উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবিত হবে। - নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে নির্যাতন প্রতিরোধ কোষ শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে।	কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হবে।	অবিলম্বে এবং চলমান।
২৩। কৌশলগত প্রকল্প এবং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ।	মশিবিম এর ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে কর্মসূচী গ্রহণ করা। [এইচ ২ঃ ২০৫(বি)]	মশিবিম এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়।	ক) নারীরা যে সকল সমস্যাবলীর সম্মুখীন হচ্ছে তা চিহ্নিত করণ। খ) নারীদের বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করণ। গ) এ সকল কার্যক্রমগুলি কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়/ সংস্থা বাস্তবায়ন করবে তা চিহ্নিত করণ। ঘ) কোন্ কোন্ কর্মসূচীগুলো নারী উন্নয়নের জন্য উপযোগী নয় তার পর্যালোচনা।	মশিবিম	অন্যান্য মন্ত্রণালয়।	- মশিবিম কর্তৃক কৌশলগত কর্মসূচী গৃহীত হবে।	সম্পদের পুনর্বন্টন।	মধ্য মেয়াদী

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
২৪। নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয়কেন্দ্র বৃদ্ধি করণ।	নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। [ডি১ঃ১২৬ (ডি)] [১২ঃ১৩২(আই)]	নির্যাতিতা নারী ও মেয়ে শিশু।	ক) নির্যাতিতা নারী ও মেয়ে শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ২২নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) খ) কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়ে নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা গ্রহণ। গ) নির্যাতিতা নারীদের নিরাপদ হেফাজতে আশ্রয়ের বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থাকরণ। ঘ) আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ব্যক্তি ও এনজিও উদ্যোগকে উৎসাহ দান। ঙ) প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তা এবং পরামর্শ সেবাকে উৎসাহ দান। চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রের ষ্টাফদের পরামর্শ সেবা দানের বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ।	মশিবিম এর নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কোষ।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	- আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হবে। - আশ্রয়কেন্দ্রে নির্যাতিতা মহিলাদের আগমণ বৃদ্ধি পাবে। - অধিক সংখ্যক মহিলা আইনগত সহায়তা গ্রহণ করবে। - অধিক সংখ্যক মহিলা মানসিক পরামর্শ সেবা গ্রহণ করবে।	কেন্দ্র স্থাপন এবং লোকবল নিয়োগের জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।	অবিলম্বে এবং চলমান।
২৫। আইনগত সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ।	আইনগত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। [আই ৩ঃ ২৩৩(বি)]	বিভিন্ন সেক্টরাল মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীর অধীন উপকার ভোগী।	ক) পারিবারিক আইন,সম্পত্তি আইন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আইনগত সচেতনতা প্রশিক্ষণের জন্য পাঠ্যক্রম, মডিউল ইত্যাদি প্রণয়নে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোকে সহায়তা দান। খ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কোষের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (সকম এর ২১, শিম এর ১২, স্থাসবি এর ১৮, পউবি এর ১৭ এবং শিক্ষা এর ১৪ নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য)	মশিবিম	সমাজ কল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, স্থানীয় সরকার, কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়।	- আইনগত অধিকারের বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি হবে।	অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহায়তার প্রয়োজন হবে।	স্বল্প মেয়াদী ও চলমান।
২৬। সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোর নারী উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থায়নের সহায়তা প্রদান।	নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা'র জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা। [এইচ ২]	সকল মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ।	ক) গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/কর্মসূচী সনাক্তকরণে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোকে সহায়তা দান। খ) তালিকাভূক্ত কর্মসূচীতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সেক্টরাল মন্ত্রণালয়গুলোর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ। গ) দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে অনুষ্ঠিত সকল ডোনার কনসোর্টিয়ামের সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	মশিবিম	ইআরডি, সকল সেক্টরাল মন্ত্রণালয়।	- নারী উন্নয়ন কর্মসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - নারী উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বৃদ্ধি পাবে।	অর্থনৈতিক সহায়তার প্রয়োজন হবে।	অবিলম্বে এবং চলমান।
ঙঃ গবেষণা								
২৭। নারী বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর	জেন্ডার বিষয়ক তথ্যাদি সৃষ্টি ও বিতরণ করা।	মশিবিম, গবেষণা সংস্থাসমূহ।	ক) নারী বিষয়ক গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করা সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করণ। খ) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নারী বিষয়ক	মশিবিম	গবেষণা প্রতিষ্ঠনসমূহ।	- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নারী বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর অধিক সংখ্যক	গবেষণা কর্মসূচীর জন্য	মধ্য মেয়াদী এবং চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
গবেষণা উদ্বুদ্ধ করণ।	[এইচ ৩ঃ ২১০(সি)]		গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করণ। গ) গবেষণালব্ধ ফলাফল বিতরণের ব্যবস্থা সহ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডকুমেন্টেশন সেন্টারের সাথে সংযোগ স্থাপন। (মশিবিম এর ১০নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) ঘ) পলিসি এ্যাডভোকেসী ইউনিটের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচী ও প্রকল্পে সন্নিবেশন।			গবেষণা সম্পাদিত হবে। - গবেষণালব্ধ ফলাফলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।	সম্পদ প্রয়োজন হবে।	
চঃ সংযোগ ও সমন্বয়								
২৮। সমন্বয়ের উৎকর্ষসাধন সহ উইড ফোকাল পয়েন্ট ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ।	জেন্ডার বিষয়কে সকল মন্ত্রণালয়ের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা। [এইচ ২ঃ ২০৪]	উইড ফোকাল পয়েন্ট, মশিবিম।	ক) প্রস্তাবিত পলিসি এবং এ্যাডভোকেসী ইউনিটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান। খ) উইড ফোকাল পয়েন্টগণের মধ্যে সমন্বয় এবং কার্যকর সমর্থণ সৃষ্টিতে কৌশল উদ্ভাবনের জন্য পলিসি এবং এ্যাডভোকেসী ইউনিটকে সহায়তা প্রদান। গ) দায়িত্ব প্রদানকৃত কর্মকর্তার কার্যাবলী তার চাকুরীর দায়িত্বাবলীতে প্রতিফলিত করণ। ঘ) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের ভূমিকাকে তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে গণ্য করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে আধাসরকারী পত্র জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ। ঙ) উইড ফোকাল পয়েন্টগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করা হবে ঃ - ফোকাল পয়েন্টগণের ভূমিকার বিষয়ে উর্ধ্বতন নীতি নির্ধারকবৃন্দকে নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি অধিবেশনের আয়োজন; - ফোকাল পয়েন্টগণের জন্য ওরিয়েন্টেশন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ; - বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উইড ফোকাল পয়েন্টগণকে সহায়তা প্রদান; - বিভিন্ন উপায়ে , যেমন- নারী বিষয়ক বিভিন্ন আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ের সভা/সেমিনার/ সম্মেলনের মাধ্যমে উইড ফোকাল পয়েন্টগণকে সচেতন করে তোলা; - উইড ফোকাল পয়েন্টগণের জন্য জেন্ডার উদ্দীপক পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য উপকরণ প্রণয়ন;	মশিবিম	উইড ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।	- কৌশল উদ্ভাবনে পলিসি এ্যাডভোকেসী ইউনিটকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দায়িত্ব পাবেন। - উইড ফোকাল পয়েন্টগণের দায়িত্ব তাদের কার্যাবলীতে অন্তর্ভূক্ত করণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আধা সরকারী পত্র জারী করা হবে। - উইড ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। - উইড ফোকাল পয়েন্টগণ তাদের দায়িত্ব পালনে নিজ অফিস হতে যথাযথ সহায়তা পাবে। - উইড ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট পাওয়া যাবে। - উইড ফোকাল পয়েন্টগণের সাথে মশিবিম'র নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। - মশিবিম এবং উইড ফোকাল পয়েন্টগণের মধ্যে উন্নত সমন্বয় সাধিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	অবিলম্বে এবং চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যভুক্ত গ্রুপ	গৃহীতব্য কার্যক্রম	মুখ্য কর্তৃপক্ষ	সহায়ক কর্তৃপক্ষ	নির্দেশক	সম্পদ	সময়সীমা
			- উইড ফোকাল পয়েন্টগণকে তথ্য সরবরাহ, সহায়তা দান এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ; - সার্ক উইড ফোকাল পয়েন্টের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ;			- উইড ফোকাল পয়েন্টগণ প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে।		
২৯। মশিবিম'র সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ সংস্থা'র বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষতঃ মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় ও সংযোগ শক্তিশালীকরণ।	নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা। [এইচ২ঃ ২০৪(ই)]	মশিবিম ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়।	ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্তকরণের উদ্দেশ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ের কমিটিগুলোকে পর্যালোচনা করণ। খ) তথ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের লিয়াজোঁ স্থাপন। গ) প্রস্তাবিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিটের মাধ্যমে উইড ফোকাল পয়েন্টের লিয়াজোঁ স্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করণ। (৩০নং কার্যক্রম দ্রষ্টব্য) ঘ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্বাবলীতে আন্তঃসেক্টরাল যোগাযোগ ও সমন্বয়ের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করণ।	মশিবিম	অন্যান্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।	- যৌথ সহায়তামূলক কর্মসূচীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। - নারী উন্নয়নে আন্তঃসেক্টরাল ইস্যুগুলো চিহ্নিত হবে। - আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। - আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে।	বিদ্যমান সম্পদের মধ্যে।	স্বল্প মেয়াদী ও চলমান।
ছঃ পরিবীক্ষণ								
৩০। মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান শক্তিশালীকরণ।	মাঠ পর্যায়ের কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা। [এইচ ২ঃ ২০৫(বি)]	মবিঅ এবং মাঠকর্মীবৃন্দ।	ক) মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়কে তত্ত্বাবধান করা সহ তাদের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অতিঃ পরিচালকের সভাপতিত্বে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট গঠন। খ) অগ্রগতির পর্যালোচনা সহ কার্যপরিকল্পনার উপর আলোচনার জন্য পর্যালোচনা সভার আয়োজন। গ) প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অন্যান্য শাখার সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন। ঘ) ইউনিটের লোকবলকে তত্ত্বাবধায়ন, ব্যবস্থাপনা, রিপোর্টিং এবং ফলো-আপের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। ঙ) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংশোধনের নিমিত্তে প্রাপ্ত ফিল্ড রিপোর্টগুলো সমন্বিত করে মন্তব্য সহ তা মাঠ কর্মকর্তাগণকে অবহিত করণ।	মবিঅ	মাঠ পর্যায়ের কার্যলয়সমূহ।	- প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেশন ইউনিট স্থাপিত হবে। - সহজ সরল ও কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে। - মাঠ পর্যায়ের অফিস হতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরিত হবে। - মবিঅ'র বিভিন্ন শাখার সাথে ইউনিটের সভা অনুষ্ঠিত হবে। - ইউনিটের সাথে মাঠ পর্যায়ের অফিসের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হবে।	বিদ্যমান সম্পদের পুনর্বন্টনের মাধ্যমে।	স্বল্প মেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

NATIONAL MACHINERY FOR WOMEN'S ADVANCEMENT

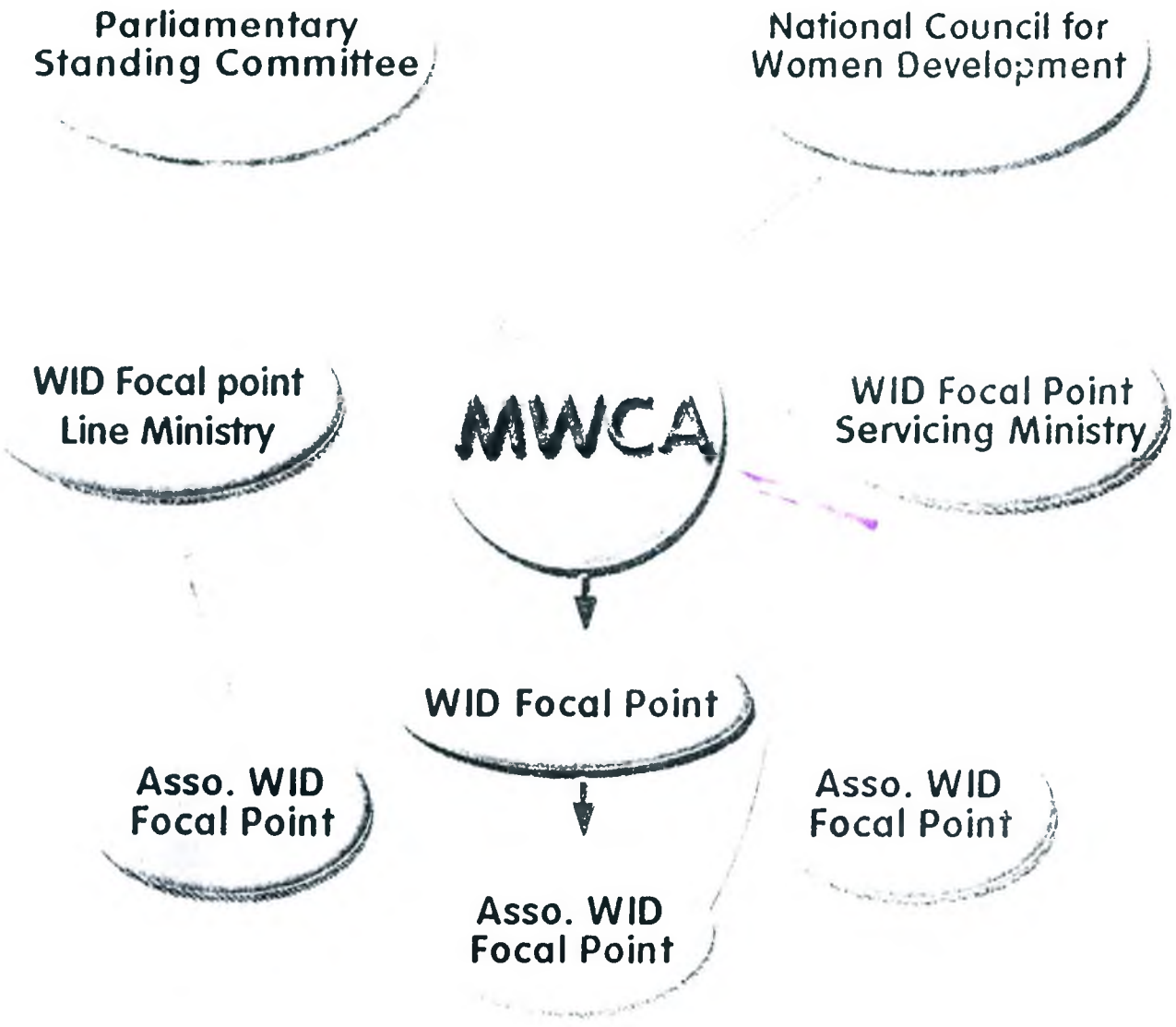

Dhaka University Institutional Repository

সেক্টরাল চাহিদা নিরূপণ দলের সদস্যগণের তালিকা

ক. কৃষিঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব আবদুল ওয়াহেদ খান, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব নিজামুদ্দিন আল-হোসাইনী অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (উডঅ)
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ -বেগম খালেদা সালাউদ্দিন, ওম্যান ফর ওম্যান - জনাব এম. এ. হান্নান, ইপসা - বেগম নিলুফার হাই করিম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম সিমিন মাহমুদ, উর্ধ্বতন গবেষণা ফেলো, বিআইডিএস
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ জনাব এম. আসাদুজ্জামান, উর্ধ্বতন গবেষণা ফেলো।

খ. মৎস্য/পশু সম্পদ

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম মনোয়ারা বেগম, উপ-প্রধান।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব নিজামুদ্দিন আল-হোসাইনী অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - জনাব জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ পশু সম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট। - বেগম শাহীন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম অমিতা দে, নারীপক্ষ।
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ, এস এল ডি পি।

গ. শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব আবুল কাশেম, উপ-প্রধান
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম ইয়াসমিন জোয়ারদার, প্রকল্প পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - ডঃ হামিদা আকতার বেগম, অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। - ডঃ এম ইব্রাহিম, সি এম ই এস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। - বেগম সামসী আরা হাসান, জি এস এস
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ ডঃ মাহমুদা ইসলাম, অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় এবং উইমেন ফর উইমেন
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ জনাব এম আবু আরিফ, যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।

ঘ. পরিবেশ

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম রোকশানা আহমেদ, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম তন্দ্রা শিকদার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - বেগম ইয়াসমীন আহমেদ, এন সি বি - জনাব ইকবাল আলী, বি সি এ এস
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম মাহিন সুলতান, নারীপক্ষ।
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ জনাব হারুন-আর-রশীদ, পিওইউএসএইচ (প্রক্রিয়াধীন)।

ঙ. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ - জনাব আকতারুজ্জামান খান, যুগ্ম সচিব - জনাব এম. এ. মজিদ, উপ-সচিব, জেন্ডার বিষয়ক।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম আয়েশা শিরিন রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - বেগম নাসরিন হক, নারীপক্ষ ঃ - ডঃ হালিদা হানুম আখতার, বাংলাদেশ জনসংখ্যা শিক্ষা পুনঃপ্রজনন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক গবেষণা ইনষ্টিটিউট
কোর গ্রুপ সহায়কবৃন্দ	ঃ - ডঃ হামিদা আকতার বেগম উইমেন ফর উইমেন - ডঃ ইয়াসমীন আলী হক, ইউ এন আই সি ই এফ
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ বেগম মোফাওয়েজা খানম, সি ডাব্লিউ এফ পি

Dhaka University Institutional Repository

চ. স্বরাষ্ট্র

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ - জনাব জি. কে. এম. নুরুল আমিন, উপ-সচিব। - জনাব এস. কে. নজরুল ইসলাম, সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ উপ-সচিব, উন্নয়ন।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - বেগম সিগমা হুদা, আইনজীবী, আই এল ডি - বেগম এলিনা সাত্তার, আইনজীবী।
কোর গ্রুপ সহায়কবৃন্দ	ঃ - বেগম শিরিন হক, নারীপক্ষ। - বেগম মালেকা বেগম, জি এস এস।
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ **বেগম আয়েশা খানম, মহিলা পরিষদ।**

ছ. শিল্প

শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব আবদুল্লা-আল-হারুন, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম জাকেরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - জনাব মির্জ্জা নাজমুল হুদা, নিরপেক্ষ পরামর্শক। - জনাব আনোয়ারুল আজিম, এম আই ডি এ এস - বেগম প্রতিমা পাল, বি আই ডি এস
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম রাকা রশীদ, ইউ এস এ আইড
বহিঃ পর্যালোচক	ঃ জনাব দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, বি আই ডি এস

জ. তথ্য

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম ফরহাদ বানু চৌধুরী, উপ- প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব ফকির মোখলেছুর রহমান, উপ- পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ	ঃ - ডঃ ফেরদৌস আজিম, নারীপক্ষ অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়। - বেগম মালেকা বেগম, জি এস এস - বেগম কিউ. আই. তাহমিনা, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম শাহীন আনাম, পি আর আই পি
বহিঃ পর্যালোক	ঃ বেগম তাসমিমা হোসেন, অনন্যা।

ঝ. শ্রম ও জনশক্তি

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ বেগম জাকেরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থা
পরামর্শক	ঃ - বেগম ফরিদা ই. আরিফ, কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থান ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা - জনাব মোঃ আবু ইউসুফ চৌধুরী কুটির শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থান ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা
কোর গ্রুপ সহায়ক	ঃ বেগম সালমা খান বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র
বহিঃ পর্যালোক	ঃ বেগম শিরিন আকতার, কর্মজীবী নারী (প্রক্রিয়াধীন)।

ঞ. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, উপ-সচিব।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ উপ-সচিব (উন্নয়ন)।
পরামর্শকবৃন্দ বেগম সুলতানা কামাল, আইন ও সালিশ কেন্দ্র	ঃ - বেগম সালমা সোবহান, আইন ও সালিশ কেন্দ্র
কোর গ্রুপ সহায়কবৃন্দ	ঃ - বেগম মালেকা বেগম, জি এস এস - বেগম শিরিন হক, নারীপক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

বহিঃ পর্যালোচক ঃ বেগম রাবেয়া ভূইয়া, ব্যারিষ্টার।

ট. স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি ঃ জনাব সেরাজুল ইসলাম, উপ-প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ঃ জনাব মোঃ হামিদুর রহমান খান, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
পরামর্শকবৃন্দ ঃ - জনাব মোঃ ফয়েজউল্লাহ, মুক্ত পরামর্শক।
- বেগম সেলিনা আর. হায়দার, মুক্ত পরামর্শক।
কোর গ্রুপ সহায়কবৃন্দ ঃ - বেগম নাজমা চৌধুরী, উইমেন ফর উইমেন
- বেগম ফেরদৌসী সুলতানা বেগম, সিডও ফোরাম
বহিঃ পর্যালোচক ঃ - বেগম রওশন কাদের, উইমেন ফর উইমেন

ঠ. সমাজকল্যাণ

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ঃ জনাব ওসমান আলী, উপ-প্রধান।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ঃ বেগম রহিমা নাহার, সহকারী প্রধান।
বহিঃ পরামর্শকবৃন্দ ঃ - বেগম মাহমুদা মাহমুদ লীনা, উৎস
- বেগম শামসুন নেসা, নারীপক্ষ।
কোর গ্রুপ সহায়ক ঃ বেগম ইয়াসমীন জোয়ারদার, প্রকল্প পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
বহিঃ পর্যালোচক ঃ ডঃ আহমেদুল্লাহ মিয়া, ইউসেপ

ন. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধি ঃ জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা, সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ঃ বেগম হোসনে-আরা কাশেম, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
বহিঃ পরামর্শকবৃন্দ ঃ - বেগম তাহেরুন্নেসা আবদুল্লাহ, মুক্ত পরামর্শক।
- বেগম রিনা সেন গুপ্তা, নারীপক্ষ, রেড বার্নেট।
কোর গ্রুপ সহায়কবৃন্দ ঃ - বেগম ফেরদৌসী সুলতানা বেগম, সিডও ফোরাম
- বেগম নাজমা চৌধুরী, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বহিঃ পর্যালোচক ঃ জনাব সালেহ উদ্দীন আহমেদ, পি ই এস এফ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের জন্য দলগঠন

১। বেগম মাহিন সুলতান - দল নেত্রী
২। বেগম তাহেরুন্নেছা আবদুল্লাহ - উপদেষ্টা
৩। বেগম হামিদা আকতার বেগম - দল সদস্য
৪। বেগম ফারজানা নাঈম - দল সদস্য

কোর গ্রুপের নিম্নবর্ণিত মহিলাগণ স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেনঃ

১। বেগম মালেকা বেগম ২। বেগম ফেরদৌসী সুলতানা বেগম

কোর গ্রুপের নিম্নলিখিত মহিলাগণ সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ঃ

১। বেগম নাজমা চৌধুরী ২। বেগম শিরিন হক